উৎসবের আর এক রাত আসছে ক'দিন পরে। কালীপুজো। যা মনে করায় কখনও আলোকে, কখনও অন্ধকারকে। যার মানে দাঁড়ায় অন্যরকম। এবার প্রচ্ছদে সেই কথা।
আলো-আঁধারের খেলা

পনেরো থেকে আঠারোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১০ কার্তিক ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 27 October 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 157

স্পিনের জালে স্বভূমে সিরিজ হার

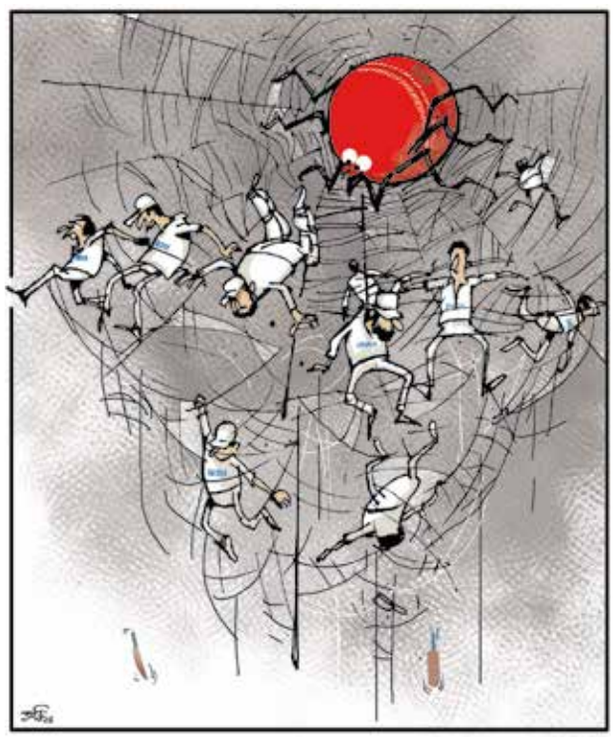

১২ বছর। ১৮ সিরিজ। ৪৩৩১ দিন।

তিলে তিলে তৈরি হওয়া 'মিথ' ভেঙে চুরমার। ২০১২-তে শেষবার ইংল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ হেরেছিল ভারত।

৩৬ বছর অপেক্ষার পর ভারতের মাটিতে টেস্ট জিতেছিল নিউজিল্যান্ড। শনিবার সিরিজ জয়ও সম্পন্ন। রবীন্দ্র জাদেজার ক্যাচ ধরেই জয়ের দৌড় টিম সাউদির। টেস্টে ১৩ উইকেট নেওয়া মিচেল স্যান্টনারকে ঘিরে গোটা দলের উচ্ছ্বাস। যে স্পিন একসময় শক্তি ছিল ভারতের, সেই স্পিনেই এদিন বধ হতে হল নিউজিল্যান্ডের কাছে।

শুক্রবার দ্বিতীয় দিনেই হারের আশঙ্কা ঘিরে ধরেছিল। অঙ্ক উলটে দিতে দরকার ছিল দলগতভাবে প্রতিরোধ। যদিও দলের সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটার যশস্বী জয়সওয়াল (৭৭) ব্যতীত লড়াইয়ের ছিটেফোঁটা মেলেনি। ফলস্বরূপ ৩৫৯-এর জয় লক্ষ্যে ২৪৫ রানে শেষ ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস। ১১৩ রানের বিশাল ব্যবধানে তিনদিনের মধ্যেই ভারত-বধ কিউয়িদের।

বিস্তারিত উনিশের পাতায়

কাটমানিতে কাজে আপস

অস্বীকার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : টেবিলে 'প্যাকেট' না দিলে মেলে না 'পেমেন্ট'। কাজ পেতেও দিতে হয় কাটমানি। ইদানীং আবার টেন্ডারের আগেই শুরু হয়ে যাচ্ছে লেনদেন। সরকারি দপ্তরে এই কাটমানি প্রথা নতুন নয়। কিন্তু উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে গত কয়েক বছরে কাটমানির অঙ্ক বেড়ে গিয়েছে অনেকটাই। তাই সরকারি আধিকারিক, কর্মী, ইঞ্জিনিয়ার, স্থানীয় নেতাদের তুষ্ট করতে গিয়ে কাজের সঙ্গে আপস করতে হচ্ছে ঠিকাদারদের। সূত্রের খবর, দপ্তরের আগের দুই মন্ত্রীর আমলে ১২-১৪ শতাংশ কাটমানি দিতে হত বিভিন্ন স্তরে। এখন তা বেড়ে হয়েছে ২০-২২ শতাংশ।

বর্তমান মন্ত্রী উদয়ন গুহ অবশ্য কাটমানির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, 'দপ্তরে এভাবে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ নেই। কেউ সরাসরি অভিযোগ করলে আমি ব্যবস্থা নেব। এলাকায় কাজ করতে গিয়েও কোথাও কেউ টাকা চাইলে এজেন্সি আমাদের জানাক। আমরা প্রশাসনকে দিয়ে আইনি ব্যবস্থা নেব।'

দেদারে টাকা উড়ছে উত্তরকন্যায়। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার বেআইনি লেনদেনের মাধ্যমে কাজের বিলিবণ্টন হচ্ছে। ঠিকাদারদের একাংশের অভিযোগ, অনলাইনে টেন্ডার আপলোড হওয়ার আগেই দুই শতাংশ লেনদেন হয়ে যাচ্ছে। ফলে নিয়ম রক্ষার্থে টেন্ডার অনলাইনে আপলোড হলেও কোন কাজ কে পাবেন, সেটা অফিসে বসে আগেই ঠিক করে নেওয়া হচ্ছে। মাঝে কেউ বাগড়া দিতে এলে কিংবা সেই এজেন্সি আইনি নোটিশ, আদালতে মামলার হুমকি দিতে শুরু করলে সেই সংস্থাকে পরের টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। আবার সেই এজেন্সি পরের কাজ পেলে এমনভাবে ঝোলানো হচ্ছে যে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' দশা হচ্ছে। ফলে কাটমানি ইস্যুতে কাজ হারানোর ভয়ে মুখে কুলুপ আঁটছেন ঠিকাদাররা।

বহু পুরোনো এক ঠিকাদার বলছেন, 'এক একটি প্রকল্পের কাজে উপর থেকে নীচতলা পর্যন্ত অন্তত ২০-২২ শতাংশ টেন্ডার মূল্য দিতে হচ্ছে। এরপর আর লাভ কি থাকবে?'

এরপর চোদ্দোর পাতায়

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কার্যালয়। -ফাইল চিত্র

কোথায় কত

- অনলাইনে টেন্ডার হওয়ার আগে ২ শতাংশ
- কাজের বরাত পাওয়ার সময় ১২ শতাংশ
- ৪-৫ শতাংশ দিতে হয় অফিস থেকে কাজ বের করার সময়
- কাজ শুরু হলে স্থানীয় নেতাদের দিতে হয় ১-২ শতাংশ
- ইঞ্জিনিয়ারদের খুশি করে পেমেন্ট পেতে দিতে হয় আরও প্রায় ২ শতাংশ

দাগি দুষ্কৃতী তর্জায় দুই শিবির

আরজি করে প্রতিবাদী ডক্টরস ফ্রন্টের সমাবেশ। ছবি : রাজীব মণ্ডল

জুনিয়ার ডাক্তার বনাম জুনিয়ার ডাক্তার শুরু

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : জুনিয়ার ডাক্তার বনাম জুনিয়ার ডাক্তার। নতুন সংগঠনের জন্ম দিল জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশ। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের ডাকে শনিবার গণকনভেনশন হয় আরজি কর মেডিকেল কলেজে। ঠিক সেই সময় ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন নামে নতুন সংগঠনটি গঠনের ঘোষণা হল কলকাতা প্রেস ক্লাবে।

পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলল উভয়পক্ষ। এতদিন গ্রেট কালচারের অভিযোগ তুলত ডক্টরস ফ্রন্ট। শনিবার সেই সংগঠনের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে 'টেরর কালচার'-এর অভিযোগ তুলল ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। ফ্রন্টের অভিযোগ, অ্যাসোসিয়েশনকে মদত দিচ্ছে প্রশাসন। পালটা ফ্রন্টের বিরুদ্ধে তোলা হল অরাজকতা তৈরির অভিযোগ।

অনশন প্রত্যাহারের সময়ই শনিবার আরজি কর মেডিকেলে গণকনভেনশন আয়োজনের কর্মসূচি জানানো হয়েছিল ডক্টরস ফ্রন্টের পক্ষ থেকে। কিন্তু একই সময় ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন নামে আরেকটি সংগঠনের জন্ম হওয়ায়

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সিপিএমের ধাঁচে সক্রিয় সদস্যে নজর পদ্মের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তেই শাসক বিরোধী শক্তি রয়েছে। কিন্তু তৃণমূলকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষেত্রে ওই শক্তির প্রতিফলন ঘটছে না ভোটের বাক্সে। সাংগঠনিক দুর্বলতাই যে তার অন্যতম কারণ, তা বেশ বুঝেছেন পদ্ম নেতারা। তাই এবার সক্রিয় সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য বিজেপি। প্রতিটি মণ্ডলে অন্তত একশো সক্রিয় সদস্য প্রয়োজন বলে নির্দেশ জারি হয়েছে। সক্রিয় সদস্য ছাড়া যে অন্য কোনও মুখকে দলের পদ দেওয়া যাবে না, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছে বঙ্গ বিজেপি।

সূত্রের খবর, বামেদের ধাঁচে পূর্ণ সময়ের কর্মীও খুঁজছে গেরুয়া শিবির। আগামী রবিবার কলকাতায় বৈঠক রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র। তাঁর বঙ্গ সফরের আগে বিজেপি নেতৃত্বের এমন সিদ্ধান্তের পেছনে যে অন্য অঙ্ক রয়েছে, তা ঠাহর করতে পারছেন জেলার নেতারা।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলছেন, 'এখন আমাদের নজর সদস্যতা অভিযানের মধ্যে দিয়ে প্রাথমিক সদস্য তৈরি করা। এই কাজ শেষ হলেই সক্রিয় সদস্য বা কর্মীর দিকে নজর দেব আমরা।'

'২৬-এর লক্ষ্যে ঘুঁটি সাজানো শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে জেলা থেকে বুথ কমিটি, সাংগঠনিক বিভিন্ন স্তরে রদবদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দলীয় সূত্রে খবর, শা'র বৈঠক এবং সদস্যতা অভিযান শেষ হওয়ার পর ১৫ নভেম্বর থেকে জেলায় জেলায় রদবদলের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।

কোপ পড়তে পারে অনেক জেলা সভাপতি থেকে মণ্ডল সভাপতির উপর। পদ খোয়ানোর আশঙ্কায় রয়েছেন অনেকেই। পরিস্থিতি যখন এমন, তখন ভীতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে 'সক্রিয় কর্মী ছাড়া পদ নয়' -এমন সিদ্ধান্ত।

দলীয় সূত্রে খবর, বুথ থেকে জেলা কমিটি, প্রতিটি স্তরেই এই বিধি কার্যকর করা হবে। এমন পরিস্থিতিতে প্রতি মণ্ডলে অন্তত একশো সক্রিয় সদস্য বাধ্যতামূলক সংক্রান্ত নির্দেশ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত কেন নিল বিজেপি? দলের রাজ্য স্তরের এক নেতা বলছেন, 'ভোটের আগে দলের তরফে যে সমীক্ষা করা হয় সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে, তাতে দলের ভালো ফলের ইঙ্গিত মেলে। কিন্তু বাস্তবে ওই জনমত প্রতিফলিত হয় না। আসলে সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্যই আমরা পিছিয়ে পড়ি। সক্রিয় সদস্য সংখ্যা বাড়লে সাংগঠনিক শক্তিও বাড়বে।'

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ত্রিকোণ প্রেমের বলি তরুণ, ধৃত প্রেমিকার মা

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৬ অক্টোবর : ত্রিকোণ প্রেমের জেরে তরুণের মৃত্যু ঘিরে হইচই ইসলামপুরের দাড়িভিটে। কিশোরী প্রেমিকার মা সম্পর্ক ভেঙে ফেলতে বলায় তাঁদের ছেলে 'অপমানে' আত্মঘাতী হয়েছে দাবি করে প্রেমিকার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখালেন তরুণের পরিজন ও প্রতিবেশীরা। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রেমিকার মাকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। কিন্তু তাতেও ক্ষান্ত হয়নি তরুণের পরিবার। তাঁদের দাবি, কিশোরী ও তার নতুন প্রেমিককেও অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। এই দাবিতে দীর্ঘক্ষণ থানা ঘেরাও করে রাখেন তাঁরা।

অচিন্ত্য মজুমদার নামে ওই তরুণের বাড়ি দাড়িভিটে। তিনি শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, অচিন্ত্যর সঙ্গে কালানাগিনের কদমবস্তি এলাকার এক কিশোরীর তিন বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। দুই পরিবার বিষয়টি জানতও। ঠিক হয়েছে, দুজনের উপযুক্ত বয়স হলে বিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু মাসছয়েক আগে অচিন্ত্যকে অন্ধকারে রেখে ওই কিশোরী অন্য আরেকজনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ।

পরিবারের এক সদস্যর দাবি, ২৩ অক্টোবর অচিন্ত্যকে কিশোরীর বাড়িতে ডাকা হয়। কিশোরীর সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে ফেলার জন্য চাপ সৃষ্টি করার পাশাপাশি তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। সেদিনই বাড়িতে এসে পরিবারের সকলকে বিষয়টি জানানোর পর ঘরে গিয়ে 'বিষপান' করেন অচিন্ত্য। পরিবারের লোকজন প্রথমে তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এরপর উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়িতে রেফার করা হয়।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ইসলামপুর থানায় বিক্ষোভ তরুণের পরিবার ও প্রতিবেশীদের।

একনজরে

চট্টগ্রামে বিশাল হিন্দু-মহাসমাবেশ

পালাবদলের পর ধারাবাহিক হামলার মুখে পড়েছে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা। অন্তর্বর্তী সরকার আশ্বাস দিলেও হিন্দুদের উদ্বেগ কাটেনি। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদিঘি ময়দানে নিরাপত্তার দাবিতে সরব হলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ।

বিস্তারিত এগারোর পাতায়

ইরানে বিমানহানা

ইরানের ওপর পুরোদস্তুর হামলা শুরু করল ইজরায়েল। শনিবার সকাল থেকে দফায় দফায় ইরানের সেনা ছাউনি, সামরিক গবেষণাগার, ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণকেন্দ্র লক্ষ্য করে বোমা এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী।

বিস্তারিত এগারোর পাতায়

আব্বাসউদ্দিনের ভিটে নিয়ে আক্ষেপ

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ২৬ অক্টোবর : প্রতিশ্রুতিই সার, বাস্তবায়িত কবে হবে কারও জানা নেই।

'ও কি গাড়িয়াল ভাই', 'প্রেম জানে না রসিক কালাচান', 'তোর্ষা নদী উথালপাথাল কার বা চলে নাও'। ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দিন আহমেদের কালজয়ী সমস্ত গান। তাঁর দরদিয়া সুরেলা কণ্ঠে আজও আট থেকে আশি মোহিত। আজ রবিবার আব্বাসউদ্দিনের ১২৪তম জন্মদিন। সংশ্লিষ্ট মহল একইসঙ্গে উচ্ছ্বসিত ও মর্মাহত। মন খারাপের বিষয় বলতে, তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তাঁর জন্মভিটের আজও সংরক্ষণ হয়নি। সেখানে সংগ্রহশালা তৈরি হবে বলে বহুবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। স্থানীয় আমজাদ মিয়াঁর মতো অনেকেরই মন খারাপ, 'দেশ-বিদেশের বহু সংগীতপ্রেমী এখানে শিল্পীর জন্মভিটে দেখতে আসেন। সেই জন্মভিটের যা দশা, আমাদের রীতিমতো লজ্জা পেতে হয়। সরকার চাইলে ভাওয়াইয়ার এই তীর্থক্ষেত্র ঘিরে অনায়াসেই পর্যটনের বিকাশ হতে পারত।'

১৯০১ সালের ২৭ অক্টোবর বলরামপুরে আব্বাসউদ্দিনের জন্ম। এখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা ও সংগীত সাধনা। ভাওয়াইয়া সম্রাট যে টিনের চালার ঘরটিতে থাকতেন, নড়বড়ে সেই ঘরটি যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। বাড়ির যেখানে বসে তিনি গান বাঁধতেন বলে কথিত, সেখানে গোরু-ছাগল বাঁধা থাকে। বাড়ির গোটা চত্বর জঙ্গলে ভরেছে, সাপ-খোপের আড্ডা। রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা নেশার আসর বসায়। বামফ্রন্ট হোক বা তৃণমূল কংগ্রেস সরকার, বাড়িটি সংস্কার করে সংরক্ষণে কেউই কোনও উদ্যোগ নেয়নি। বিরোধীরা এ নিয়ে সরব হয়েছে। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায়ের কথায়, 'যিনি বিশ্বের দরবারে আমাদের গর্বিত করেছেন তাঁর প্রতি বাম ও তৃণমূল সরকারের এহেন অবহেলা মানা যায় না।' এলাকার প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক তমসের আলির বক্তব্য, 'আমরা বহু কষ্টে বর্তমান মালিকপক্ষকে রাজি করিয়ে ওই জমিতে আব্বাসউদ্দিন স্মৃতিভবন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু ২০১১ সালে আমাদের সরকার চলে যাওয়ার পর তা সম্ভব হয়নি।' তৃণমূল আব্বাসউদ্দিনকে নিয়ে লাগাতার প্রচার করলেও কিছু করতে পারল না কেন বলে তাঁর প্রশ্ন।

বিক্রি হয়ে যাওয়ায় আব্বাসউদ্দিনের জন্মভিটে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের রেকর্ডে অপর একটি পরিবারের নামে রয়েছে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বলরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আব্বাসউদ্দিন আহমেদের জন্মভিটে।

SINCE 1963
ORIENT GROUP

ORIENT JEWELLERS®
Trust of Hallmark

Dhanteras Offer

UPTO 50%* OFF
On Gold Jewellery Making Charge

FLAT 100%* OFF
On Diamond Jewellery Making Charge

Get 1%*
Additional Valuation On Old Gold Exchange

UPTO 10%* OFF
On Certified Gemstone

*T&C Apply

Offer Valid Till 1st November, 2024

Franchise Enquiry : 83730 99905 Corporate Enquiry: 83730 99833

Customer Care: +91 83730 99950 www.orientjewellers.in

MURSHIDABAD - BELDANGA College Para Road, Near Panchraha More 8373099944 - RAGHUNATHGANJ Makenjee Park Maidan Road, 83730 99927 - DHULIAN Kanchantala, Hospital More, Beside Bazar Kolkata 83730 99992 | MALDA - KALIACHAK Thana Road, Opposite Of Kaliachak High School 83730 99912 - SUJAPUR Sujapur Bazar, Beside Of Cosmo Bazar 83730 99916 - GAZOLE Thana Road, Opposite Of Shyam Sukhi Balika Sikhsha Niketan 8373099915 | DAKSHIN DINAJPUR - BALURGHAT Mangalpur, Hili More, Opposite Of Reliance Trends 83730 99953 | UTTAR DINAJPUR - KALIYAGANJ Vivekananda Complex, Ground Floor, Vivekananda More 83730 99903 - RAIGANJ Thana Road, Ukilpara 83730 99964 - RAIGANJ (GRAND) PRM City Mall, N.S Road,Opposite Of HDFC Bank, 83730 99906 - ISLAMPUR N.S Road, Bandhan Bank Building 83730 99965 | DARJEELING - SILIGURI Shelcon Plaza Building, Sevoke Road, Siliguri 83730 99952 JALPAIGURI - MALBAZAR Ramkrishna Colony, Opposite Of Reliance Trends 83730 99904 - JALPAIGURI Rupasree Golden Complex, Ground Floor, D.B.C Road 83730 99922 DHUPGURI Ghosh Para More, Near Hero Showroom 83730 99960 | ALIPURDUAR - FALAKATA Subhas Pally More, Kunjanagar Road 83730 99985 - ALIPURDUAR New Town, Near Madhab More 83730 99943

বাংলা-বিহার ট্যুরিজম সার্কিটের ভাবনা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : কেউ পছন্দের তালিকায় রাখছেন ভাগলপুর, তো কেউ আবার বেছে নিচ্ছেন দেওঘর। আর তাতেই পর্যটক হারাচ্ছে দার্জিলিং, গ্যাংটক। একসময় বাঙালি পর্যটকদের গন্তব্যে শৈলশহরের আশপাশে সীমাবদ্ধ থাকলেও, এখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন তাঁরা। এমন পরিস্থিতিতে এ রাজ্যের পর্যটন ব্যবসায়ীরাও বিহার ও ঝাড়খণ্ডকে পাখির চোখ করে সেখানকার পর্যটক টানতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। 'বিনিময় প্রথা'য় জোট বাঁধলে পর্যটনে তিন রাজ্যই উপকৃত হবে, বিশ্বাসী তাঁরা। সম্প্রতি পাটনায় আয়োজিত একটি পর্যটনমেলায় যোগ দিয়ে হাতে হাত রাখার বার্তা দিয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও। তিনিই মেলার উদ্বোধন করেছেন। পৌরাণিক দিকে নজর রেখে বাংলা-বিহারকে কেন্দ্র করে যাতে নতুন ট্যুরিজম সার্কিট গড়ে তোলা সম্ভব হয়, সেব্যাপারে পর্যটনমন্ত্রককে একটি প্রস্তাব পাঠানোর ব্যাপারেও যৌথ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বাংলা এবং বিহারের পর্যটনে মণিমুক্তোর সংখ্যা কম নয়। মূলত ধর্মীয় এবং পৌরাণিক প্রচুর দ্রষ্টব্য স্থান রয়েছে। বুদ্ধগয়াকে কেন্দ্র করে বছরের প্রতিমাসেই সেখানে ভিড় থাকে পর্যটকদের। কিন্তু বর্তমান সময়ে বিহারের সিল্ক ক্যাপিটাল হিসেবে স্বীকৃত ভাগলপুর বা বৈদ্যনাথ ধামকে কেন্দ্র করে দেওঘরেও সারাবছর ভিড় থাকছে পর্যটকদের। রাজগির, দ্বারভাঙ্গার মতো এলাকাগুলিতেও ভিড়টা

পাটনায় ধর্মীয় পর্যটন নিয়ে আলোচনা। –ফাইল চিত্র

নেহাত কম জমাট বাঁধছে না। ধর্মীয় টানে বিহারের দ্রষ্টব্য স্থান বা পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে আগের তুলনায় অনেক বেশি ভিড় হচ্ছে বলে অনেক পর্যটন ব্যবসায়ীর বক্তব্য। তাঁরা বলছেন, 'পাহাড়ের বেহাল রাস্তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পর্যটন মরশুমে অস্বাভাবিক গাড়িভাড়া বৃদ্ধি সহ বেশ কয়েকটি কারণে এখন অনেকেই দার্জিলিং, গ্যাংটকের পরিবর্তে বিহারে বেড়াতে যাচ্ছেন। এ কারণে এবার পুজো পর্যটনের দিনগুলিতে আগের তুলনায় পাহাড়ে কম ভিড় দেখা গিয়েছে। তবে বাঙালিদের একটা অংশ বিহার, ঝাড়খণ্ডকে বেছে নিলেও, ওই দুই রাজ্যের পর্যটকদের একটা বড় অংশ আবার নতুন করে পাহাড়মুখী হচ্ছেন। যার জন্য এবছর উৎসবের দিনগুলিতে পাহাড়ে অবাঙালি পর্যটকদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম ছিল না।'

পর্যটনের প্রসারের মধ্যে দিয়ে কর্মসংস্থানের নতুন দরজা খুলতে চাইছে বিহারও। ওই লক্ষ্যেই ২২ ও ২৩ অক্টোবর পাটনায় পর্যটনমেলার আয়োজন করা হয়েছিল। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, গুরুত্ব দিয়ে মেলায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল উত্তরবঙ্গের পর্যটন ব্যবসায়ীদের। আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে ধর্মীয় ও পৌরাণিক স্থানগুলিকে নতুনভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগে সার্কিট গড়ে তোলার বিষয়টি। পর্যটনমেলায় উপস্থিত থেকে কেন্দ্রের কাছে এই সংক্রান্ত প্রস্তাব পাঠানোর কথা তুলে ধরে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (এইচএইচটিডিএন), যাতে সম্মতি জানান বিহারের পর্যটনমন্ত্রী নীতীশ মিশ্রা। এ ব্যাপারে তিনি উত্তরবঙ্গের পর্যটন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসে খসড়া তৈরির করার পরামর্শ দেন নিজের দপ্তরের আধিকারিকদের।

এইচএইচটিডিএনের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলছেন, 'উত্তরবঙ্গের মতো বিহারে প্রচুর ঐতিহাসিক কেন্দ্র রয়েছে, যাকে কেন্দ্র করে পর্যটনের নতুন সার্কিট গড়ে উঠতে পারে। তাই যৌথভাবে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠানোর বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। বিহার সম্মত হয়েছে।' মেলায় উপস্থিত কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র শেখাওয়াতও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

বিশেষ-সক্ষমের স্বপ্ন

সমীর দাস

কালচিনি, ২৬ অক্টোবর : সংসারে অভাব-অনটন নিত্যসঙ্গী। অসুস্থ থাকায় বাবা কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন। কাজের সূত্রে দাদা ভিনরাজ্যে। মা গাঙ্গুটিয়া চা বাগানের শ্রমিক। বিশেষভাবে সক্ষম হওয়া সমস্যা আরও বাড়িয়েছে। তবুও নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে সঙ্গী করে কবি হওয়ার লক্ষ্যে অবিচল কালচিনির গাঙ্গুটিয়া চা বাগানের হাসপাতাল লাইনের বাসিন্দা বিবেক কামি। আর এই শক্তিকে কাজে লাগিয়েই তিনি লিখে চলেছেন একের পর এক কবিতা। বছর উনত্রিশের ওই তরুণের ইচ্ছে, একদিন তাঁর লেখা কবিতা স্থান পাবে দেশের প্রথম সারির সব গ্রন্থাগারে।

হিন্দিমাধ্যমে পড়াশোনা করায় বিবেক মূলত হিন্দি ভাষাতেই কবিতা লেখেন। বিবেক ইতিমধ্যে প্রায় ১০০ কবিতা লিখেছেন। অনলাইনে ভিনরাজ্যের কবিতা লেখা প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃতও হয়েছে বিবেকের লেখা কবিতা।

বছরদুয়েক আগে রায়মাটাং চা বাগানে শুরু হয়েছে ওপেন আর্ট পারফরমেন্স সেন্টার 'সানডে আর্ট হাট'। সেখানে নিয়মিত যান বিবেক। শুধুমাত্র কবিতা লেখাতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি ওই তরুণ। কবিতার প্রতি তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন তিনি। এছাড়া কালচিনি ব্লকে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য মঞ্চও তৈরি করেছেন বিবেক। মঞ্চের নাম দিয়েছেন 'কালচিনি দিব্যাঙ্গ সংঘ'।

বিবেক জানান, স্কুলে পড়ার সময় থেকেই কবিতা লেখার শুরু। তাঁর লেখায় স্থান পায় সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সমসাময়িক ঘটনা। তিনি বলেন, '২০২২ সালে মধ্যপ্রদেশে অনলাইন কবিতা প্রতিযোগিতা হয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতিযোগিতায় আট হাজার জন অংশগ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে আমার লেখা কবিতা স্বীকৃতি পায়।' তাঁর লেখা কবিতা উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের স্থানীয় ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওই তরুণ।

ক্ষুদ্র চা চাষিদের দাবি

জলপাইগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের ৫০ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষির সমস্যা মেটাতে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের হস্তক্ষেপ দাবি করা হল। শনিবার আইটিপিএ প্রোজেক্ট অ্যান্ড স্মল টি গার্ডেন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের তরফে এই দাবি জানানো হয়। ক্ষুদ্র চা চাষিদের এক প্রতিনিধিদল জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির

₹১কোটির বিজয়িনী হলেন

পশ্চিম দিল্লী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিম দিল্লী, বসন্ত কুঞ্জ দক্ষিণ - এর একজন বাসিন্দা সাবিতা রাস্তগি - কে

03.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 88D 19673 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি এই বৃদ্ধ বয়সে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কারের এই বিশাল পরিমাণ অর্থ দিয়ে আমাকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী করে তুলেছে। আমি কখনোই আশা করিনি এই পরিমাণ অর্থ জিততে পারবো। এই সুসংবাদটি শুনে আমি খুবই আনন্দিত অনুভব করছিলাম। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

আক্ষেপ যাচ্ছে না শোকার্ত বাবা-মায়ের

আইফোন না পেয়ে 'বিষপানে'র পর মৃত্যু

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৬ অক্টোবর : বাবার কাছে আইফোন কেনার টাকা চেয়েছিলেন ২০ বছরের এক তরুণ। কিন্তু সেই টাকা দিতে রাজি হননি বাবা। ফলে বাবা-মায়ের সামনেই বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। বেশ কয়েকদিন ধরে চিকিৎসাধীন থাকার পর শনিবার মারা যান ওই তরুণ। মর্মান্তিক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে কালিয়াগঞ্জ থানার ডালিমগাঁও সংলগ্ন চকশিবানন্দ গ্রামে।

কালিয়াগঞ্জ থানার চকশিবানন্দ গ্রামের বাসিন্দা শ্যামল দাস। পেশায় কৃষক। তাঁর একমাত্র ছেলে সঞ্জয় দাস(২০) একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর রাজমিস্ত্রির কাজ শুরু করেন। ১৮ অক্টোবর সঞ্জয় তাঁর বাবা শ্যামল দাসের কাছে একটি দামি আইফোন দাবি করেন। কিন্তু বাবা সেই ফোন দিতে রাজি হননি। এনিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়। এরপরেই সঞ্জয় বাবা-মায়ের সামনে কীটনাশক পান করেন। বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য প্রথমে তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রায়গঞ্জ মেডিকেলে স্থানান্তরিত করা হয়। বেশ কয়েকদিন ধরে রায়গঞ্জ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন থাকার পর শনিবার সকালে মারা যান ওই তরুণ।

> আমরা ভেবেছিলাম আমাদের ভয় দেখানোর জন্য বিষ খাওয়ার হুমকি দিচ্ছে ছেলে। এরপর ঘরে ঢুকে সে কীটনাশক খেয়ে নেয়। কয়েকদিন ধরে রায়গঞ্জ মেডিকেলে থাকার পর আজ সকালে তার মৃত্যু হয়।
>
> **শ্যামল দাস,** *মৃতের বাবা*

এদিন দুপুরে ওই তরুণের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

মৃতের বাবা শ্যামল দাস বলে, 'আমরা ভেবেছিলাম আমাদের ভয় দেখানোর জন্য বিষ খাওয়ার হুমকি দিচ্ছে ছেলে। এরপর ঘরে ঢুকে সে কীটনাশক খেয়ে নেয়। কয়েকদিন ধরে রায়গঞ্জ মেডিকেলে থাকার পর আজ সকালে তার মৃত্যু হয়।'

মৃত তরুণের এক আত্মীয় পরেশচন্দ্র অধিকারী জানান, 'বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে হওয়ার কারণে তার সব দাবিই পূরণ করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু দামি মোবাইল চাইলে তা দিতে রাজি হননি। এতেই বাবা-মায়ের সামনেই ছেলেটি বিষপান করেন। আজ তার মৃত্যু হয়েছে।'

নগেনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

মেটেলি, ২৬ অক্টোবর : সিতাইয়ে রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীকে হেনস্তা ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়ের বিরুদ্ধে। ঘটনার তীব্র বিরোধিতা করে ও অভিযুক্ত সাংসদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে শনিবার মেটেলি থানায় স্মারকলিপি দেওয়া হল। এদিন মেটেলি ব্লকের জুরন্তি চা বাগানের বেশ কয়েকজন বাসিন্দা মেটেলি থানায় গিয়ে ওই স্মারকলিপি দেন।

মেটেলি

অভিযোগকারীদের পক্ষে নাথো মুন্ডা বলেন, 'যে ভাষায় নগেন রায় আশ্রমের সন্ন্যাসীকে গালিগালাজ করেছেন তা মেনে নেওয়া যায় না। তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের গালিগালাজ করা হয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও একজন তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ। দ্রুত যাতে নগেন রায়ের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হয় এদিন তার লিখিত দাবি জানানো হয়েছে।' এদিনের এই স্মারকলিপি প্রদানে জুরন্তি চা বাগানের বহু পুরুষ ও মহিলা ছিলেন।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। এই সপ্তাহে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা নিয়ে বাবার সঙ্গে বসতে পারেন। শরীর নিয়ে অযথা উৎকণ্ঠায় কাটবে। পুরোনো কোনও সম্পত্তি কিনে বেশ লাভবান হবেন। অধ্যাপক ও চিকিৎসকদের জন্যে সপ্তাহটি শুভ।

বৃষ : এই সপ্তাহে কোনও কাজ ভালোভাবে সম্পূর্ণ করার জন্যে প্রশংসা পাবেন। পাওনা আদায় করতে জোর করতে যাবেন না। মায়ের সুপরামর্শে সংসারের কোনও জটিল সমস্যা মিটিয়ে স্বস্তি পাবেন। কোনও আশাভঙ্গ হওয়ায় মনঃকষ্ট। চোখের সমস্যা কম হওয়ায় স্বস্তি।

মিথুন : দীর্ঘদিনের কোনও প্রত্যাশা পূরণ হওয়ায় মানসিক তৃপ্তি। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আনন্দলাভ। সন্তানের পরীক্ষার সাফল্য আনন্দ দেবে। সাংসারিক কাজে ব্যয় বাড়বে। কোনও বন্ধুর সহায়তায় বড় বিপদ থেকে উদ্ধার। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

কর্কট : ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু ঋণ করতে হতে পারে। হঠাৎ প্রিয় কোনও বন্ধুর সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে মনোমালিন্য হতে পরে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে প্রশংসা যেমন পাবেন অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ক্ষতি। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সম্ভাবনা।

সিংহ : বিশেষ কোনও কাজে বিদেশে যেতে হতে পারে। আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে কোনও আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারও কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যা। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন আসায় আনন্দ। দাঁতের ব্যথায় দুর্ভোগ।

কন্যা : নতুন অফিসে যোগ দিতে পারেন। দীর্ঘদিনের কোনও পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। পুরোনো কোনও সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। রাস্তায় কোনওরকম বিতর্কেই যাবেন না। বোনের বিয়ে ঠিক হওয়ায় নিশ্চিন্ত। নিজের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। কোমর ও পিঠের ব্যথা ভোগাবে। সপরিবার ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল হতে পারে।

তুলা : সাংসারিক চাপে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। দূরের কোনও প্রিয়জনের জন্যে মনখারাপ হতে পারে। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে সামান্য মতভেদ। হঠাৎ বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।

বৃশ্চিক : এ সপ্তাহে দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ হওয়ায় খুব খুশি হবেন। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। মেয়ের পরীক্ষার ফলে সন্তুষ্ট হবেন। এ সপ্তাহে খুব সাবধানে গাড়ি চালাবেন। আইন-আদালত ছাড়াই আলাপ আলোচনায় কোনও বিষয় সমাধান হতে পারে।

ধনু : কোনও প্রিয়জনের জন্যে অহেতুক দুশ্চিন্তা। রাজনীতির ব্যক্তি হলে বাকসংযম রাখা খুব জরুরি। ভুল কথা বলে সমস্যায় পড়বেন। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ পাবেন। অধ্যাপক ও চিকিৎসকরা সংবর্ধিত হতে পারেন। ভাইয়ের সঙ্গে কোনও ব্যাপারে মতভেদ। সহকর্মীদের সঙ্গে প্রায় অকারণেই বাকবিতণ্ডা। নিজের দোষ স্বীকার করে নিন।

মকর : ব্যবসা নিয়ে নতুন পরিকল্পনা। ক্রীড়াজগতের ব্যক্তি হলে নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। সন্তানের লেখাপড়ার জন্যে বেশকিছু টাকা খরচ হবে। রাজনীতি থেকে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা। বাবার শরীরের দিকে নজর রাখুন। বহুদিনের কোনও স্বপ্ন সফল হবে।

কুম্ভ : বাবার শরীর নিয়ে সারা সপ্তাহই উৎকণ্ঠায় কাটবে। অনৈতিক কোনও কাজের সঙ্গে নিজের ভুলে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। মেয়ের বিয়ে নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। নিজের কোনও পরিকল্পনা সার্থক হবে। পাওনা আদায় হওয়ায় নিশ্চিন্ত।

মীন : ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু ঋণ নিতে হতে পারে। মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। নতুন গাড়ি, বাড়ি কেনার সম্ভাবনা। রাজনীতি থেকে কিছু সমস্যায় পড়বেন। খুব অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে হঠাৎ বেশ কিছু অর্থ ব্যয় হবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১০ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ৫ কার্তিক, ২৭ অক্টোবর ২০২৪, ১০ কাতি, সংবৎ ১০ কার্তিক বদি, ২৩ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪৩, অঃ ৫।০। রবিবার, দশমী দিবা ৭।৪০। মঘানক্ষত্র দিবা ৩।১৭। শুক্রযোগ দিবা ৯।৪৮। বিষ্টিকরণ দিবা ৭।৪০ গতে ববকরণ রাত্রি ৮।২৪ গতে বালবকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ৩।১৭ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ৭।৪০ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি- ৯।৫৭ গতে ১২।৪৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৭ গতে ২।৩২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ৬।২৮ গতে ৩।১৭ মধ্যে। অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৬ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ১১। ৪৩ গতে ২। ৩৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ৯।১০ মধ্যে ও ১১।৪৭ গতে ১।৩১ মধ্যে ও ২।২৩ গতে ৫।৪৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২২ গতে ৪।৬ মধ্যে।

আজ টিভিতে

কথা – আলোর ফুলঝুরি রাত ৯.৩০–১১টা স্টার জলসায়

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ কথা- আলোর ফুলঝুরি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, রাত ৯.০০ স্বপ্নডানা, রাত ১০.০০ সোহাগ চাঁদ, রাত ১০.৩০ ফেরারি মন, রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, বিকেল ৩.০০ আকাশ বার্তা, বিকেল ৩.০৫ ম্যাটিনি শো, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.০০ ফাটাফাটি, বিকেল ৩.৫০ হিরোগিরি, সন্ধ্যা ৭.০০ কী করে তোকে বলব, রাত ১০.১০ লাভেরিয়া

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দাদাঠাকুর, দুপুর ১.০০ আই লাভ ইউ, বিকেল ৪.০০ সঙ্গী, সন্ধ্যা ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ টোটাল দাদাগিরি

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে, দুপুর ২.৩৫ আসল নকল, বিকেল ৫.৩৫ ওগো বধূ সুন্দরী, রাত ৮.২৫ চিতা, রাত ১০.৫০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দেবাঞ্জলি, সন্ধ্যা ৮.৩০ সুন্দরী

টোটাল দাদাগিরি রাত ১০টায় কালার্স বাংলা সিনেমায়

চিতা রাত ৮.২৫ মিনিটে জি বাংলা সিনেমায়

ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ারে ফাটাফাটি দুপুর ১টায় জলসা মুভিজে

স্বামীর নাম এড়ালেন সংগীতা

তৃণমূল প্রার্থীর নির্বাচনি হলফনামায় বাবার নাম

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৬ অক্টোবর : বিতর্ক এড়াতে সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী সংগীতা রায় নির্বাচনি হলফনামায় সাংসদ স্বামীর নাম দাখিল করলেন না। বরং স্বামীর পরিবর্তে মৃত পিতা সমররঞ্জন রায়ের কন্যা হিসাবে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া বলেন, 'প্রার্থীর যে নামে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ও প্যান কার্ড রয়েছে হলফনামায় সেভাবে দাখিল করেছে।' গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের হলফনামায় স্বামীর নাম দাখিল করলেও এবার এই পরিবর্তন কেন? প্রশ্ন করা হলে কিছুটা বিরক্তির সুরে সাংসদ বলেন, 'যা নাম আছে সেই নাম ব্যবহার করে সাবমিট করা হয়েছে। এই নিয়ে আবার কথা কেন? নির্বাচন কমিশনের নিয়মানুযায়ী যেভাবে সাবমিট করার কথা সেভাবে করা হয়েছে।'এবিষয়ে সংগীতাকে ফোন করা হলে তিনি মিটিংয়ে রয়েছেন বলে জানিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

পরিচয় বিতর্ক

- নির্বাচনি হলফনামায় সংগীতা জগদীশ বর্মা বসুনিয়াকে স্বামী হিসেবে উল্লেখ করলে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়
- চাপের মুখে তৃণমূল প্রার্থী সংগীতা রায় শুক্রবার নির্বাচনি হলফনামায় সাংসদ স্বামীর নাম দাখিল করলেন না
- মৃত পিতা সমররঞ্জন রায়ের কন্যা হিসাবে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন

সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে সংগীতা রায়ের নাম ঘোষণার পর থেকে বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে। গত সোমবার পদ্ম শিবির তাদের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে। তার বাংলা তর্জমা করলে যা দাঁড়ায় তা হল, 'সংগীতা রায় সিতাইয়ের টিএমসি প্রার্থী। তার ফেসবুক প্রোফাইল অনুসারে তিনি তৃণমূল সাংসদ জগদীশ বসুনিয়ার স্ত্রী। তবে সাংসদের নির্বাচনি হলফনামায় তিনি স্ত্রী হিসাবে শুকতারা বসুনিয়ার নাম উল্লেখ করেছেন। আশ্চর্যজনকভাবে সংগীতা রায় (বসুনিয়া) তাঁর পঞ্চায়েত নির্বাচনি শপথনামায় জগদীশ বসুনিয়াকে তাঁর স্বামী বলে উল্লেখ করেছেন। যাই হোক, বহুবিবাহ একটি অপরাধ এবং এরূপ বিয়ে অবৈধ। তৃণমূল কেন তাঁকে টিকিট দিয়েছে তা স্পষ্ট করা উচিত। তৃণমূল কি এমন অবৈধ কর্মকাণ্ডের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে?' তৃণমূলের প্রার্থীকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপির এই ধরনের পোস্টকে ঘিরে ব্যাপক গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু হয়। এর জেরে প্রার্থী নিয়ে শাসকদল যথেষ্ট চাপে পড়ে যায়।

অবশেষে শুক্রবার সংগীতা রায় নির্বাচনি হলফনামায় নিজের স্বামীর কোনও পরিচয় বা নাম দেননি। বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায়ের কথায়, 'গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি স্বামী হিসাবে জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার নাম লিখলেও এবার সম্ভবত ভয়ে তাঁর নাম লেখার সাহস করেননি। পরিবর্তে নিজের পরিচয় হিসাবে তাঁর পিতার নাম লিখেছেন।' তাঁর সংযোজন, 'আমরা শুনেছি সংগীতার বাপের বাড়ির পরিচয় তপশিলি জাতি হিসাবে নয়, জেনারেল কাস্ট হিসাবে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।'

কালীপুজো-ছটে টহল বনকর্মীদের

ময়নাগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : কালীপুজোর আগে বন্যজন্তু ও মানুষের সংঘাত এড়াতে বন্যপ্রাণী অধ্যুষিত এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো হল। বন দপ্তরের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকাজুড়ে সন্ধে থেকে ভোর পর্যন্ত প্রায় ৫০টির মতো বিশেষ দল কাজ করবে। এরমধ্যে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য সহ যৌথ বন পরিচালন কমিটির সদস্য এবং বনকর্মীরা মোতায়েন থাকবেন। ইতিমধ্যে জেলার বিভিন্ন জঙ্গলঘেঁষা এলাকায় নজরদারির শুরু হয়েছে। ছটপুজোতেও এই বিশেষ দল কাজ করবে। নাগরাকাটা ব্লকের সুলকাপাড়া, ডায়না, হাজিপাড়া, ডাঙাপাড়া, মেটেলি ব্লকের মূর্তি, মঙ্গলবাড়ি, ধূপঝোরা, লাটাগুড়ি ও ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই সহ বিভিন্ন এলাকায় এই দল কাজ করবে। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দের বক্তব্য, 'রুটিনমাফিক টহলদারির পাশাপাশি স্থানীয় যৌথ বন পরিচালন কমিটির সদস্য ও কুইক রেসপন্স টিম আগামী কয়েকদিন নজরদারি চালাবে। চেষ্টা করা হচ্ছে প্রতি দলে যাতে একজন করে সশস্ত্র কর্মী নিযুক্ত করা যায়।' হেঁটে নজরদারির পাশাপাশি বন্যপ্রাণীর খোঁজ পেতে ড্রোন ক্যামেরার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে আসার পর ড্রোন ক্যামেরার সাহায্যে বন্যপ্রাণীর গতিবিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে বিকেল গড়াতেই ডুয়ার্সের বিভিন্ন জঙ্গলঘেঁষা এলাকায় পরপর বন্য জীবজন্তুর আক্রমনে প্রাণহানির ঘটনা সামনে আসছে। তাই কালীপুজো এবং ছটপুজোর আগে বন দপ্তর কোনওভাবে ঝুঁকি নিতে চাইছে না। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের আওতাধীন সকল রেঞ্জ এবং জলপাইগুড়ি বনবিভাগের আওতাধীন সমস্ত রেঞ্জের বনকর্মীদের ইতিমধ্যে সতর্ক করা হয়েছে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

নিউ জলপাইগুড়ি ও পাটনা, কাটিহার ও মনিহারি, কাটিহার ও ছাপড়া এবং কাটিহার ও দৌরাম মাধেপুরার মধ্যে উৎসব স্পেশাল ট্রেন

দীপাবলি/ছট উৎসব-২০২৪-এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত **উৎসব স্পেশাল ট্রেনগুলি** চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে:

ট্রেন নং. 05740 নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ০২-১১-২০২৪ থেকে ৩০-১১-২০২৪ পর্যন্ত = ০৫টি ট্রিপ (প্রত্যেক শনিবার)
ট্রেন নং. 05739 পাটনা জং. থেকে ০২-১১-২০২৪ থেকে ৩০-১১-২০২৪ পর্যন্ত = ০৫টি ট্রিপ (প্রত্যেক শনিবার)

দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
শনি	—	০৫.০০	নিউ জলপাইগুড়ি	০৯.৩০	—	রবি
	০৫.২৩	০৫.২৫	শিলিগুড়ি জং.	০৮.৫০	০৮.৫২	
	০৬.২৫	০৬.২৭	ঠাকুরগঞ্জ	০৭.১৮	০৭.২০	
	০৭.১৫	০৭.১৭	কিষানগঞ্জ	০৬.০৮	০৬.১০	
	০৮.২৫	০৮.২৭	বারসোই	০৫.০৫	০৫.০৭	
	১১.০৫	১১.১৫	কাটিহার	০৩.২০	০৩.৩০	
	১৩.১২	১৩.১৪	খাগারিয়া	২৩.৪৫	২৩.৪৭	শনি
	১৭.৪০	--	পাটনা জং.	—	১৯.৩০	

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ বাগডোগরা, আলুয়াবাড়ি জং., ডালখোলা, তেলতা, সুধানি, আজমনগর রোড, খুরিয়াল, লাভা, নাউগাছিয়া, মানসি, বেগুসরাই, নিউ বারাউনি, মোকামা, বখতিয়ারপুর।

গঠনঃ এসি ফার্স্ট ক্লাস (এক), এসি-২ টিয়ার (দুই), এসি-৩ টিয়ার (ছয়), এসি-৩ টিয়ার ইকোনোমি (এক), শয়ন শ্রেণি (ছয়), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (তিন) এবং ব্রেক, লাগেজ কাম জেনারেটর কার (দুই) = ২১টি কামরা।

ট্রেন নং. 05744 কাটিহার থেকে ২৭-১০-২০২৪ থেকে ২৮-১১-২০২৪ পর্যন্ত = ১৫টি ট্রিপ (বৃহস্পতিবার, রবিবার ও সোমবার)
ট্রেন নং. 05743 ছাপড়া থেকে ২৮-১০-২০২৪ থেকে ২৯-১১-২০২৪ পর্যন্ত = ১৫টি ট্রিপ (শুক্রবার, সোমবার ও মঙ্গলবার)

দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
বৃহস্পতি, রবি ও সোম	—	১৬.০০	কাটিহার	১২.৩০	—	শুক্র, সোম, ও মঙ্গল
	১৬.৫৩	১৬.৫৫	থানা বিহপুর	০৯.৪০	০৯.৪২	
	১৮.০২	১৮.০৪	খাগারিয়া	০৮.৫০	০৮.৫২	
	১৯.৪৫	১৯.৫৫	বারাউনি	০৭.২০	০৭.৩০	
	২১.২০	২১.২৫	হাজিপুর	০৬.০৭	০৬.১২	
শুক্র, সোম, ও মঙ্গল	০০.২০	—	ছাপড়া	—	০৪.৩০	

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ নাউগাছিয়া, মানসি, বেগুসরাই, সাহপুর পাটোরি, সোনপুর, দিঘওয়ারা।

গঠনঃ এসি-২ টিয়ার (এক), এসি-৩ টিয়ার (তিন), শয়ন শ্রেণি (বারো), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (পাঁচ) এবং জিএসএলআরডি (দুই) = ২৩টি কামরা।

ট্রেন নং. 07540 কাটিহার থেকে ২৬-১০-২০২৪ থেকে ১৯-১১-২০২৪ পর্যন্ত = ২৫টি ট্রিপ (দৈনিক)
ট্রেন নং. 07539 মনিহারি থেকে ২৭-১০-২০২৪ থেকে ২০-১১-২০২৪ পর্যন্ত = ২৫টি ট্রিপ (দৈনিক)

দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
ডি-১	—	২০.৩০	কাটিহার	০৬.০০	—	ডি-২
	২০.৪৪	২০.৪৫	মানসাহি	০৫.২৯	০৫.৩০	
	২০.৫১	২০.৫২	কুমারীপুর	০৫.২০	০৫.২১	
	২০.৫৭	২০.৫৮	মহিয়ারপুর	০৫.১৪	০৫.১৫	
	২১.০৫	২১.০৬	বাঘমারা হল্ট	০৫.০৬	০৫.০৭	
	২১.৩০	--	মনিহারি	—	০৫.০০	

গঠনঃ ড্রাইভিং পাওয়ার কোচ (দুই) ও ট্রেইলর কোচ (ছয়) = ০৮টি কামরা।

ট্রেন নং. 07541 কাটিহার থেকে ২৮-১০-২০২৪ থেকে ৩০-১১-২০২৪ পর্যন্ত = ৩৪টি ট্রিপ (দৈনিক)
ট্রেন নং. 07542 দৌরাম মাধেপুরা থেকে ২৮-১০-২০২৪ থেকে ৩০-১১-২০২৪ পর্যন্ত = ৩৪টি ট্রিপ (দৈনিক)

দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
ডি-১	--	19.00	কাটিহার জং.	02.30	--	ডি-২
	19.20	19.21	রৌতারা	01.46	01.47	
	19.40	19.45	পূর্ণিয়া জং.	01.00	01.05	
	20.20	20.21	সারসি	23.56	23.57	ডি-১
	20.55	20.56	মুরলিগঞ্জ	23.20	23.21	
	22.00	--	দৌরাম মাধেপুরা	--	22.45	

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ দমদম, রানিপাত্র, পূর্ণিয়া কোর্ট, বনমনখী জং., জানকীনগর, বুধমা।
গঠনঃ ড্রাইভিং পাওয়ার কোচ (দুই) ও ট্রেইলর কোচ (ছয়) = ০৮টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Notice

My clients have entered into an agreement with Sri Jaideep Majumdar, S/o Jagannath Majumdar and Smt. Moushumi Majumdar, w/o Sri Jaideep Majumdar of Subhaspally, Siliguri for purchasing their Flat measuring 1234 sft, in the Second floor, out of a four storied Building, bearing Holding No. 312/280/1/155/135 together with proportionate undivided share of land out of total land measuring 0.0861 acres, in R.S.Plot No. 10850, L.R. Plot No. 6588, recorded in R.S. Khatian No. 3688, L.R. Khatian No. 13972 & 13973, Mouza & P.S.-Siliguri, Ward No. XIX, District-Darjeeling. If any person/s, Company, Bank/s etc. having any objection for the same should be informed to the undersigned within Seven days from the date of publication, otherwise no claim will be entertained and it shall be presumed that the property is free from all encumbrances and charges whatsoever.

Sd/-
(Ratan Banik)
Advocate, Siliguri Court
Mobile : 98320-12784/94763-93350
e-mail : advratanbanik@gmail.com

ARMY PUBLIC SCHOOL, SUKNA
INVITATION OF QUOTATION

1. Quotation is called for procurement of PA Equipments and Light System including complete installation.
2. Interested vendors/dealers are requested to drop their Quotation in the quotation box of the school along with tender fee of **Rs 100/- (Non refundable)** in the form of DD in favour of Army Public School, Sukna payable at Sukna as per the conditions given in school website.
3. For details of **PA Equipments and Light System with specification,** please visit school website www.apssukna.com.
4. Last date of submission of quotation is 15 Nov 2024.

CINEMA সিনেমা

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার সহজ পদ্ধতি। প্রতিদিন কয়েক মিনিট শুধু নিজ মুখে উচ্চারণ চর্চায় নিশ্চিত শিক্ষার কোর্স। ডাকযোগে প্রবীণ শিক্ষকের বই। ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/113043)

TUITION

■ Smart and Innovative Physics Class for (XI-XII) any board, NEET, JEE. (Main & Advance), Engineering Physics conducted by an IIT'n at Siliguri. 8837030364. (C/113035)

অ্যাফিডেভিট

■ ভুলবশত শিক্ষাগত শংসাপত্রে আমার নাম ও পদবি Hitesh Roy লেখা হয়েছে। গত ২৪-১০-২৪ তারিখে নোটারি পাবলিকে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Hitesh Ray, পিতা জগন্নাথ রায়, সাপ্টিবাড়ি, ময়নাগুড়ি, জেলা জলপাইগুড়ি নামে পরিচিত হলাম। (C/113233)

ভাড়া

■ Furnished 2 BHK flat on rent at Iskon Mandir main Road. M : 8250586001. (C/113043)

■ Rent, 1200 Sqft. Godown at Asighar Near Uttar Banga Sambad Office on Xaviers School Road. 9531566168. (C/112984)

■ 3 BHK Flat & 750 Sqft. Office at S.F.Road for rent. (M) 9434044737. (C/113205)

ভাড়া

■ NJP অলোক ডাক্তার মোড়, 2 BHK (2nd Floor) Flat ভাড়া দেওয়া হবে। Mo. 9064044118, সরকারি চাকুরে, Family অগ্রগণ্য। (C/113226)

জ্যোতিষ

■ আলোড়ন, বিখ্যাত বৈদান্তিক তান্ত্রিক, জ্যোতিষী ও বাস্তু বিশারদ বিশেষজ্ঞ, প্রঃ ডঃ শিব শঙ্কর শাস্ত্রী (গুরুজি)-র শিলিগুড়ি সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনের রাস্তায়, গ্রিনভ্যালিতে নিজস্ব চেম্বার, সময়- প্রতিদিন ১১টা থেকে ৬টা, অগ্রিম যোগাযোগ -94340-43593. (C/113028)

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/113037)

বিক্রয়

■ Flat like Home 1, 2 and 3 BHK for sale near Medical College, Kawakhali, Slg. 8617028681, 9531566168. (C/112983)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ার অতুলপ্রসাদ সরণি সংহিতা আবাসনে 2 BHK ফ্ল্যাট 3rd ফ্লোর 999 sqft গ্যারাজ সহ বিক্রি। সত্বর যোগাযোগ। M : 8250040839. (C/113045)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি, হাকিমপাড়ায় সত্বর ২ কাঠা ১ ছটাক জমিসহ বাড়ি বিক্রি হবে। 8250303628/8617043568. (C/112986)

■ For sale Bharat Benz 1015R truck BS6 Nov- 20,6.6 Ton Pass. Contact - 9064213121. (C/112981)

■ Haler Matha Shivmandir 2&3 BHK new flat, parking, for sale. M : 9832085059. (C/113202)

■ হাকিমপাড়া শিলিগুড়িতে মেইন রোডে ২ কাঠা জমি সহ পাকা বাড়ি সত্বর বিক্রয়। যোগাযোগ - 94757-57215. (C/113029)

■ বীরপাড়া সুভাষপল্লি বিবাদি সংঘের নিকট বড় পাকা বাড়ি বিক্রয় হইবে। দালাল নহে। মো : 9832418984. (C/113036)

■ কলমজোত শান্তিনিকেতন আবাসন ও NBMC সংলগ্ন ৩ কাঠা খতিয়ান জমি সহ বাড়ি বিক্রয়। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M : 9832091383/9749077159. (K/D/R)

■ 2 কাঠা 6 ছটাক বাস্তুজমি বিক্রয়, শিবমন্দির, ফাঁসিদেওয়া মোড়ে 3 নং S.N. বোস রোড, যোগাযোগ 8967276876. (C/113035)

■ Ward No. 38 যুব সমিতি ক্লাবের পাশে 3.5 কাঠা জমি বিক্রয়। ফোন : 9382333962. (C/113038)

■ আশিঘর ইউনিয়ন ব্যাংক-এর পিছনে 1000 sq.ft. 2.4 কাঠা নীচতলা ফ্ল্যাট/ছাদ/পুরো নতুন বাড়ি বিক্রয়। M : 98323-71949. (C/113042)

বিক্রয়

■ ৩ কাঠা ১ ধুর, গুড়িয়াহাটি, ১ নং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নিকট, FCI Godown-এর পাশে, কোচবিহার। M : 9832719808, দালাল নিষ্প্রয়োজন। (C/113214)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৪১/২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। একদিকে ১৮' রাস্তা, অন্যদিকে ৮১/২' রাস্তা ও ৮১/২' রাস্তায় ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। (M) 9735851677. (C/113044)

■ 3 BHK new flat road side sale at Iskon Mandir main road. M : 8250586001. (C/113043)

FlatS for sale

■ Newly constructed flats for sale in Siliguri, Milanpally 1428 sqft. 3rd floor, Ashrampara 1620 sqft. 3rd floor, contact - 9434810732

স্থান পরিবর্তন

■ একটি Saw Mill চালু আছে, সেটি Transfer (Shifting) করিব, ইচ্ছুক ব্যক্তি Mob. No. দিয়ে যোগাযোগ করুন- বক্স 8249 উত্তরবঙ্গ সংবাদ, শিলিগুড়ি। (C/113232)

গোয়েন্দা

■ বিয়ের আগের বা পরের যে কোনও রকম সন্দেহের তদন্ত বা প্রিয়জন বা কোনও কর্মচারীর উপর নজর রাখতে বা কোনও আইনি সাহায্য নিতে-9083130421. (C/113035)

কিডনি চাই

■ মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে O+ কিডনিদাতা চাই। ২৫-৪৫ বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 9093791940. (C/113230)

ক্রয়

■ Wanted Land for purchase beside the highway on dooars more than 20 acres. Contact immediately : 9163021666. (C/113043)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে অবস্থিত নামী হোটেলের জন্য ম্যানেজার ও স্টোরকিপার চাই। যোগাযোগ বক্স নং 8247, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, শিলিগুড়ি। (C/112988)

■ Need a Marketing Executive for a steel company. (M) 9641131114. (C/113207)

■ জলপাইগুড়ি হোটেলে Computer জানা ম্যানেজার, হাউসকিপিং-এ লোক চাই। (M) 9333073883. (C/112819)

■ হিমালয় বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিদ্যালয়। শূন্যপদ : কম্পিউটার টিচার (১), যোগ্যতা-BCA/MCA/B.Sc. কম্পিউটার সায়েন্স। বাসচালক (১) মডেল BS-VI (৪১ সিটার), যোগ্যতা : লাইসেন্স ও কাগজপত্র সহ অভিজ্ঞ প্রার্থী। ফোন নং-৯৫৯৩০২১৫৬৫, ৭৮৬৫০৫৪১৪৯, কালচক্র, বৌদ্ধমঠ, শালুগাড়া। (C/113216)

কর্মখালি

■ প্রতিষ্ঠিত (সর্বভারতীয়) ইলেক্ট্রিক গাড়ি প্রস্তুতকারি সংস্থার (হাইটেক অটোমোটিভ প্রা. লি.), থ্রি হুইলার এবং টু হুইলার মার্কেটিং-এর জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্র উত্তরবঙ্গ। হোয়াটস আপ - 9735067890.

■ ঔষধের দোকানে ছেলে লাগবে কম্পিউটার জানা। Experienced বা Fresher. Siliguri. Ph : 7001988329, 9832981008. (C/113285)

■ শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ায় কেজি/প্রি-স্কুলের জন্য শিক্ষিকা, মহিলা ক্লার্ক ও আয়া মাসি চাই। ডিউটি : 9 A.M. - 3 P.M. W/Ap CV : 7407452164. (C/113227)

■ Required experienced/freshers Sales Executive for Siliguri based distribution firm for Home appliance products. Monthly package 12K to 20K. (M) 9733449543. (C/113218)

■ শিলিগুড়িতে Jewellery Showroom-এর জন্য অভিজ্ঞ Sales Girls সত্বর চাই। (M) 7063122775, 9832394341. (C/113035)

■ মুম্বইতে বাঙালি মিষ্টির কারখানা ও দাকোনের জন্য অনূর্ধ্ব 35 হেল্পার চাই। বেতন : 10-12K, থাকা, খাওয়া ফ্রি। 8169557054. (K)

■ শিলিগুড়ি বাবুপাড়া গোশালার পাশে অবস্থিত শ্রী পঞ্চমুখী বালাজি মন্দিরের সবরকম কাজের জন্য পুরুষ সুপারভাইজার চাই। বেতন সাক্ষাতে। বায়োডাটা সহ যোগাযোগ করুন 27/10/24 সময়-সকাল 10.30টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত। (C/113037)

কর্মখালি

■ One of the leading Business House located in Siliguri is looking for a female candidate (Min qualification : Graduate) for the role of Telecaller in the sector of Water Treatment Solutions. Salary is 15k, Pls submit your resume in mail- biswajitsales@gmail.com (C/113045)

■ Required a responsible field work boy with sales experience. (Jobrole : Sales, Collection, Purchase, back office work etc.,) Salary - 12K-14K+Incentive, age : 30-45, Siliguri residence and two wheeler must. Ph. No. 9932020008. (C/113043)

■ জলপাইগুড়ি শহরে ঔষধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞ কর্মচারী, সত্বর যোগাযোগ-9002248132. (C/112825)

■ Urgent required, Project garden 1. Field Assistant, exp. Min. 5 yrs. 2. Clerk, exp. Min. 5 yrs. 3. Staff. Qual. : B. Com, Box No. 8248, Uttar Banga Sambad, Siliguri. (C/113043)

■ শিলিগুড়িতে দুধের গাড়ি চালানোর জন্য Commercial লাইসেন্স সহ Driver প্রয়োজন। থাকার ব্যবস্থা আছে। M : 98324-94825. (C/113043)

■ প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে, শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চে Computer-এ দক্ষ গ্র্যাজুয়েট মহিলা প্রার্থী প্রয়োজন। 8k to 10k Fixed Salary. Customer care-এর কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। Ph. 8116602333. (C/113043)

কর্মখালি

■ কুচিনা কোম্পানিতে শিলিগুড়ি, ফালাকাটা, কোচবিহার ও দিনহাটা ব্রাঞ্চের জন্য ফিল্ড সেলস ও সার্ভিস টেকনিসিয়ান পদে লোক নেওয়া হবে। যোগ্যতা- কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ। কাজ শিখিয়ে নেওয়া হবে। Ph : 8116602333. (C/113043)

■ দিল্লি/ মুম্বইতে আয়া, পেশেন্ট/ বেবি কেয়ার, জাপা, বাড়ির কাজের মহিলা চাই। 15K-25K, জয়া সেন্টার। 8653335510, 9667787582, 8104171606. (C/113043)

■ Urgent Requirement For Factory in Siliguri, Need experienced Corel Draw Designer, Office Boy, Driver & Caretaker for Factory. Salary Negotiable. Lodging Free, Send CV@9002957792. (C/113041)

■ GST Bill করতে এক্সপার্ট ও কম্পিউটারে দক্ষ অ্যাকাউন্ট্যান্ট চাই। ব্লাউজ, চুড়িদারের সেলাই কাজ জানা অভিজ্ঞ টেইলার এবং অভিজ্ঞ সেলস স্টাফ (ছেলে/মেয়ে) চাই। U & Boutique, জলপাই মোড়, শিলিগুড়ি। M : 9933634290. (C/113039)

কর্মখালি

কোচবিহারে একটি বেসরকারি কনস্ট্রাকশন কোম্পানির জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজার, অ্যাকাউন্টেন্ট প্রয়োজন। অতিসত্বর যোগাযোগ করুন : ৯০০২১৯৯৯৫৬, Email: engineeringunited7@gmail.com

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Great Eastern™
We serve you best
GREAT EASTERN TRADING CO.
GREAT DIWALI SALE
WE ACCEPT EMI CARDS
LUCKY DRAW CONTEST
1 CAR
5 TWO WHEELER
101 LED
101 MICROWAVE
& many more ......
Scratch and Win!
ASSURED GIFT WITH EVERY PURCHASE
100 LED
100 MICROWAVE
2000 TROLLEY BAG
1000 MIXER GRINDER
2000 KETTLE
& Many More Surprise GIFTS
CASH BACK Upto 26000 On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI*
2 EMI* OFF
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT* GUARANTEE
Upto 21000 CASH BACK* For Finance Customer
BAJAJ FINSERV
kotak Kotak Mahindra Bank
HDB FINANCIAL SERVICES
IDFC FIRST Bank
*2 EMI OFF applicable on LG selected product only
Zabardast Deal
32 [81cm]
GOOGLE TV SPECIAL PRICE ₹9,490/-
TELEVISIONS
UPTO 70% OFF
Range Starts ₹7,290
Cashback upto ₹26,000
SMART PHONES
UPTO 40% OFF
Range Starts ₹6,999
Cashback upto ₹20,000
REFRIGERATORS
UPTO 45% OFF
Range Starts ₹11,990
Cashback upto ₹20,000
WASHING MACHINES
UPTO 45% OFF
Range Starts ₹8,490
Cashback upto ₹10,000
LOPTOPS
UPTO 37% OFF
Range Starts ₹23,990
Cashback upto ₹10,000
ACs
UPTO 48% OFF
Range Starts ₹28,990
Cashback upto ₹10,000
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel · 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGER-BAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHIN-SURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUI-PUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BUR-DWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

পাতা তোলার সময় বৃদ্ধির দাবিতে চিঠি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৬ অক্টোবর : দুই দলের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রশ্নের কোনও অবকাশ নেই। চা বলয়ের মাদারিহাটের উপনির্বাচনকে ঘিরে এখন তা আরও পরিষ্কার। চা শ্রমিকদের মন পেতে দুই দলই উঠেপড়ে লেগেছে। টি বোর্ড যাতে এবার শীতের মরশুমে চা বাগানের উৎপাদন আগেভাগেই বন্ধ রাখার নির্দেশিকা পুনর্বিবেচনা করে তা নিয়ে টি বোর্ডের কাছে চিঠি দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি। বিজেপির আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা ও তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক আলাদাভাবে টি বোর্ডে চিঠি পাঠিয়েছেন। রাজ্যের ও কেন্দ্রের শাসকদলের দুই সাংসদ তথা আলিপুরদুয়ার জেলার পরস্পর বিরোধী শিবিরের দুই শীর্ষনেতার প্রস্তাব, কাঁচা পাতা তোলার ওই সময়সীমা বাড়িয়ে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হোক। টি বোর্ডের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এবছর চা বাগানের উৎপাদন বন্ধ হওয়ার কথা ৩০ নভেম্বর। যা অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে আনা হয়েছে।

মনোজের মত

- চায়ের উৎপাদন অক্টোবর পর্যন্ত ৭০ থেকে ৮০ মিলিয়ন কিলোগ্রাম মার খেয়েছে
- আগে যা ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করে নেওয়া সম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে।
- ফলে উৎপাদন চালু রাখার সময় বাড়ানো প্রয়োজন।

টি বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারম্যান সৌরভ পাহাড়িকে পাঠানো চিঠিতে চায়ের উৎপাদন অক্টোবর পর্যন্ত ৭০ থেকে ৮০ মিলিয়ন কিলোগ্রাম মার খেয়েছে বলে মনোজ টিগ্গা উল্লেখ করেছেন। বরং চা বাগানগুলি যে গত সেপ্টেম্বর মাসের একটানা বৃষ্টির সুফল এখন সবে পেতে শুরু করেছে সেকথাও তিনি জানিয়েছেন। বাগানগুলিতে এখন বেশ ভালো পরিমাণ কাঁচা পাতা আসছে। এতে আগে যা ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করে নেওয়া সম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদন চালু রাখার সময় বাড়ানো প্রয়োজন। মনোজ বলেন, 'চা শিল্পের সঙ্গে স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় নয় লক্ষ শ্রমিকের রুজিরুটি জড়িত। মালিকরা যাতে ভবিষ্যতে ক্ষতির কথা বলে শ্রমিকদের বঞ্চিত করে রাখতে না পারে সেজন্যেই ডিসেম্বর পর্যন্ত উৎপাদনের অনুমতি চাওয়া হয়েছে।'

কাঁচা পাতা তুলে ওজন করানোর অপেক্ষা। নাগরাকাটার কাঁঠালধুরা চা বাগানে। শনিবার দুপুরে।

অন্যদিকে, প্রকাশ চিকবড়াইক একই দাবিতে টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এল সত্য শ্রীনিবাসকে চিঠি পাঠিয়েছেন। তিনি চিঠিতে কাঁচা পাতা তোলার শেষ দিন ২৩ ডিসেম্বর করার পাশাপাশি ফ্যাক্টরি সম্পর্কিত অন্যান্য কাজকর্ম শেষ করার জন্য আরও সাতদিনের অতিরিক্ত সময় চেয়েছেন। প্রকাশের মতে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডুয়ার্স, তরাই ও পাহাড় মিলিয়ে উৎপাদনে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ ক্ষতি হয়েছে। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও রোগপোকার লাগামছাড়া আক্রমণকে তিনি এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রকাশের কথায়, 'আর কে কোথায় আবেদন করেছে জানা নেই। তবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেই ওই দাবি জানানো হয়েছে। সংসদেও চা বাগান নিয়ে বারবার সরব হয়েছি।'

চা বলয়ের দুই নেতাই তাঁদের পাঠানো চিঠিতে টি বোর্ড গত ছয় বছরে কাঁচা পাতা তোলার শেষ দিনের তথ্যও পেশ করেছেন। দুই সাংসদের বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন করছেন চা বণিকসভাগুলিও। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের

প্রকাশের মত

- ডুয়ার্স, তরাই ও পাহাড় মিলিয়ে উৎপাদনে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ ক্ষতি হয়েছে।
- অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও রোগপোকার লাগামছাড়া বলে চায়ের ক্ষতি
- শেষদিনের পর সাতদিনের অতিরিক্ত সময় দেওয়া হোক

(আইটিপিএ) উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী জানান, স্মল অ্যান্ড নিউ টি গার্ডেন ফোরামের তরফে কাঁচা পাতা তোলার শেষ দিন ২৯ ডিসেম্বর করার দাবিতে জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়কে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে তিনি বিষয়টি শিল্প বাণিজ্যমন্ত্রকের নজরে আনেন।

নির্বিচারে পাখি হত্যা

কালিয়াগঞ্জ, ২৬ অক্টোবর : গ্রামাঞ্চলের গাছপালা ঘেরা এলাকায় ঢুকে নির্বিচারে চলছে পাখি হত্যার কারবার। ছেলে-ছোকরার দল গুলতির সাহায্যে পাখি হত্যায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কালিয়াগঞ্জের বরুণা গ্রাম পঞ্চায়েতের দিলওয়ারপুর এলাকায় আকছার এই ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রতিদিন ৫০টির বেশি বিভিন্ন প্রজাতির পাখি হত্যা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে এলাকায়। হতাশার সুরে পাখিপ্রেমী রুমিত দেবশর্মা জানান, 'দিনের আলোয় গ্রামের একদল ছেলে এই কাজে লিপ্ত হয়েছে। মৃত পাখিগুলির মধ্যে ডাহুক, ছিটে ঘুঘু, ইউরেশীয় কণ্ঠী, কানা বক জাতীয় পাখি রয়েছে। মৃত পাখিগুলি জেলার বিভিন্ন লাইন হোটেলে সরবরাহ করে মোটা অঙ্কের মুনাফা লুটছে এই দলটি। আমার মনে হয়, বন দপ্তরের তরফে গ্রামেগঞ্জে আরও বেশি করে বন্যপ্রাণী, পাখি মারার মতো অপরাধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা উচিত।'

এলাকায় কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, 'শুধু পুজোর মরশুম নয়, গোটা বছরই ডাহুক, ইউরেশীয় কণ্ঠী, ঘুঘুপাখির সুস্বাদু মাংসে নাকি মন মজেছে এযুগের তরুণদের। এসব পাখির মাংসের চাহিদাও রয়েছে বেশ। বিশেষ করে জেলায় জাতীয় সড়কের ধারে বিভিন্ন লাইন হোটেল এবং বারে সুরাপানকারীদের জন্য চুপিসারে এই পাখির মাংস রান্না হয়। একটি রান্না করা ডাহুক ২০০ টাকা, ঘুঘু প্রতি পিস ১০০ টাকা এবং ইউরেশীয় কণ্ঠী পাখির মাংস ৩০০ টাকা প্রতি প্লেট বিক্রি হয়।

সাইকেলের ব্যাগে পাখি পাচার।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বরুণা অঞ্চলের এক তরুণ জানান, 'আমাদের গ্রামের বেশ কিছু ছেলে পাখি মেরে বিক্রি করাকেই রোজগারের পথ হিসাবে বেছে নিয়েছে। বিনা পুঁজিতে ভালো রোজগারও হয়। স্থানীয় বয়স্ক মানুষরা পাখি মারতে নিষেধ করলেও ওরা কথা কানে নেয় না।'

রায়গঞ্জ জেলা বন দপ্তরের আধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা জানালেন, 'বেশ কিছুদিন ফোন মারফত আমাদের কাছে এমন অভিযোগ এসেছে। আমরাও বিষয়টি নিয়ে সতর্ক রয়েছি। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা হাতেনাতে ধরলে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

পাত্র চাই

■ পাত্রী ঘোষ, ২২/৫'-২", (M.A. Bengali, 3rd sem. পাঠরত), গায়ের রং শ্যামবর্ণ, মেয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 7479279243. (C/112987)

■ পাত্রী কায়স্থ, 29/5'-4", শিলিগুড়িতে ভারতীয় রেলে কর্মরত। পিতা-মাতা সঃ চাঃ। সঃ কর্মী পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 9733091878. (C/112989)

■ আলিপুরদুয়ার, কায়স্থ, পিতা Ex. Officer, 31/5'-1", B.Com.(H), সুশ্রী কন্যার জন্য চাকরি/প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 7031027900 (সাক্ষাতে যোগাযোগ কাম্য)। (C/111962)

■ সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, ৩৮/৫'-১", B.A. পাশ, বেঃ সঃ শিক্ষিকা, সংগীত জানা, সংসারী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত দাবিহীন পাত্র কাম্য। (M) 9932614746. (C/111862)

■ মাহিষ্য, কোচবিহার নিবাসী, কলকাতায় কর্মরত, 31/5'-2", NET পাশ, M.Phil, Ph.D. (সংস্কৃত), পাত্রীর জন্য উপযুক্ত কর্মরত পাত্র চাই। মোঃ 8906625890. (C/111864)

■ শীল (সরকার), 27/5'-4", B.A. পাশ, D.Ed. পাশ, সুন্দরী পাত্রীর সুদর্শন, চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9641467405. (B/S)

পাত্র চাই

কোচবিহার নিবাসী, কায়স্থ, পাল, 31+/5'-1", B.Sc. (Hons.), B.Ed., বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, ফর্সা, সুশ্রী, ডিভোর্সি (নিঃসন্তান) পাত্রীর জন্য দাবিহীন সরকারি/বেসরকারি/ব্যবসায়ী সুপাত্র চাই। (উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য) নিঃসন্তান ডিভোর্সি চলিবে। WhatsApp : 9434604247.

■ কুণ্ডু, 32/5'-2", B.A. (H), ডাবল M.A, ফর্সা পাত্রীর জন্য সঃ/বেঃ কর্মরত/ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। M : 8918950741. (C/113283)

■ পাত্রী কায়স্থ, ৫ ফুট, বয়স ২৮, সরকারি হাসপাতালে নার্স (B.Sc nursing pass) পিতা রিটায়ার্ড সরকারি চিকিৎসক, উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিজীবী/রেল-এর পাত্র চাই। M : 9800600609. (K)

■ পূর্ববঙ্গীয় দাস, প্রাথমিক শিক্ষিকা 30/5'-2", সুশ্রী, M.A. (Eng.) পিতা অঃ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীর একমাত্র কন্যার জন্য সরকারি চাকুরিজীবী পাত্র কাম্য। মালদা/ উঃ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। M : 9434492424. (C/113209)

■ পূঃ বাঃ কুলীন কায়স্থ ৩০/৫'-১", M.A. B.Ed, M. Ed, ফর্সা সুশ্রী পাত্রীর জন্য সু-চাকুরিজীবী পাত্র কাম্য। দেবারিগণ ব্যতীত। M : 9733471844. (U/D)

■ Gen, 34/4'-11", সুশ্রী, শ্যামলা, স্লিম, দেবগণ T.G.W. অফিসার-এর মাল মহকুমার মধ্যে সৎপাত্র কাম্য। 9382437462. (B/B)

■ EB বৈদ্য সত্তরী গোত্র 26+5'-6", দেবারি, MA., B.Ed, সুশ্রী/ শ্যামবর্ণ সঃ চাকরি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নরগণ ব্যতীত, বৈদ্য ব্রাহ্মণ/কায়স্থ নেশাহীন অনূর্ধ্ব 32 পাত্র। M : 9679422671. (B/B)

■ কায়স্থ সৌকালীন (জল) ফর্সা, সুশ্রী, ৩০/৪'-১১" স্নাতক। পিতা SBI-এর অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক। কায়স্থ পরিবারের সুচাকুরে উপযুক্ত পাত্র কাম্য। M : 7063674747. (C/112820)

■ Gen সাহা, MA. B. Ed, D.El. Ed., 28/5'-2", ফর্সা, সুন্দরী, স্লিম, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। 9647076147. (C/112822)

■ পূর্ববঙ্গ, ব্রাহ্মণ, নরগণ, সুন্দরী, 29/5'-1", MSW ইগনু, এনজিও-তে কর্মরতা। সুপ্রতিষ্ঠা, 34 অনূর্ধ্ব পাত্র চাই। 9434165228. (C/112824)

■ কায়স্থ 28/4'-11", MBA, Private Firm-এ চাকরিরত সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। M : 6301269281. (C/113215)

পাত্র চাই

■ পাত্রী কায়স্থ, গোত্র- গৌতম, দেবগণ, 30/5'-4", ফর্সা, সুশ্রী, (M.Sc Zoology, B. Ed), বাবা প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার (হোমিও), কেন্দ্রীয় সরকারে চাকুরিরতা একমাত্র কন্যার জন্য শিক্ষিত, সরকারি চাকুরিজীবী সুযোগ্য পাত্র কাম্য। ডাক্তার (হোমিওপ্যাথিক) এবং কোচবিহার নিবাসী পাত্র অগ্রগণ্য। কেবলমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। M : 9434191455, 9434256464. (D/S)

■ কুচবিহার নিবাসী, সাহা একমাত্র কন্যা, 25/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী, B.A. আইনত ডিভোর্সি। অবিবাহিত, উপযুক্ত পাত্র চাই। মো - 8945867383. (D/S)

■ সাহা, সুন্দরী, ৩২/৫'-২", SSC শিক্ষিকা, SSC শিক্ষক/সঃ চাকরি, ৩২-৩৬ বয়সের Gen. পাত্র চাই। 9679020738. (P/S)

■ রাজবংশী, SC, 35, সঃ চাকুরিরতা। সঃ চাকুরিজীবী জেনারেল কাস্ট পাত্র চাই। বয়সে ছোট চলবে। M - 7076784540. (C/111966)

■ পাত্রী 28/5'-4", কর্মকার, দেবগণ, M.Tech (NIT), ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা। পূর্বে পাত্রীর রেজিস্টার পর মাসখানেকের মধ্যে খারিজ করা হয়েছে। কোনও সামাজিক বিবাহ হয় নাই। পাত্রীর জন্য M. Tech/ IIT/ NIT, MBA/IIM চাকুরিরত, অবিবাহিত, SC/ST ছাড়া, নেশাহীন পাত্র কাম্য। M : 9434339270. (C/113031)

■ কোচবিহারি নিবাসী, SC, গ্র্যাজুয়েট, 5'-2", 28 বছর, ফর্সা, সুন্দরী, স্লিম (নামমাত্র বিবাহের পরই ডিভোর্সি) পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। ফোন : 8101681040.

■ পাত্রী কায়স্থ, 23/5'-3", স্নাতক, কম্পিউটার জানা, ফর্সা সুশ্রী। চাকুরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। M : 9641165361. (A/B)

■ সাহা, 29/5'-1", ফর্সা, স্লিম, সুন্দরী, M.Sc. (Phy.), SBI ব্যাংকে Officer পদে কর্মরত, পিতা Retd. Bank Div. Mgr., Dr., Prof., Eng., Bank, LIC, সরকারি, MNC চাকুরে, যোগ্য স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। M/W : 8900515815. (C/112826)

■ 30/5'-2", B.A., জেনারেল, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 9064829603. (C/113037)

■ কায়স্থ, 34/5'-4", MBA, MNC-তে কর্মরতা পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির মধ্যে সুচাকরিজীবী পাত্র চাই। 8617650385. (C/113221)

■ বাঙালি ব্রাহ্মণ, 2000/5'-3", শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র কন্যার জন্য শিক্ষিত পাত্র কাম্য। 080-69141340. (K)

■ বাঙালি কায়স্থ, 1996/5'-4", সরকারি ব্যাংকে কর্মরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (বেসরকারি, সরকারি, ব্যবসায়ী)। 080-69075222. (K)

■ পাত্রী সাহা, 24/5', MLIS (NBU), LIB, SC (2024), সঃ চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9434319311. (B/S)

■ SC, নমঃ, 29 yrs/5'-3", M.A. (Eng.), B.Ed., NET, TET, CTET পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9474583163. (C/113035)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, ২৫ বছর বয়সি, M.Sc., B.Ed., পিতা গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/113036)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, হিন্দু বাঙালি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। শিশুসন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7319538263. (C/113036)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর বয়সি, M.Sc., রাষ্ট্রীয় গভঃ ব্যাংক-এর ক্লারিক্যাল পদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 7319538263. (C/113036)

■ EB, কায়স্থ ২৬+৫'২" স্নাতক দেবারী গণ সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। 8918119852 (M-109694)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, সুন্দরী, M.Sc., ICDS-এর সুপারভাইজার পদে কর্মরত। পিতা সরকারি আধিকারিক। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী অথবা ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/113036)

■ ব্রাহ্মণ, 22/5'-3", M.Sc., পরমা সুন্দরী, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। (M) 9734488968. (C/113043)

■ বয়স ২৬+, B.Tech. পাশ, MNC কোম্পানিতে কর্মরতা (বাড়ি থেকেই কাজ করেন)। বাড়ি জলপাইগুড়ি। পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা। পাত্র কাম্য। (M) 8101254275. (C/113036)

■ 28/5'-1", শিক্ষিতা, SC, সুন্দরী, নিরামিষভোজী পাত্রীর জন্য স্বর্ণ বা অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 8509292825. (C/113037)

■ কায়স্থ, 26/5'-3", B.Tech., নামী MNC-তে কর্মরতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9432076030. (C/113043)

■ সাহা, 25+/5'-3", M.A. (Hist.), সুশ্রী পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ির মধ্যে সরকারি চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। Caste no bar. Mob : 8509417976, 9832032312. (C/113040)

■ স্নাতক, সুশ্রী, 45+, নিঃসন্তান, ডিভোর্সি। এরূপ সঃ চাঃ/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, 48-50'এর মধ্যে পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8944076704. (C/113043)

■ সদগোপ, 28+/5', বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর নিবাসী Retd. Bank Officer-এর একমাত্র সুশ্রী, সুন্দরী MSc. BEd, বেসঃ ব্যাংকের Astt. Manager কন্যার ৩৩ মধ্যে উপযুক্ত চাকুরিজীবী পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-9547512865 (M-MM)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, উঃ দিঃ নিবাসী, জেনারেল, 26+/5', M.A পাঠরতা, D.Eed, একমাত্র কন্যা, ফর্সা, উঃ ও দঃ দিনাজপুর নিবাসী সঃ/বেসরকারি চাকুরে সুপাত্র কাম্য। 32এর মধ্যে। অভিভাবকরা সরাসরি যোগাযোগ করিবেন। M-9434961236 (8-10PM) (M-109695)

■ পাত্রী 28/5'-2", B.A. (Eng. Hons.), শ্যামবর্ণা, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা। উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিরত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6206134989. (C/113043)

■ সাহা, 32/5'-5", M.A., B.Ed., চাকুরে পাত্রী। চাকরিজীবী পাত্র চাই। ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9641710225. (C/113043)

পাত্রী চাই

■ পাল, 38/5'-4", ডিভোর্সি, Pvt. Co.-তে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 8170863598. (C/111956)

■ পাল, 30/5'-10", M.Sc., SBI স্থায়ী Clerk পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, কমপক্ষে Graduate, 24-28, ঘরোয়া, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রী চাই। দেবারিগণ, মাঙ্গলিক ব্যতীত, স্বঃ/উচ্চ অসবর্ণ। Mob : 9475472992. (C/113224)

■ সাহা, 33+/5'-8", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুদর্শন (একমাত্র পুত্র), বিটেক পাশ। কোচবিহার। (M) 8158869659. (C/111861)

■ ব্রাহ্মণ, 32+/5'2", B.A পাশ ব্যবসায়ী, দুই বোন (বিবাহিতা), ফর্সা, সুন্দর পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। Mob-9733377301 (M-109695)

■ বাঙালি ব্রাহ্মণ, 1994/5'-9", Govt.-এ কর্মরত, PWD ইঞ্জিনিয়ার-এর জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 080-69103134. (K)

পাত্রী চাই

■ পাত্র কলেজের প্রফেসর, ৩৫/৫'-৯½", হ্যান্ডসাম, দেবগণ, বাবা প্রতিষ্ঠিত সোনার ব্যবসায়ী, দিদি বিবাহিতা, শিলিগুড়িতে ২টা বাড়ি, গাড়ি ও জমি, এরূপ পাত্রের জন্য ফর্সা, লম্বা, স্লিম ও উচ্চশিক্ষিতা কর্মকার বা অসবর্ণ পাত্রী চাই। প্রকৃত সুন্দরী ছাড়া যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। 9434208290. (C/113223)

■ ব্রাহ্মণ, 36/5'-7", নরগণ, M.Tech., বেঙ্গালুরু MNCB-তে Sr. Engineer (25L/A)। কোচবিহার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি নিবাসী, শিক্ষিত, ভদ্র, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9800125799. (B/S)

■ পাত্র মণ্ডল, 38/5'-3", M.A. (Eng.), B.Ed., D.El.Ed., Bachelor of Music in Classic & Rabindrasangeet, Govt. job, শিলিগুড়িতে চাকরিরত, সুযোগ্য পাত্রী চাই। Mob : 9547921271. (C/113225)

■ 40/5'-10", শিলিগুড়ি নিবাসী, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মরত, Divorce পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। সন্তান নিতে আগ্রহী। 080-69141321. (K)

■ বাঙালি কায়স্থ, 1995/5'-10", M.Tech., পুনেতে কর্মরত, 40 লাখ বার্ষিক আয়, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 080-69141300. (K)

■ কায়স্থ, 27/5'-4", B.A., ব্যবসা। ফর্সা পাত্রী চাই। 6295131462, মালদা। (C/113228)

■ সাহা, 36/5'-10", Central Govt. (BSF)-এ কর্মরত পাত্রের জন্য সাহা পাত্রী চাই। M : 9932414056. (B/S)

■ কুলীন কায়স্থ 31/5'-7", B.Com. MBA ইংরেজিমাধ্যম প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। 7001597572. (C/113220)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 37+/5'-7", কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসার। স্বল্পকালীন ডিভোর্সি ও একমাত্র সন্তান। শিক্ষিতা পাত্রী চাই। সত্বর যোগাযোগ কাম্য। (M) 9775756051, 7001830236. (C/113035)

■ উত্তরবঙ্গবাসী, ডিভোর্সি, স্টেট গভঃ চাকরিরত, আর্থিকভাবে স্থিতিশীল পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য (আলোচনাসাপেক্ষ)। (M) 9836084246. (C/113036)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, MBBS, গভঃ হাসপাতাল-এর চিফ মেডিকেল অফিসার। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/113036)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, মুম্বই MNC-তে কর্মরত, রাজবংশী, ক্ষত্রিয় (SC), 17/03/90, 5'-6½", B.Tech., IIT/MBA/IIM, (বৃশ্চিক রাশি, দেবগণ) পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা, 5'-এর উর্ধ্বে, (স্ববর্ণ/অসবর্ণ) পাত্রী চাই। (M) 9474392211. (C/113035)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী সম্প্রদায়ের, ৩২ বছর বয়সি, গভঃ কলেজ-এর সহকারী প্রফেসর পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (M) 9836084246. (C/113036)

■ জন্ম ১৯৯৫, বাঙালি হিন্দু, উচ্চশিক্ষিত, প্রাইভেট ব্যাংক-এর উচ্চপদে কর্মরত (বাৎসরিক আয় ৯ লক্ষ+), শিলিগুড়ি নিবাসী। স্বইচ্ছুক পাত্রীর পরিবারের লোক যোগাযোগ করতে পারেন। (M) 8101254275. (C/113036)

■ জন্ম ১৯৮৫, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে-তে উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ বাঙালি, হিন্দু পরিবারের উপযুক্ত ছেলের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/113036)

■ শিলিগুড়িতে দ্বিতল বাড়ি, সফটওয়্যারে কর্মরত, 46/5'-7", ডিভোর্সি পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। চাকরিরতা অগ্রগণ্য। (M) 9980569308. (C/113037)

■ তিলি কুণ্ডু, 32+/5'-6", প্রতিষ্ঠিত নিজস্ব ব্যবসা, দ্বিতল বাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 8876596787. (S/N)

■ B.Tech.(NIT), ব্যাঙ্গালোরে Sr. Soft. Engineer, 28+/5'-8", উচ্চ আয়। অনূর্ধ্ব 26, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত, বারুজীবী/অসবর্ণ পাত্রী চাই। যোগাযোগ-7602554605. (C/112992)

■ পাত্র কায়স্থ, বয়স 37+, উচ্চতা-5'-1", পেশা- গৃহশিক্ষক, সুপাত্রী চাই। ফো- 7432934523. (C/113204)

■ ব্রাহ্মণ, একমাত্র পুত্র, 32/5'-1", বেঃ সঃ চাকরি, নিজ বাড়ি, শিক্ষিত, সাধারণ ঘরের পাত্রী চাই। অসবর্ণ চলবে। ঘটক প্রয়োজন নেই। (M) 9474713244. (C/112990)

পাত্রী চাই

■ রাজবংশী, 35/5'-8", আধাসামরিক বাহিনী পদে কর্মরত পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা, 29-এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। উচ্চতা 5'-এর ওপরে হতে হবে। জলপাইগুড়ি/ শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8016687752. (C/112994)

■ পাত্র শিলিগুড়ি নিবাসী জেনারেল কাস্ট (কুম্ভকার/পাল) 33/5'-1", PGDC (T&D) B. Tech (Elec.) আমেদাবাদ পাওয়ার সেক্টরে ম্যানেজার পদে কর্মরত। সুশ্রী স্বঃ/অসঃ উপযুক্ত পাত্রী চাই। কর্মরতা অগ্রগণ্য। 7364071514. (C/113212)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বয়স 43/5½', স্নাতক, বেসরকারি কর্মী, শিলিগুড়িতে নিজস্ব ফ্ল্যাট। মধ্যবিত্ত, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ/অব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। 9851371082. (C/112996)

■ চক্রবর্তী, ব্রাহ্মণ, এমবিএ, 34/5'-11", গায়ের রং কালো, কলকাতা-তে কর্মরত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্বা 28, গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। (শীঘ্র বিবাহ)। No caste bar. (পিতা-মাতাহীন)। Ph : 7908850583. (C/113203)

■ কায়স্থ 5'-6"/32, M.B.A. ফার্মা কোম্পানির TBM, নামমাত্র ডিভোর্সি, বাবা চিকিৎসক, মা শিক্ষিকা, উপযুক্ত গ্র্যাজুয়েট ভদ্র পাত্রী চাই (মাঙ্গলিক বাদে)। Mob - 6294438426. 7 P.M. - 9 P.M. (C/112821)

■ ক্ষত্রিয়, 31/5'-6", বি. টেক, সুদর্শন পুলিশ অফিসার (SI)। মাতুল বংশ ব্রাহ্মণ। একমাত্র পুত্রের জন্য শিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত পরিবারের ফর্সা,সুশ্রী উপযুক্ত পাত্রী কাম্য স্ব/অস্ববর্ণ। 8389871198. (C/112815)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বৈদ্য, দেবারিগণ, তুলা রাশি, 40+/5'-9", ডিভোর্সি, এমবিএ কলকাতা বেঃ সঃ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। ঘরোয়া, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 8145394587. (B/B)

■ নমশূদ্র, ৩৮/৫', জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার BSNL, শিলিঃ, ফর্সা পাত্রের জন্য ২৮-৩০ মধ্যে সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9547413032. (C/112993)

■ পাত্র ঘোষ 38+/5'-7", শিলিগুড়িতে Hotel Kitchen Sup. ছোট সংসার, মা ও ছেলে। নেশা ও দাবিহীন। ঘরোয়া পাত্রী চাই। কায়স্থ চলিবে। M : 7001515270. (C/112823)

■ ঘোষ, আলিপুরদুয়ার, 30/5'-5", BDS ডাক্তার, সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M : 8617381669/7548065696 (W/App). (C/111965)

■ কায়স্থ দেবারি 34/5'-6", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী শিলিগুড়ি নিবাসী BBA উপযুক্ত পরিবারের কর্মরতা পাত্রী চাই। W/A- 9434141598. (C/113031)

■ পাত্র কায়স্থ 36/5'-9", MBA বর্তমানে হায়দরাবাদে কর্মরত, নিজস্ব বাড়ি। নামমাত্র ডিভোর্সি পাত্রের সুন্দরী, শিক্ষিতা ডিভোর্সি পাত্রী কাম্য। M : 9832626382. (A/B)

পাত্রী চাই

■ ঘোষ, 32/5'-8", B.Tech., SBI-তে কর্মরত, নেশাহীন, ভদ্র ফ্যামিলির পুত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7003763286. (C/113043)

■ কায়স্থ, 31/5'-8", M.Tech., Indian Oil-এ অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 9593965652. (C/113043)

■ কায়স্থ, 30/5'10", সুদর্শন ইঞ্জিনিয়ার TMB-এ কর্মরত। ফর্সা, লম্বা, শিক্ষিত, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। Mob-9475011887. (M-109695)

■ সেন, 43+/5'-2", M.A (Eng.), B.Ed, টেট পাশ,পার্ট টাইম শিক্ষক (৬০ বছর চাকরি) + টিউশন +LIC এজেন্ট। উপযুক্ত পাত্রী চাই। M : 7076275150. (C/113208)

■ পাত্র বৈদ্য BE. MBA, MNC-তে কর্মরত, 33+/5'-6"। 30-এর মধ্যে উচ্চশিক্ষিত উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। 8348525101, 8436040907. (C/113210)

■ কায়স্থ পরিবারের পাত্রী চাই। সুশ্রী ও ঘরোয়া। পাত্র চাকরিরত (35+, মা পেনশনার)। ঘটক বাদে। (M) 7029258952. (S/C)

■ Govt. A gazetted Lecturer, M.Tech, 36/5'9" পাত্রের জন্য সরকারি চাকুরিরতা/সুশিক্ষিতা উঃদিঃ পাত্রী অগ্রগণ্য। M-8942809056 (M-109695)

■ কায়স্থ, 33/5'-6", Post DOC বর্তমানে সিঙ্গাপুরে Asst. Professor পদে কর্মরত। B.Tech, M. Tech, Ph.D পাত্রী কাম্য। M : 9933641646. (C/111866)

■ পাত্র 34/5'-9", নয়ডা নিবাসী, গ্র্যাজুয়েট, পিজিডিএম, ইনভেস্টমেন্ট ও ট্রেডিং প্রফেশন। বার্ষিক আয় পনেরো- কুড়ি লাখ। সুশ্রী, গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। যোগাযোগ - 9811922755, ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (C/113211)

■ Gen. তিলি, 32/5.8" PWD সরকারি জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, মালদা, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ শিক্ষিত চাকুরীরতা পাত্রী চাই। M-8100195172 (M-112526)

■ মালদা নিবাসী মিত্র কায়স্থ, তুলারাশি, দেবগণ 34+/5'8" B.Tech ইঞ্জিনিয়ার কলিকাতায় কর্মরত। উপযুক্ত পাত্রী চাই। কর্মরতা হলেও চলবে। M-9474473843 (M-ED)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 39+/5'-7", B.Com ব্যবসায়ী শিলিগুড়ি পাত্রের জন্য ঘরোয়া শিক্ষিতা সুশ্রী ফর্সা ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী কাম্য। M : 8617837871. (C/113284)

■ 36/5'-7", শিলিগুড়ি নিবাসী, M. Com, MBA, Gen. Caste, ব্যবসায়ী পুত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। M : 8250618470. (K)

■ শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি। মা ছেলে। প্রাইভেট জব। ৫'-৮"/ ৩৫+, কায়স্থ সুদর্শন। ঘরোয়া সুশ্রী মার্জিত স্বভাবের অনূর্ধ্ব ৩০ পাত্রী কাম্য। Ph. 9832475893.(K)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 29/5'-9", Mech. Eng. Maruti Gurgaon as Dpt. Man High Package, পাত্রের জন্য ফর্সা চাকুরিরত পাত্রী চাই, M. No- 8250183088. (C/112814)

■ আলিপুরদুয়ারের ঔষধ (হোলসেল) ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ, নরগণ, 41/5'-4", পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/অব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9733068751. (C/111863)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বাঙালি, হিন্দু ব্রাহ্মণ, Age-৩০, M.Tech., গভঃ চাকরিজীবী। পিতা সরকারি আধিকারিক ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/113036)

■ বয়স ৩৪, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এইরূপ হিন্দু, বাঙালি, উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7596994108. (C/113036)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্র-পাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/113036)

ট্রাফিক সামলাবেন পড়ুয়ারা

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : ক্রীড়া ও যুবকল্যাণমন্ত্রকের উদ্যোগে 'দেওয়ালি উইথ মাই ভারত' কর্মসূচিতে শিলিগুড়ির বেশ কয়েকটি কলেজের এনএসএস ইউনিট যোগ দিতে চলেছে। রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এনএসএস ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবীরা বিভিন্ন জায়গায় সাফাই অভিযান চালাবে। পাশাপাশি শহরের ব্যস্ত রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে ট্রাফিক সামলাবে।

সূর্য সেন কলেজের এনএসএস-২ ইউনিটের তরফে বিধান মার্কেট, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, হংকং মার্কেটে সাফাই অভিযান চলবে। সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হবে। দীপাবলির মধ্যে যে সকল রোগী হাসপাতালে ভর্তি, তাঁদের সঙ্গে এনএসএসের স্বেচ্ছাসেবীরা সময় কাটাবেন। তাঁদের মুখে হাসি ফোটানের চেষ্টা করবেন। শিলিগুড়ি কলেজের এনএসএস-২ ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবকরা থাকবেন সেখানে। পাশাপাশি হাসপাতালে মিষ্টি, ফল বিতরণ করা হবে।

উৎসবের মরশুমে শহরের রাস্তায় যানবাহনের চাপ অনেক বেশি। সেই কারণে মহাত্মা গান্ধি মোড়, হাসমি চক এবং ফুলবাড়ি মোড়ে সূর্য সেন কলেজের পড়ুয়ারা পুলিশকে ট্রাফিক সামলাতে সাহায্য করবেন। শিলিগুড়ি কলেজের এনএসএস-২ ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবকরা পানিট্যাঙ্কি মোড়, হাসমি চক এবং মহাত্মা গান্ধি মোড়ে ট্রাফিক সামলাবেন। হকার্স কর্নারে কলেজ পড়ুয়ারা সাফাই অভিযান চালাবেন।

চোপড়ায় ফুটপাথ দখল

চোপড়া, ২৬ অক্টোবর : চোপড়া বাসস্টপ এলাকায় চার লেনের জাতীয় সড়কের দু'পাশে ফুটপাথ জবরদখলের অভিযোগ। কোথাও টিনের চালা দিয়ে বেড়ার দোকান বানানো হয়েছে, কোথাও বাড়ির সামনের অংশ ঘিরে গৃহস্থ রাখছেন গাড়ি। কয়েকজন তো আবার দখল করা জায়গা ভাড়া দিয়ে উপার্জন করছেন দিব্যি। প্রশাসনের নজরদারিতে ফাঁক রয়েছে, অভিযোগ এলাকাবাসীর।

চোপড়া বাসস্টপ ঘেঁষে টোটোস্ট্যান্ড তৈরি হওয়ায় সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাড়ছে যানজট। পুলিশ এবং ব্লক প্রশাসন যৌথভাবে উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছিল। তবে প্রথম দিন শুধু বিডিও অফিসের সামনে ফুটপাথের ওপর থাকা কয়েকটি দোকান ভাঙার পর অভিযান থেমে যায়।

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান অবশ্য বলেন, 'ফুটপাথের ওপর ব্যবসা কিংবা কংক্রিটের নির্মাণের অভিযোগ এসেছে। এতে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সমস্যা হয়। এই ইস্যুতে এর আগে গ্রাম পঞ্চায়েতে আলোচনা হয়েছে। তার মধ্যে প্রশাসন থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। সেই কারণে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে আর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।'

বস্ত্র বিলি

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : আরজি করের নির্যাতিতার স্মৃতিতে তাইপু চা বাগানে বস্ত্র বিতরণ করল শিবমন্দিরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। পাশাপাশি 'বহ্নিশিখা' নামে ওই সংস্থাটি শিশুদের চকোলেট এবং মিষ্টি উপহার দিয়েছে।

বার্ষিক সভা

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : শিলিগুড়ি সোসাইটি ফর নেচার, এডুকেশন অ্যান্ড হেলথ অ্যাওয়ারনেসের বার্ষিক সভা শনিবার অনুষ্ঠিত হয়। এদিন উত্তরবঙ্গ মাড়োয়ারি ভবনে আয়োজিত ৩৭তম এই সভায় বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

জানাই নেই এসজেডিএ'র সিইও'র

পথ হারিয়েছে 'ভিশন ২০৫০'

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : বছরখানেক আগে এইসময় শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) প্রশাসনিক অফিসে তোড়জোড় চলছিল। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু, 'ভিশন ২০৫০'। মূল পরিকল্পনা ছিল, ফোর লেনকে কেন্দ্র করে শহর আরও আধুনিক করে তোলা। সেজন্য তৈরি হয় একাধিক পরিকল্পনা।

এখন সেসব অথই জলে। সম্প্রতি এসজেডিএ'র সিইও পদে দায়িত্ব নেওয়া অর্চনা ওয়াংখেড়ে এব্যাপারে কিছুই জানেন না। তাঁর বক্তব্য, 'আমি কিছুদিন হল এসেছি। তেমন কিছু এখনও শুনিনি। বিষয়টি নিয়ে অফিশিয়ালদের সঙ্গে কথা বলব।' সংস্থার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বললেন, 'শহরের উন্নতিকরণের জন্য, বিশেষ করে যানজট ও পরিবেশ, এই দুটো বিষয়কে মাথায় রেখে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এখন অবশ্য আমি দায়িত্বে নেই। তাই এখন যাঁরা দায়িত্বে, তাঁরা বিষয়টি বুঝবেন।'

'ভিশন ২০৫০'- এই শব্দ দুটো এসজেডিএ'র প্রশাসনিক ভবনে শোনা গিয়েছে ফোর লেনের কাজ শুরুর পর থেকে। হয়েছে দফায় দফায় বৈঠক। পুরনিগমের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনায় বসেন পদাধিকারীরা।

কী এই 'ভিশন ২০৫০'?

পরিকল্পনায় তালিকার ওপরের দিকে ছিল, বর্ধমান রোডকে মডেল রোড হিসেবে গড়ে তোলা। এছাড়া ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের দুই নম্বর রাস্তাও ছিল প্রস্তাবে। এক্ষেত্রে শুধু রাস্তার মানোন্নয়ন নয়, দু'ধারে বসার জায়গা এবং শরীরচর্চার ব্যবস্থা করার কথা ছিল। যানজট সমস্যার সমাধানে বিকল্প রাস্তা তৈরির ব্যাপারেও ভাবা হয় সেসময়। সেক্ষেত্রে চতুর্থ মহানন্দা সেতুর সঙ্গে মাটিগাড়ার সংযোগকারী রাস্তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল পরিকল্পনায়। জোর দেওয়া হয় পথের প্রশস্তিকরণে। চেয়ারম্যান থাকাকালীন কতদূর এগিয়েছিল কাজ? সৌরভ জানালেন, রাস্তা প্রশস্তিকরণের জন্য আশপাশের জমি অধিগ্রহণ করা হয়। বরাদ্দ হয়েছিল চার কোটি টাকা।

সেই কাজ যদিও বাস্তবের মুখ দেখেনি। 'ভিশন ২০৫০'-তে যানজট নিয়ন্ত্রণে আরও একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়। শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া মহানন্দা নদীর দু'ধার বরাবর বাঁধ এলাকায় রাস্তা তৈরি করে টোটো, অটোর মতো ছোট গাড়ি চলাচল শুরুর কথা ভেবেছিল এসজেডিএ। সেটা নিয়ে এখন আর আলোচনা হয় না।

সৌরভের দাবি, 'সমীক্ষার পর আমরা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে হেঁটেছিলাম। তবে এখন তো আর দায়িত্বে নেই, তাই কিছু বলা ঠিক হবে না।' মেয়র গৌতম দেবের কথায়, 'ওরা সার্ভে করেছিল, পরিকল্পনা নিয়েছিল। আমরা সেটার অংশ ছিলাম না। তবে আমাদের সঙ্গে কয়েকবার বৈঠক হয়। এখন সেই পরিকল্পনা কোন পর্যায়ে, সেটা খোঁজ নিয়ে বলতে পারব।'

নেপথ্য কাহিনী

যানজট ও পরিবেশ, এই দুটো বিষয়কে মাথায় রেখে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এখন অবশ্য আমি দায়িত্বে নেই। তাই এখন যাঁরা দায়িত্বে, তাঁরা বিষয়টি বুঝবেন।

সৌরভ চক্রবর্তী

- ফোর লেনের কাজ শুরুর পর থেকে তোড়জোড়
- সংস্থার অন্দরে ও পুরনিগমের সঙ্গে বহু বৈঠক
- সমীক্ষা, জমি অধিগ্রহণ এবং অর্থ বরাদ্দের পরও হয়নি কাজ
- পরিকল্পনায় মডেল রোড, বিকল্প রাস্তা ইত্যাদি
- গৌতম জানান, খোঁজ নিতে হবে পরিকল্পনা রয়েছে কোন পর্যায়ে

পথের পাশে বুদ্ধ হাসে

কাওয়াখালিতে বিকোচ্ছে হরেকরকমের মূর্তি। শনিবার। ছবি : রণজিৎ ঘোষ

চাঁদা তোলে না কালীবাড়ি

চাকুলিয়া, ২৬ অক্টোবর : চাকুলিয়ায় কালীবাড়ির সর্বজনীন কালীপুজো শতাব্দীপ্রাচীন। স্থানীয়দের বিশ্বাস, ১৯২০ সালে বট গাছের তলায় বেদি তৈরি করে শুরু হয়েছিল আরাধনা। তারপর সেখানে গড়ে ওঠে মন্দির। আজও সেই বেদিতে পুজো হয়। মন্দির সংলগ্ন এলাকাটি কালীবাড়ি নামে পরিচিত।

বিগ বাজেট নয়, নিয়মনিষ্ঠা আর বিশ্বাস এখানকার মূল আকর্ষণ। মন্দিরের পাশে মেলা বসে। তবে দেবীর পুজোর জন্য তোলা হয় না চাঁদা। স্থানীয় বাসিন্দাদের ইচ্ছেকে মর্যাদা দিতে এই সিদ্ধান্ত। সবাই নিজের সামর্থ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এখন জোরকদমে পুজোর প্রস্তুতি চলছে। প্রতিবছর দূরদূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা আসেন কালীবাড়িতে।

আয়োজক কমিটির সদস্য রবিকুমার সরকারের কথায়, 'এলাকার অধিকাংশ মানুষ আর্থিকভাবে দুর্বল। সাধারণত বাইরের কারও থেকে চাঁদা তোলা হয় না। স্থানীয় মানুষ সেটা চান না। গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় সবটা আয়োজন হয়। বিগ বাজেট না থাকলেও ভক্তি আর ভালোবাসার খামতি থাকে না।' পুজো কমিটির সম্পাদক তপনকুমার দাস জানালেন, দু'দিন ধরে নানাধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। ছোটদের জন্য আবৃত্তি, কুইজ প্রতিযোগিতা। সূচিতে থাকছে নাচ-গান ইত্যাদি। বাইরে থেকে বহু ব্যবসায়ী দোকান নিয়ে আসবেন।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জীবন যেমন।। মুরালীগঞ্জে ইসলামপুরের আনসাদ চৌধুরীর ক্যামেরায়।

নারায়ণপল্লিতে দিনে জ্বলে থাকে পথবাতি

বাগডোগরা, ২৬ অক্টোবর : দিনেরবেলায় আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে আঠারোখাইয়ের নারায়ণপল্লিতে। ২৪ ঘণ্টা পথবাতি জ্বললেও বন্ধ করার কোনও ব্যবস্থা নেই। প্রায় পাঁচবছর ধরে এভাবেই অকারণে বিদ্যুতের অপচয় করে চলেছে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বারবার বাতি নেভানোর জন্যে বলা হলেও পঞ্চায়েত সদস্য গুরুত্ব দেন না। গুরুত্ব দিলে এভাবে বিদ্যুতের অপচয় হতো না।

এ প্রসঙ্গে ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য নলিনী বর্মন বলেন, 'আমি পুরো বিষয়টি প্রধান, উপপ্রধান দুজনকেই জানিয়েছি। তাঁরা বলেছিলেন বিদ্যুৎ বণ্টন বিভাগকে জানাবেন।' তারপর কোনও পদক্ষেপ করা হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে প্রধান, উপপ্রধান দুজনের সঙ্গেই যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু তাঁরা ফোন না ধরায় তাঁদের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

নারায়ণপল্লিতে আঠারোখাই বালিকা বিদ্যালয়ের পিছনে প্রতিটি খুঁটিতে দিনেরবেলায় আলো জ্বলতে দেখা যায়। আলো নেভানোর জন্য কোনও সুইচ নেই। ওই এলাকার বাসিন্দা ভোলা বর্মন বলেন, 'পাঁচবছর ধরেই এই অবস্থা। কোনও খুঁটিতে সুইচ নেই। অনেকবার পঞ্চায়েত সদস্যকে বলেছি। কিন্তু কিছুই করছেন না।'

আরেক বাসিন্দা সুজাতা সিংহ প্রশ্ন তোলেন, 'এভাবে কেন বিদ্যুৎ অপচয় করা হচ্ছে? প্রতিটি খুঁটিতে একটি করে সুইচ লাগালেই সমস্যা মিটে যায়। এর জন্য কি লক্ষ লক্ষ টাকা লাগে?' তারপর তিনি বলেন, 'আসলে কিছু করার ইচ্ছে না থাকলে যা হয়!'

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত এক

নকশালবাড়ি, ২৬ অক্টোবর : পণ্যবাহী ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পানিঘাটা থানার কদমা মোড় সংলগ্ন এলাকায়। মৃতের নাম সনম সার্কি, তিনি পানিঘাটার চেঙ্গার বাসিন্দা ছিলেন। ঘটনায় ট্রাকচালক সঞ্জীব বিশ্বকর্মাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় পানিঘাটা থানার পুলিশ। সেখান থেকে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। কদমা মোড় সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ধারে স্কুটার সহ মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। এরপর তাঁরা খবর দেন পুলিশকে। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। ট্রাক এবং স্কুটারটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ঘর পাকা করছেন উপভোক্তারাই

আবাস যোজনায় ভরসা নেই

আবাসের সমীক্ষায় ময়নাগুড়িতে প্রশাসনের প্রতিনিধিরা।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : সরকার টাকা দেবে বলে জানিয়েছিল। তাঁরা সেইমতো আবেদনও করেছিলেন। কিন্তু বহুদিন অপেক্ষা করেও টাকা মেলেনি। বাসিন্দারা অবশ্য তাই বলে যে হাল ছেড়েছেন তা কিন্তু নয়। নিজেদের টাকাতেই কাঁচা বাড়ি পাকা করেছেন। বিশেষ করে যে সমস্ত পরিবারের সদস্যরা শ্রমিক হিসেবে ভিনরাজ্যে কাজে যুক্ত, এ কাজে তাঁদের সুবিধা হয়েছে।

বাংলার আবাস যোজনা প্রকল্পে আবেদন করা প্রায় সাড়ে ৭৭ হাজার নামের তালিকা নিয়ে সমীক্ষা শুরু হয়েছে। সমীক্ষা চালিয়ে আধিকারিকরা দেখেছেন, এই আবেদনকারীদের মধ্যে প্রায় তিন হাজারই নিজেদের উদ্যোগে কাঁচা ঘর পাকা করে ফেলেছেন। তা দেখে তালিকা থেকে ওই আবেদনকারীদের নাম বাদ দেওয়া শুরু হয়েছে। তাই বলে কিন্তু ওই আবেদনকারীদের মন খারাপ হচ্ছে তা কিন্তু মোটেও নয়। গড়ালবাড়ির পরিযায়ী শ্রমিক সুকুর মিয়াঁর দাদা মহম্মদ সিরাজুলের কথায়, 'স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে এখন কাঁচা বাড়িতে থাকতে চাইছেন না। তাই ভাগ্নে কেরল থেকে টাকা পাঠানোর পর কাঁচা বাড়ি পাকা করেছি।'

২১ অক্টোবর থেকে বাংলার আবাস যোজনা প্রকল্পে ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষের তালিকা নিয়ে সমীক্ষা শুরু হয়েছে। সেই সময় প্রাথমিকভাবে প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার আবেদনকারীর নাম ছিল। তবে ওই তালিকা নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি থেকে জেলায় তদন্তে আসা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল এই অভিযোগে সরব হয়। ২০২২ সালে জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও'রা মিলে সরেজমিনে তদন্ত করে ধাপে ধাপে ওই তালিকা থেকে অনেকের নাম বাদ দেন। শেষপর্যন্ত তালিকায় নামের সংখ্যা সাড়ে ৭৭ হাজারে এসে দাঁড়ায়। এই আবেদনকারীদের মধ্যে কারা কারা পাকা বাড়ি তৈরির টাকা পাবেন তা খতিয়ে দেখতেই সরকারিভাবে সমীক্ষা শুরু হয়েছে। বিশেষ সফটওয়্যারের সাহায্যে মোবাইল ফোনে ছবি তুলে তা নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এই সমীক্ষা চালানোর সময়ই প্রশাসনিক আধিকারিকদের সামনে অবাক করা তথ্য প্রকট হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ২০১৮-'১৯ সালে কাঁচা বাড়ি ছিল এমন বেশ কিছু আবেদনকারী ইতিমধ্যেই তাঁদের বাড়ি পাকা করে ফেলেছেন। সমীক্ষায় নামা সরকারি কর্মী শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষের মতো অনেকেই বেশ অবাক।

আর এখানেই ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়ার বিষয়টি বড় হয়ে দেখা যাচ্ছে। ময়নাগুড়ির খাগড়াবাড়িতে দিলীপ বর্মনের বাড়ি। তাঁর ছেলে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কেরলে কাজ করেন। দিলীপের কথায়, 'সরকারের ভরসায় আর কতদিন অপেক্ষা করা যায় বলুন! বর্ষার সময় কষ্টের কথা ভেবে ছেলের পাঠানো টাকাতেই পাকা বাড়ি বানিয়েছি।'

নগর বেরুবাড়ির বাসিন্দা অজিত সরকারের ছেলে রাজস্থানে মার্বেল ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন। তাঁর বা সাতভেন্ডির বাসু রায় থেকে চিত্রা অধিকারী, সবার ক্ষেত্রেই দিলীপের ঘটনারই অ্যাকশন-রিপ্লে। গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি চা বাগান এলাকাগুলিতে এমন ঘটনার রমরমা।

অতিরিক্ত জেলা শাসক তেজস্বী রানা (জেলা পরিষদ) বললেন, 'কাঁচা বাড়ির জায়গায় পাকা বাড়ির খোঁজ মিললেই নিয়ম অনুসারে আবেদনকারীর নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। কে কী কারণে বাড়ি পাকা করেছেন তা দেখা হচ্ছে না।' ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সমীক্ষা চলবে। শেষপর্যন্ত কতজনের নাম বাদ গেল তা তার পরই জানা যাবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

রবীন্দ্রনগর কলোনিতে সম্প্রীতির পুজো

চোপড়া, ২৬ অক্টোবর : দিকে দিকে এখন কালীপুজোর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। সদর চোপড়ায় রবীন্দ্রনগর কলোনির কালীপুজোয় একটা বিশেষত্ব রয়েছে। এখানকার পুজো মূলত সম্প্রীতির। ডোক নদীর বাঁধের ধারে রয়েছে স্থায়ী কালী মন্দির। সেখানেই দীর্ঘদিন ধরে এই পুজো আয়োজিত হচ্ছে। যেহেতু নদীঘাটের কাছেই মন্দির, তাই স্থানীয়দের মধ্যে ঘাটকালীপুজো হিসেবে পরিচিত।

প্রতিবছর এখানকার কালীপুজোয় হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেন। এমনকি পুজো কমিটিতে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই রয়েছেন। এবারের কমিটিতে সভাপতি নওশাদ আনসারি, সম্পাদক গৌতম সরকার এবং কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন গৌরীশংকর বর্মা। বাকি সদস্যদের মধ্যে হামিদ রেজা খান, সনু আনসারি, সাহেব খান, রানু খান প্রমুখ রয়েছেন।

কোষাধ্যক্ষ গৌরীশংকর বলছেন, 'পুজো কমিটিতে যেভাবে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ থাকেন, ঠিক তেমনই মহরম কমিটিতেও উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ যোগ দেন।' তিনি জানান, প্রতিবার পুজো শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বর্তমানে মন্দিরের সামনে প্যান্ডেল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। কমিটির সদস্য সনু বলেন, 'আমরা সবাই মিলেমিশে পুজোয় অংশ নিই।'

সভাপতি নওশাদের কথায়, 'বেশ কয়েক বছর ধরে আমি কমিটিতে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছি।' জানা গিয়েছে, আগে জাতীয় সড়ক ঘেঁষে মন্দিরটি ছিল। সড়ক সম্প্রসারণের পর নদীর বাঁধের ধারে মন্দির স্থানান্তরিত হয়।

সচেতনতার কর্মসূচি

বাগডোগরা, ২৬ অক্টোবর : চালকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে পথে নামল পরিবেশপ্রেমী সংগঠন। সেভ এলিফ্যান্ট ফাউন্ডেশন এবং ঐরাবতের যৌথ উদ্যোগে শনিবার কার্সিয়াং বন বিভাগের ঘোষপুকুর রেঞ্জের সহায়তায় ঘোষপুকুরে 'ব্রেক ফর ওয়াইল্ড লাইফ' কর্মসূচি হয়।

ঐরাবতের সম্পাদক সিকে ছেত্রী বলেন, 'জাতীয় সড়কে বিশেষ করে রাতে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য চালকদের সচেতন করা হয়েছে। রাতে দ্রুতগতিতে যানবাহন চলাচলের ফলে জাতীয় সড়কে গাড়ি চাপা পড়ে চিতাবাঘের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।' এই ব্যাপারেই চালকদের সচেতন করা হয়েছে বলে জানান।

সেফ এলিফ্যান্ট ফাউন্ডেশনের ঋকজ্যোতি সিংহ রায় বলেন, 'আমরা এদিন ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসার প্রমিত লালকে সঙ্গে নিয়ে সারাদিন সড়কে চলাচল করা প্রতিটি গাড়ি দাঁড় করিয়ে সচেতনতার বার্তা দিয়ে স্টিকার লাগিয়েছি।

টোটো চুরিতে জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : চায়ে নেশার সামগ্রী মিশিয়ে চালককে অজ্ঞান করে টোটো চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার হল অভিযুক্ত। ধৃতের নাম মহম্মদ নবীব। সে চোপড়ার লক্ষ্মীপুরের বাসিন্দা। চুরি যাওয়া টোটোটি রামগঞ্জ এলাকা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ১৮ অক্টোবর শিলিগুড়ি থানায় টোটো চুরির অভিযোগ দায়ের করেছিলেন শুভজিৎ চৌধুরী। তারপর তদন্তে নেমে শুক্রবার টোটো সহ নবীবকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

কালী আরাধনার প্রস্তুতি থানায় থানায়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : মাটিগাড়া থানা ভবনের ওপরে আলোর বোর্ড লাগানো হচ্ছে সারি সারি। সেখানে ফুটে উঠছে 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' সহ নানা সামাজিক বার্তা। নতুন প্রলেপ পড়ছে রংয়ের। থানা চত্বরে থাকা মন্দিরে চলছে সাফাই। নিজের চেম্বারে বসে অফিশিয়াল কাজকর্ম করার ফাঁকে আইসির নজর বাইরে যাচ্ছিল বারবার। ওই পুলিশ আধিকারিক অরিন্দম ভট্টাচার্যের কথায়, 'থানায় তো পুজো এই একটাই।'

প্রধাননগর থানায় শেষমুহূর্তের ব্যস্ততা এখন। ভবনের গায়ে ঝোলানো টুনির মালা দেখতে দেখতে পরিকল্পনা জানালেন আইসি বাসুদেব সরকার। বললেন, 'এবারে মায়ের ভোগে থাকছে নিরামিষ পোলাও।' শিলিগুড়ি থানায় অবশ্য দেবীকে অর্পণ করা হবে খিচুড়ি-লাবড়া, জানালেন আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। অন্যদিকে, ভক্তিনগর থানার আইসি অমিত অধিকারীর কথায়, 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রয়েছে।'

এনজেপি থানার পুজোয় লেগেছে থিমের ছোঁয়া। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ তুলে ধরা হবে মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে। সামঞ্জস্য রেখে গড়া হচ্ছে কালী প্রতিমা। থাকছে মানানসই আলোকসজ্জা। দিনরাত কাজ করে চলেছেন শিল্পীরা। সংশ্লিষ্ট থানা এলাকায় আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখতে নজরদারি চালানোর পাশাপাশি মণ্ডপের কাজ তদারকি করছেন ওসি নির্মল দাস।

শহর শিলিগুড়ির রাজপথ সেজে উঠেছে আলোর মালায়। বাদ যাচ্ছে না শহরের থানাগুলো। শনিবার শিলিগুড়ি থানায় ঢুকে নজরে পড়ল, মূল ভবনের সামনের একপাশে বড় করে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। এখানে স্থায়ী মন্দির নেই। প্রতিমা নিয়ে আসা হচ্ছে কুমোরটুলি থেকে। এক পুলিশ আধিকারিক জানালেন, সাত ফুটেরও বেশি দৈর্ঘ্যের মাতৃ প্রতিমা গড়ছেন মৃৎশিল্পী। পুজো শেষের পর থেকে বিতরণ হবে খিচুড়ি-লাবড়া।

আলোয় সেজেছে ভক্তিনগর থানা। চলছে পুজোর মণ্ডপ তৈরি। শনিবার শিলিগুড়িতে।

একই ব্যবস্থা ভক্তিনগরে। সেই থানার এক আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, পুজোর পর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ করা হবে। তিনি আরও বলেছেন, 'যত বেশি সংখ্যক সম্ভব মানুষকে প্রসাদ খাওয়াতে চাইছি আমরা।'

কর্তব্যপালন করতে গিয়ে বহু পুলিশকর্মীর সংস্কৃতিচর্চায় ছেদ পড়ে। তাঁদের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ করে দিতে থানায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা চলছে। প্রধাননগর থানায় আমন্ত্রিত শিল্পীরাও থাকছেন অনুষ্ঠানে।

তবে বাকিদের থেকে কিছুটা এগিয়ে মাটিগাড়া। সেখানে থানার পাশাপাশি স্থানীয়দের নিয়ে তৈরি কমিটির যৌথ উদ্যোগ পুজো এবং তাকে কেন্দ্র করে যাবতীয় আয়োজন নজর কাড়ে প্রতিবছর। এবারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, তিনদিন এলাকার বিভিন্ন বয়সিদের জন্য নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। সূচিতে রয়েছে নাচ, গান ও আঁকা। বিচারক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হবে বিশিষ্টদের।

ট্রাফিক সিগন্যালে স্বস্তি, প্রশ্নে রাস্তার মান

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৬ অক্টোবর : অবশেষে ট্রাফিক সিগন্যাল বসানো শুরু হল চোপড়ায়। পুজোর আগে স্থানীয় বাসস্টপ এলাকায় সিগন্যালিংয়ের জন্য লাইট লাগানো হয়। চোপড়া থানার ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে খবর, পুজোর আগে আপাতত এক জায়গায় এই ব্যবস্থা চালু করা গিয়েছে। আরও একাধিক জায়গায় হবে আগামীদিনে। এদিকে, ট্রাফিক পয়েন্টের জন্য ঘর তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সোনাপুর এবং কালাগছ বাসস্টপ এলাকায়। তাছাড়া, জাতীয় সড়ক সহ বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকটি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা পুলিশ-প্রশাসনের।

দেড় বছর আগে ট্রাফিক সিগন্যালিং নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তবে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার জন্য দেরিতে কাজ শুরু হয়। এতে স্থানীয় বাসিন্দারা খুশি হলেও, রাস্তার বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তোষ তাঁদের গলায়। সদর চোপড়ার বাসিন্দা বিশ্বনাথ রায় বলছেন, 'কালাগছ থেকে সদর চোপড়া পর্যন্ত জাতীয় সড়কে ধুলোর কারণে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ। বর্ষার আগে সড়ক কর্তৃপক্ষ শুধু বালি-পাথর ফেলে গর্ত ভরাট করেছে। এখন মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।'

কালাগছ থেকে সদর চোপড়া রুটে রাস্তায় গর্ত।

আরেক এলাকাবাসী মহম্মদ কাদের আলির কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা। পাথর ছিটকে এসে পথচারীদের গায়ে লাগতে পারে। তাছাড়া ধুলোর সমস্যা তো রয়েছেই। এদিকে, চোপড়া এবং কালাগছে সার্ভিস রোডের অবস্থাও খুব খারাপ। সদর চোপড়ায় জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গায় বড় গর্ত তৈরি হওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে।' এপ্রসঙ্গে চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডলের যুক্তি, জাতীয় সড়ক নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিকবার চিঠি পাঠানো হয়েছে।

চোপড়া থানা এলাকায় আগে কোথাও ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা ছিল না। পথ দুর্ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন মহল থেকে সেটা চালুর দাবি উঠতে শুরু করে। স্থানীয়দের দাবি, জনবহুল এলাকাগুলিতে সবসময় জাতীয় সড়ক দিয়ে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চলাচল করে। যার ফল, একের পর এক দুর্ঘটনা। এই কারণে রাস্তা পেরোতে হিমসিম খেতে হচ্ছে পথচারীদের। দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকার মধ্যে দলুয়া মোড়, তিনমাইল এবং সুফলগছে ট্রাফিক সিগন্যাল বসানোর দাবি দীর্ঘদিনের। চোপড়া থানার ট্রাফিক অফিসার অনির্বাণ ঘোষ জানালেন, সিগন্যালিংয়ের পাশাপাশি জাতীয় সড়কে ১০ থেকে ১১ জায়গায় পথবাতি বসানোর ভাবনা রয়েছে। জায়গা চিহ্নিত করা শেষ।

আলোর উৎসবে শামিল হতে তৈরি হচ্ছে খুদে। প্রদীপ তৈরির ব্যস্ততা মালবাজারে। শনিবার অ্যানি মিত্রর তোলা ছবি।

মেডিকেলে লাশের গন্ধে টেকা দায়

আইনি জটিলতায় বন্ধ সংকার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : বেওয়ারিশ মরদেহের ভিড়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে নাস্তানাবুদ অবস্থা। এত মরদেহ কোথায় রাখা হবে, প্রতিদিন কুলিং চেম্বার চালাতে বিদ্যুৎ খরচ কে জোগাবে, এসব নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

আইনি জটিলতায় অগাস্ট মাস থেকে বেওয়ারিশ মরদেহ সংকার করা বন্ধ রয়েছে। অন্যদিকে, কিছু কুলিং চেম্বার খারাপ হয়ে থাকায় সমস্যা আরও বেড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে মরদেহ মর্গে জমে থাকায় সেগুলি থেকে পচা গন্ধ বের হচ্ছে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ তুলেছেন।

ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডাঃ রাজীব প্রসাদের বক্তব্য, '২৫টির মতো বেওয়ারিশ মরদেহ মর্গে পড়ে রয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, সাতদিন পর্যন্ত বেওয়ারিশ মরদেহ মর্গে রাখা যায়। তারপরই পুলিশ একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে এই মরদেহগুলি আইনানুগভাবে সংকারের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু এখানে বেওয়ারিশ মরদেহ সংকার নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে। আমরা মরদেহগুলি সংকারের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য শিলিগুড়ির মহকুমা শাসককে চিঠি দিয়েছি। সেখান থেকে এখনও কোনও জবাব আসেনি।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (পশ্চিম) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেছেন, 'বেশ কিছু নিয়ম মেনে একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বেওয়ারিশ মরদেহগুলি সংকার করতে হয়। মেডিকেলের মর্গে থাকা এর আগে বেশ কিছু মরদেহ সংকার করা হয়েছে। বাকি মরদেহগুলি সংকার করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অবধ সিংহলের কথায়, 'পুলিশ আগে নিশ্চিত হবে যে, এই মরদেহের কোনও ওয়ারিশ পাওয়া যাবে না, তাহলে আমাদের জানাবে। তারপরই আইন মেনে সেই মরদেহগুলি আমরা সংকারের ব্যবস্থা করব।'

দুর্ঘটনা সহ বিভিন্ন ঘটনায় হামেশাই পুলিশের মাধ্যমে বেওয়ারিশ মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের মর্গে আসে। পরিবারের খোঁজখবর না মেলায় মরদেহগুলি মর্গে রেখে দেওয়া হয়। মরদেহ সংরক্ষণের জন্য ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের অধীনে মর্গের পাশে কুলিং চেম্বার রয়েছে। এখানে মোট ২৪টি কুলিং চেম্বারের মধ্যে ১৬টি বর্তমানে চালু রয়েছে। বাকি আটটি অনেকদিন ধরেই খারাপ। সম্প্রতি সেই আটটি কুলিং চেম্বার মেরামত সহ আরও আটটি নতুন কুলিং চেম্বার তৈরির কাজ চলছে বলে মর্গ সূত্রে খবর। এই ১৬টি কুলিং চেম্বারেই ২৫টিরও বেশি মরদেহ গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে।

মেডিকেল সংলগ্ন কাওয়াখালির বাসিন্দা রূপম ঘোষ বলছেন, 'মর্গে দীর্ঘদিন জমে থাকা বেওয়ারিশ মরদেহগুলি থেকে মাঝেমধ্যে দুর্গন্ধ বের হয়। যার ফলে এলাকায় টেকা যায় না। দ্রুত প্রশাসন এই মরদেহগুলি সংকারের উদ্যোগ নিক।' একই অভিযোগ ওই এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ দেবনাথ সহ অন্যদেরও।

ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগে মেডিকেলেই বেওয়ারিশ মরদেহ সংকারের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কয়েক বছর ধরে বেওয়ারিশ মরদেহ সংকারের দায়িত্ব একটি বেসরকারি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে। তবে, বেওয়ারিশ মরদেহ দাহ করা নিয়ে রাজ্য সরকারের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোটোকল (এসওপি) রয়েছে। পরিবারের খোঁজ পাওয়ার আশায় মর্গে সাতদিন মরদেহ রাখার নিয়ম রয়েছে। তারপর পুলিশ সেই দেহ নিয়ম মেনে সংকারের ব্যবস্থা করবে। মহকুমা শাসকের বক্তব্য, 'এর আগে মেডিকেলের মর্গে থাকা ২৮টি বেওয়ারিশ মরদেহ সংকার করা হয়েছে।'

এদিকে, মর্গে এত মরদেহ রাখতে গিয়ে সর্বক্ষণ কুলিং চেম্বারগুলি চালিয়ে রাখতে হচ্ছে। যার ফলে বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের মর্গ। যা নিয়ে বিতর্ক। -সংবাদচিত্র

সমস্যার কথা

- দুর্ঘটনা বা অন্য অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ আসে মেডিকেলে
- দাবিদার নেই এমন দেহগুলি মর্গে রেখে দেওয়া হয়
- এই মুহূর্তে মেডিকেলের মর্গে ২৫টিরও বেশি মরদেহ গাদাগাদি করে রাখা রয়েছে
- দেহগুলি থেকে প্রায়ই গন্ধ ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের
- মরদেহগুলি সংকারের জন্য মহকুমা শাসককে চিঠি দিয়েছে কর্তৃপক্ষ

বালাসন থেকে ট্র্যাক্টরে বালি পাচার চলছেই

বাগডোগরা, ২৬ অক্টোবর : বালাসন নদী থেকে বালি-পাথর তুলে পাচারের অভিযোগ উঠছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, আলসিয়া বাজার বেকায়দা বস্তির পাশে বালাসন থেকে রাতের অন্ধকারে বালি-পাথর তুলে ট্র্যাক্টরে করে পাচার করা হচ্ছে।

> প্রশাসনের উদাসীনতার অভিযোগ ঠিক নয়। আমি পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলেছিলাম। পুলিশ ইতিমধ্যেই দুটি বালি-পাথরবোঝাই ট্র্যাক্টর আটক করেছে।
>
> **বিশ্বজিৎ দাস** *বিডিও, মাটিগাড়া*

স্থানীয় বাসিন্দা রামকিশোর বর্মন বলেন, 'ওই ঘাটে কোনও লিজ নেই। তবুও গত কয়েকদিন বালি-পাথর তুলে পাচার করা হচ্ছে। আমরা পাচারকারীদের বলতে গিয়েছিলাম। উলটে আমাদেরকেই তারা হুমকি দিচ্ছে।'

গত মাসের শেষের দিকে অবিরাম বৃষ্টির ফলে বালাসন ফুলেফেঁপে ওঠে। আঠারোখাইয়ের বেকায়দা বস্তির ওই অংশে নদীভাঙনের সমস্যা দেখা দেয়। এমনকি কয়েকটি বাড়ি নদীগর্ভে চলে যায় বলেও জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই এলাকা থেকেই এভাবে বালি-পাথর তুলে পাচার করা হলে পরবর্তীকালে সমস্যা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। এক্ষেত্রে এলাকাবাসী প্রশাসনের উদাসীনতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

যদিও মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেছেন, 'প্রশাসনের উদাসীনতার অভিযোগ ঠিক নয়। আমি পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলেছিলাম। পুলিশ ইতিমধ্যেই দুটি বালি-পাথরবোঝাই ট্র্যাক্টর আটক করেছে।' পাশাপাশি বালি-পাথর পাচার বন্ধ করার জন্যে লাগাতার অভিযান চলবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

বিডিও আশ্বাস দিলেও বিজেপির তরফে প্রশাসনের দিকেই আঙুল তোলা হয়েছে। দলের আঠারোখাই মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষের দাবি, 'প্রশাসনের উদাসীনতার জন্যই এই কারবার চলছে। গ্রামবাসীদের বাড়িঘর রক্ষা করতে হলে প্রশাসনকেই এই কারবার বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে।'

জমি রেকর্ডের কাজ থমকে চুটিয়াখোরে

চোপড়া, ২৬ অক্টোবর : চোপড়া ব্লকের চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতে দুটি মৌজায় জমি রেকর্ডের কাজ থমকে থাকায় সমস্যায় স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, এই কারণে সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে তাঁদের। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৩ এবং ৭৩ নম্বর মৌজায় দীর্ঘদিন ধরে এই পরিস্থিতি। সংশ্লিষ্ট এলাকায় কয়েক হাজার চাষির বসবাস। সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি থেকে কৃষিঋণ কিংবা কৃষকবন্ধু প্রকল্পের সুবিধা নিতে গিয়ে বিস্তর দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তাঁদের। চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান কামালউদ্দিন এ প্রসঙ্গে বলছেন, 'সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন মহলের দ্বারস্থ হয়েও লাভ হয়নি। কেউ কেউ তো জমি কেনার পর এই জটিলতার কারণে খতিয়ান পর্যন্ত পাননি।' চোপড়া ব্লক ভূমি দপ্তরের মুহুরিদের ব্লক কমিটির সম্পাদক আব্দুল হালিম জানালেন, ওই দুই মৌজার সমস্যা নিয়ে প্রায় রোজ স্থানীয়রা দপ্তরে আসছেন।

জমির রেকর্ড সংক্রান্ত সমস্যার কারণ স্পষ্ট নয় কারও কাছে। চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভূমি কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ সিংহের দাবি, 'দুটি মৌজায় রেকর্ড সংক্রান্ত কিছু কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। বিষয়টি জেলা স্তরে জানানো হচ্ছে। আশা করছি, কিছুদিনের মধ্যে ফের কাজ শুরু হবে।' চোপড়ার বিএলঅ্যান্ডএলআরও ললিতরাজ থাপা এ বিষয়ে কোনওরকম মন্তব্য করতে চাননি। সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা তথা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মহম্মদ আজহারউদ্দিনের কথায়, 'পাঁচটি মৌজায় এ ধরনের সমস্যা ছিল। বাকি জায়গায় জটিলতা কাটলেও চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি মৌজায় এখনও বাকি। যার ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।'

কারবার রুখতে পদক্ষেপ নেই ফাঁসিদেওয়ায়

হোয়াটসঅ্যাপে চাইলেই দুয়ারে মদ

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৬ অক্টোবর : বাড়িতে বসে অনলাইনে অর্ডার দিলেই এখন খাবার পৌঁছে যায়। কিন্তু ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় এই সুবিধা মেলে না। তবে একটা জিনিস বাড়িতে বসেই মিলবে, মদ। বিদেশি, বাংলা সব। হোয়াটসঅ্যাপে একবার ফোন করে দিলেই হবে। ২৪ ঘণ্টা ডেলিভারি। দিনের যে কোনও সময় অর্ডার দিলেই বাইকে করে তরুণরা খদ্দেরের দুয়ারে পৌঁছে দিয়ে যাবে মদ। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় এখন এই কারবার চলছে। হোটেল, ধাবা, রেস্তোরাঁর আড়ালেও চলছে অবৈধ কার্যকলাপ। বিভিন্ন সময় পুলিশ অভিযান চালালেও কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না।

ফোন করে অর্ডার দিলে কল রেকর্ড হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই অর্ডার নেওয়ার জন্যে কারবারিরা বেছে নিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ। খদ্দেরদের আগেভাগেই 'নির্দেশ' দেওয়া থাকছে, অর্ডার দিতে হলে হোয়াটসঅ্যাপেই ফোন করতে হবে। বাড়িতে বসে মদ পেয়ে যাওয়ার 'সুবিধায়' খদ্দেররাও সেই 'নির্দেশ' অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে।

এই অবৈধ কারবারে মূলত জড়িত তরুণ প্রজন্ম। সকাল থেকে রাত, অর্ডার এলেই ব্যাগে করে বাইকে চেপে ডেলিভারি দিতে বেরিয়ে পড়ছে তারা। এই তরুণরা মদ কিনছে লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান থেকেই। তারপর অর্ডার অনুযায়ী বোতল প্রতি কখনও ২০ টাকা, কখনও ৫০ টাকা 'ডেলিভারি চার্জ' নেওয়া হচ্ছে। অনেক সময় দূরত্ব অনুযায়ী কমছে-বাড়ছে ডেলিভারি চার্জ।

অন্যদিকে, বিধাননগর থেকে ফুলবাড়ি পর্যন্ত ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে থাকা একাধিক ধাবা এবং রেস্তোরাঁয় মিলছে মদ। বেশিরভাগের লাইসেন্স নেই। গোটা কারবার চলছে অবৈধভাবে। বিধাননগর, ঘোষপুকুর, ফাঁসিদেওয়া, জালাস নিজামতারায় একইভাবে চলছে কারবার। সব জেনেও কোনও পদক্ষেপ নেই প্রশাসনের।

তবে একেবারেই যে নেই, তা কিন্তু নয়। বিভিন্ন সময় পুলিশের তরফে অভিযান চালানো হয়েছে। তবে প্রতিবার 'মদ ডেলিভারি সার্ভিসে' যুক্তদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। আগে বেশ কয়েকবার বাড়িতে মদ রেখে ডেলিভারির সার্ভিস চালানোর অভিযোগে ফাঁসিদেওয়া থেকে কয়েকজন তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তবে সকলেই এখন মুক্ত। জেল থেকে ফিরে পুনরায় রমরমিয়ে এই কারবার চালাচ্ছে।

ফাঁসিদেওয়ার এক ব্যবসায়ী বলেন, 'সকাল থেকেই মদের ডেলিভারি শুরু হয়। পুলিশ জানলেও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।' তাঁর দাবি, অবিলম্বে প্রশাসনের তরফে পদক্ষেপ করা হোক। এক পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্য, 'এই কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে।' কিন্তু বাস্তবে তার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন লক্ষ করা যাচ্ছে না। এর ফলে এলাকার তরুণসমাজ বিপথে চলে যাচ্ছে বলে আক্ষেপ করেছেন অনেকেই।

ডেলিভারি চার্জ

- স্মার্টফোনে কল রেকর্ড হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা
- তাই অর্ডার নেওয়া হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে
- তারপর বাইকে করে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে মদ
- ফাঁসিদেওয়ার বেশ কয়েকজন তরুণ এই কারবারে যুক্ত
- অর্ডার অনুযায়ী প্রতি বোতলে 'ডেলিভারি চার্জ' নেওয়া হচ্ছে
- অভিযান চালালেও কারবারিরা পুলিশের নাগালের বাইরে

ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের ভোগান্তি

আউটডোরে নেই ডাক্তার

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৬ অক্টোবর : ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের আউটডোরে ঠিক সময়ে বসছেন না চিকিৎসক। যার জেরে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে রোগীদের। শনিবার হাসপাতালে এমনই ছবি দেখা গেল। এদিন চিকিৎসকদের একাংশ সকাল ১১টার পর আউটডোরে ঢোকেন বলে অভিযোগ। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে এ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগী ও তাঁদের পরিজনরা। তবে সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'এদিন কী কারণে এমন হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে।' অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরসের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক পার্থ ভদ্র বলছেন, 'সকাল ১০টার মধ্যে আউটডোরে চিকিৎসকদের রোগী দেখা শুরু করা উচিত। কর্তৃপক্ষ এই দায় এড়াতে পারে না।'

হাসপাতালের ওপর ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, চোপড়া সহ পার্শ্ববর্তী কিশনগঞ্জ জেলার লক্ষাধিক মানুষ নির্ভরশীল। প্রতিদিন এখানে বহু রোগী ডাক্তার দেখাতে আসেন। সে কারণে ভিড়ও হয় যথেষ্ট। নিয়ম মোতাবেক, সকাল ১০টায় আউটডোরে ডাক্তার বসার কথা। কিন্তু এদিন সকাল সাড়ে ১০টায় আউটডোরে ঢুকতেই দেখা গেল ইএনটি, মেডিসিন ও অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞের চেম্বারের সামনে রোগীর লম্বা লাইন। কিন্তু চিকিৎসকের দেখা নেই। ভিড়ের চাপে রোগীদের রীতিমতো হাঁসফাঁস অবস্থা।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে হাসপাতালের এক কর্মী বলেই বসলেন, 'সকাল ১১টা বাজে। আউটডোরে ডাক্তারের দেখা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখুন, হয়তো প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখছেন।'

ইসলামপুরের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া কালুবস্তির বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব মহম্মদ ইসরাইল বললেন, 'হাড়ের ডাক্তার দেখাব বলে সকাল ১০টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু ডাক্তার কখন আসবেন জানি না।' প্রায় ৭০ ছুঁইছুঁই সুজালির সোহরাব হোসেন বলেন, 'হাঁটুর ব্যথায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। ডাক্তারবাবুরা কি আমাদের যন্ত্রণা বোঝেন না?' চোপড়ার দাসপাড়া থেকে এসেছিলেন সুলতান আলি। তিনি বলেন, '১১টা পেরিয়ে গেলেও চিকিৎসকের দেখা নেই।' বেশিরভাগ রোগীর মুখেই এদিন এমন কথা শোনা গেল। আবার এক্স-রে রুমের উলটো দিকে দীর্ঘক্ষণ বসেছিলেন শহরের শান্তিনগরের বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব পঞ্চবালা রায়। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালের এক অস্থায়ী কর্মী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। পরে অবশ্য সহকারী সুপার বৃদ্ধার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

আউটডোরে অব্যবস্থা নিয়ে সহকারী সুপার সন্দীপন চিকিৎসক সংকটকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, 'চিকিৎসক সংকট আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।' এবিষয়ে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ইসলামপুরের সম্পাদক তথা হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সায়ন্তন কুণ্ডুর বক্তব্য, 'সাংগঠনিকভাবে আমরা পরিষেবা ঠিক রাখতে সমস্ত চেষ্টাই করি। কিন্তু চিকিৎসকের অভাব নিয়ে সরকারকে ভাবতে হবে।' অন্যদিকে, প্রগ্রেসিভ ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ শান্তনু দত্ত বলেছেন, 'আউটডোরে চিকিৎসক দেরিতে বসা কাম্য নয়। সাংগঠনিক স্তরে আমরা বিষয়টি দেখব।'

ইসলামপুর হাসপাতালের আউটডোরে রোগীর ভিড়। শনিবার।

জেলার খেলা

শৈলেন্দ্র ব্রিজ

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : শৈলেন্দ্র স্মৃতি ও পাঠাগারের ব্যবস্থাপনায় ওপেন অকশন ব্রিজ ২ নভেম্বর শক্তিগড়ের পারিজাত ভবনে শুরু হবে। সংগঠকদের পক্ষে মৃগাঙ্ক রায় জানিয়েছেন, চ্যাম্পিয়নরা ননীবালা রায় ট্রফি পাবে। রানার্সদের জন্য থাকছে নিত্যানন্দ রায় ট্রফি। সোমবার পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় নাম লেখানো যাবে।

রাজ্য ক্যারম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা ক্যারম সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ৬ থেকে ১০ নভেম্বর চম্পাসারির জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হবে ২৮তম রাজ্য ক্যারম চ্যাম্পিয়নশিপ। মেয়র পারিষদ ক্রীড়া দিলীপ বর্মন এই কথা ঘোষণা করে জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় ১৬টি বিভাগে ৮টি জেলা ও ৪টি অফিস ইউনিটের ১৫০ খেলোয়াড় নামছে।

১৬৪টি নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের বার্ষিক অ্যাথলেটিক্সের জন্য খেলোয়াড়দের নাম নথিভুক্তি শনিবার শুরু হয়েছে। অ্যাথলেটিক্স সচিব বিবেকানন্দ ঘোষ জানিয়েছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে এদিন ১৭টি ক্লাবে নাম জমা পড়েছে ১৬৪ জনের। রবিবার দুপুর ১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত নাম নথিভুক্তি চলবে। ৯ ও ১০ নভেম্বর রয়েছে দল বদল ও পুনর্নবিকরণ।

পড়ুয়া না থাকায় তিন বছর ধরে বন্ধ হস্টেল

চোপড়া, ২৬ অক্টোবর : চোপড়া ব্লকের সোনাপুরহাট মহাত্মা গান্ধি হাইস্কুলে তপশিলি ও আদিবাসী ছাত্রদের জন্য তৈরি হস্টেলটি তিন বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, পড়ুয়া না থাকায় এবং হস্টেল চালানোর জন্য নির্ধারিত ফান্ডের টাকা না পাওয়ার কারণেই হস্টেলটি বন্ধ করে দিতে হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধ্রুব তেওয়ারি জানিয়েছেন, হস্টেলে ২০-২৫ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা থাকলেও, এখন আর কেউই থাকার আগ্রহ দেখায় না।

প্রধান শিক্ষকের কথায়, 'হস্টেল না চলার পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, এখন আদিবাসী ও তপশিলি পড়ুয়াদের অনুদানের অর্থ তাদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে দেওয়া হচ্ছে। এই টাকা আগে স্কুলকে দেওয়া হত। আর সেই টাকা দিয়েই হস্টেল চালানো হত। টাকা না পাওয়ায় হস্টেল চালাতে সমস্যা হচ্ছিল।' হস্টেল বন্ধ হওয়ার পিছনে প্রধান শিক্ষকের যুক্তি, এখন বেশিরভাগ এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। তাই অনেক ক্ষেত্রেই হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করার প্রয়োজন পড়ে না। এছাড়া প্রায় প্রতিটি এলাকায় জুনিয়ার স্কুল, হাইস্কুল তৈরি হওয়াতে বেশি দূরের ছাত্ররা এখন আর পড়তে আসছে না। চোপড়া নর্থ সার্কেল স্কুল পরিদর্শক (প্রাথমিক) ফারুক মণ্ডল বললেন, 'হস্টেল বন্ধের বিষয়টি জানা ছিল না। খবর নিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছেন চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল।

সোনাপুরের স্কুলের হস্টেলের এমন অবস্থা হলেও, চোপড়া হাইস্কুলের তপশিলি ও আদিবাসী হস্টেলের ছবিটা কিন্তু আলাদা। এখানে হস্টেলে নিয়মিত পড়ুয়ারা থাকছে।

চোপড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত বসাক বলেন, 'ফান্ডের টাকা না পাওয়ায় কিছু সমস্যা রয়েছে। তবে যতটা সম্ভব ভালোভাবে হস্টেল চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।' অন্যদিকে, মাঝিয়ালি হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মমতাজুল ইসলাম জানালেন, তাঁদের স্কুলের হস্টেলে ২০ জন পড়ুয়া থাকছে। তেমন কোনও সমস্যা নেই। তবে পড়ুয়াদের থাকার সুবিধার জন্য আরও একটি ঘরের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

সোনাপুরহাট মহাত্মা গান্ধি হাইস্কুলে বন্ধ হস্টেল।

যৌনপল্লি, তথ্যচিত্র ও কালিম্পং যোগ

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : কলকাতায় কালীঘাট এলাকার যৌনপল্লি নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন দময়ন্তী ভদ্র। তথ্যচিত্র বানাতে গিয়ে কালিম্পংয়ের এক মহিলার যৌনকর্মী হয়ে ওঠার গল্প আবিষ্কার করেন তিনি। ছবির দৃশ্যায়নের সময় মাঝেমধ্যেই চোখে জল আসত দময়ন্তীর। শনিবার শিলিগুড়ির জার্নালিস্টস ক্লাবে বসে এমনই সব গল্প শোনালেন তিনি। তাঁর তৈরি ১৯ মিনিট ৩৭ সেকেন্ডের তথ্যচিত্র 'বিয়ন্ড দ্য অ্যালিস' দেখানো হয়েছে এদিন। যেখানে কালীঘাটের ওই যৌনপল্লির মহিলা এবং শিশুদের জীবন তুলে ধরা হয়েছে।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে গ্র্যাজুয়েশনের পর ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিদ্যায় গতবছর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরেই নিজের প্রথম তথ্যচিত্র তৈরিতে মন দেন দময়ন্তী। ছবিটি বানাতে গিয়ে যৌনকর্মীদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন তিনি। দময়ন্তী বললেন, 'ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স (গার্হস্থ্য হিংসা) নিয়ে কাজ করেছি। বিশেষ করে তরুণ-তরুণী এমনকি শিশুরা কীভাবে গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হচ্ছে, তা ছিল আমার কাজের মুখ্য বিষয়। এই কাজ করতে গিয়ে আমায় অনেক বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল।' এরপর কলকাতায় ফিরে যৌনপল্লি নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা হয় তাঁর। দময়ন্তীর কথায়, 'আমার মায়ের সঙ্গে যৌনপল্লিতে গিয়ে তথ্যচিত্রটা বানিয়েছি।' ছবির বিষয় হিসেবে কেন যৌনপল্লিকে বেছে নিলেন? দময়ন্তীর উত্তর, 'যৌনপল্লির কর্মী এবং শিশুদের নিয়ে অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা রয়েছে। তাঁরা যে আমাদের মতোই একজন, সেটাই আমি তথ্যচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছি।'

কেউ পেটের টানে, কেউ আবার নিজের অজান্তেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে যৌনপল্লিতে। তরুণ পরিচালককে সামনে পেয়ে নিজের মনের কথা খুলে বললেন সত্তর ছুঁইছুঁই কালিম্পংয়ের ওই যৌনকর্মী। কীভাবে তাঁকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল কলকাতার ওই অন্ধকার রাস্তায়, তা বিস্তারিতভাবে এদিন তুলে ধরেন তিনি। শিলিগুড়িতেই কেন প্রথমবার ছবিটা দেখালেন? দময়ন্তীর জবাব, 'আমার তথ্যচিত্রে কালিম্পংয়ের ওই মহিলার অনেকটা গল্প তুলে ধরা হয়েছে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম শিলিগুড়িতে দেখাব। এছাড়াও এখানে আমার দাদুর বাড়ি। তাই নিজের প্রথম কাজের সূচনা এখান থেকেই করলাম।'

জার্নালিস্টস ক্লাবে তথ্যচিত্র প্রদর্শনের আগে পরিচালক দময়ন্তী ভদ্র।

নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ

ফাঁসিদেওয়া, ২৬ অক্টোবর : সদ্য নির্মিত নালা দিয়ে ঠিকঠাক জল নিষ্কাশন হচ্ছে না। জল জমে থাকছে নর্দমায়। অভিযোগ, জমা জলে একদিকে যেমন মশা বংশবিস্তার করছে, তেমনই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ফাঁসিদেওয়ার বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরোনো হাটখোলার ঘটনা। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা অবিলম্বে নালা সাফাইয়ের দাবি তুলেছেন। অবশ্য সমস্যা মেটাতে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধান অণিমা রায়।

ফাঁসিদেওয়ার একাধিক এলাকায় সম্প্রতি পাকা নিকাশিনালা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। পুরোনো হাটখোলা, বন্দরগছে ইতিমধ্যে সেই কাজ শেষ হয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, নালা তৈরি করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নোংরা জল কোথায় গিয়ে পড়বে, তা এখনও ঠিক করা হয়নি। ফলে তা জমে থাকছে নর্দমাতেই। শুধু তাই নয়, পাকা নালার মধ্যে কেউ কেউ আবর্জনাও ফেলছেন বলে অভিযোগ। পলিথিন সহ বাড়ির বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীও তাতে ফেলা হচ্ছে। এর জেরে নালা দিয়ে জল বের হতে পারছে না। তুলনামূলকভাবে অগভীর হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতে নালার জল উপচে তা আশপাশের বাড়ি বা রাস্তায় জমে যায়। বাসিন্দারা সমস্যা সমাধানের জন্য বেশ কয়েকবার প্রশাসনের কাছে দরবার করেছেন। কিন্তু এতে কোনও কাজ হয়নি বলে দাবি। স্থানীয় বাসিন্দা শম্ভু মণ্ডল বলেন, 'জলনিকাশির জন্য নালা তৈরি করা হয়েছিল। এখন নোংরা জল স্থানীয় ভদ্রকালী মন্দিরের সামনে গিয়ে জমছে।' প্রধান অণিমা রায় অভিযোগ স্বীকার করে বলেছেন, 'গ্রামের মানুষ নালা তৈরির জন্য জায়গা ছাড়ছেন না। ফলে এই সমস্যা হচ্ছে। নালার জল যাওয়ার জন্য বাসিন্দাদের জায়গা ছাড়তে হবে।'

বৈঠক

চোপড়া, ২৬ অক্টোবর : আর কয়েকদিন পরেই কালীপুজো এবং ছটপুজো। সেই উপলক্ষ্যে শনিবার ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ব্লকের পুজো কমিটিগুলোর সঙ্গে বৈঠক হল। বিডিও অফিসের কনফারেন্স হলে বৈঠকে ছিলেন কালীপুজো ও ছটপুজো কমিটির প্রতিনিধিরা। ছিলেন চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল, আইসি সুরজ থাপা প্রমুখ।

বাড়িতে চুরি

চোপড়া, ২৬ অক্টোবর : চোপড়া থানার কালুগছ গ্রামে শুক্রবার রাতে একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটল। বাড়ির মালিক জাহিদুল হক জানান, শোয়ার ঘরের জানলা দিয়ে কে বা কারা ঘরের ভেতরে ঢুকে মোবাইল, গয়না, নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। শনিবার চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃত্যু তরুণের

জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় ভবানীপুরের জাস্টিস দ্বারকানাথ রোডে মৃত্যু হল এক তরুণের। তাঁর নাম সৌরভ গুপ্ত। ব্যবসার কাজে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন।

ঘর ওয়াপসি

গত বিধানসভা নির্বাচন ও পুরসভা নির্বাচনে দলের বিপক্ষে গিয়েছিলেন দক্ষিণ দমদম পুরসভার তিন তৃণমূল নেতা। শনিবার তাঁরা ফের দলে ফিরলেন।

পিছোল উদ্বোধন

কালীপুজোর আগে কালীঘাট স্কাইওয়াক চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। শেষমুহূর্তের কাজ এখনও শেষ হয়নি। আরও মাসখানেক সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন মেয়র।

বিশেষ অ্যাপ

এবার অনলাইনেই দেওয়া যাবে নৈহাটির বড়মার পুজো। তার জন্য বিশেষ অ্যাপ চালু করলেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। ভক্তদের সুবিধার্থে 'জয় বড়মা' অ্যাপ ইনস্টল করে পুজো দেওয়া যাবে।

এরিয়া কমিটি স্তরে বয়স বাঁধছে আলিমুদ্দিন

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : পরের বছর এপ্রিলে সিপিএমের পার্টি কংগ্রেসের আগে এরাজ্যে এরিয়া কমিটির স্তরে নেতৃত্বের বয়স বেঁধে দিল আলিমুদ্দিন। শুধু তাই নয়, কমিটির আকার অনুযায়ী কতজন সদস্য থাকবেন, তাঁদের বয়স কত হবে, কাদের গুরুত্ব দিতে হবে তা উল্লেখ করে সিপিএমের তরফে একটি নির্দেশিকা জেলায় জেলায় পাঠানো হয়েছে। এরিয়া কমিটিতে তরুণ প্রজন্মকে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টিও উঠে এসেছে। এরিয়া স্তরের সম্মেলনে কী কী নিয়মাবলি থাকছে, তা জানানো হয়েছে দু-পাতার ওই নির্দেশিকায়।

নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, কোনও এরিয়া কমিটি যদি ১৩ সদস্যের হয়, তাহলে অন্তত ৫ জনের বয়স ৫০-এর কম হতে হবে। তাঁদের মধ্যে একজন অনূর্ধ্ব ৩১, একজন অনূর্ধ্ব ৪০, তিন জন অনূর্ধ্ব ৫০ হতে হবে। দু'জন মহিলাকে কমিটিতে রাখতেই হবে। অর্থাৎ তরুণ প্রজন্মকে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এরিয়া স্তরের বিদায়ি কমিটি প্যানেল প্রকাশ করবে। পালটা সম্মেলন কক্ষ থেকে কোনও নাম এলে যদি ভোটাভুটি করতে হয়, তাহলে ব্যালটে প্রত্যেকের নামের পাশে বয়স জানিয়ে দিতে হবে। ভোট গণনাও বয়সবিধি মেনেই করতে হবে। আর ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে এরিয়া কমিটির আকার অনুযায়ী ভোট দিতে হবে। না হলে সেই ব্যালট বাতিল করা হবে। বয়সবিধি নিয়ে সিপিএমের রাজ্য কমিটির কড়া মনোভাবে দলের অন্দরেই দ্বিমত তৈরি হয়েছে। একাংশ মনে করছে, এর ফলে অনেক অভিজ্ঞ ও কার্যকরী নেতা বয়সের কারণে কমিটি থেকে বাদ পড়তে পারেন। আবার অনেকে অনভিজ্ঞ হয়েও কমিটিতে জায়গা পেতে পারেন। তবে পার্টি কংগ্রেসের আগে এই নিয়মবিধির ফলে পলিটব্যুরোতেও বয়সের সীমা নিয়ে নতুন নীতি চালু হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে।

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : এসএসসির গ্রুপ-'সি' ও গ্রুপ-'ডি' নিয়োগের মামলায় ধৃত প্রসন্ন রায়ের ১৬৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি। নিয়োগ দুর্নীতিতে মিডলম্যান হিসেবে কাজ করতেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ প্রসন্ন। তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর নামে সম্পত্তি রয়েছে। সেই সম্পত্তি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বাজেয়াপ্ত করেছে।

প্রসন্ন, তাঁর স্ত্রী ও ঘনিষ্ঠদের ২৫০টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিস পেয়েছেন তদন্তকারীরা। সেই অ্যাকাউন্টগুলি থেকে কোটি কোটি টাকা লেনদেন হত।

রহস্যময়ী কণ্ঠ

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : কৃষ্ণনগর কাণ্ডে তরুণীর রহস্যমৃত্যুতে তৃতীয় ব্যক্তির জড়িত থাকার বিষয়টি নিয়ে তদন্তকারীদের সন্দেহ তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে একজন পুরুষ ও এক মহিলার কথোপকথনের অডিও প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে উভয়েই ওই তরুণীর আত্মহত্যা নিয়ে কথা বলছিলেন এবং রসিকতা করছিলেন। ওই মহিলা-কণ্ঠ কার, তা জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনা সম্পর্কে তিনি কীভাবে অবগত হলেন বা অভিযুক্তের সঙ্গে কী সম্পর্ক ছিল, সেটিও ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে।

দেওয়ালির কেনাকাটা। শনিবার কলকাতার ক্যানিং স্ট্রিট মার্কেটে। ছবি : আবির চৌধুরী

সাইবার ক্রাইমে পালটা নালিশ মীনাক্ষীর

ফিরহাদের ছবি বিকৃত করে পোস্ট

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের নাম করে সমাজমাধ্যমে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে নিয়ে পোস্ট ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। সেই পোস্ট রিপোস্ট করে পালটা মীনাক্ষীকে আক্রমণ করেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। এই ঘটনায় মীনাক্ষীর বিরুদ্ধে চেতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পালটা মীনাক্ষীর দাবি, ওই অ্যাকাউন্ট তাঁর নয়। ভুয়ো প্রোফাইল তৈরি করে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। মীনাক্ষীর তরফেও পালটা লালবাজার সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ঘূর্ণিঝড় ডানার মোকাবিলায় রাত জেগে নবান্নে তদারকিতে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলকাতা পুরসভায় ফিরহাদ হাকিম। এই বিষয়টিকে কটাক্ষ করে এক্স হ্যান্ডেলে মীনাক্ষীর নামে তৈরি একটি অ্যাকাউন্ট থেকে মিম পোস্ট করা হয়। সেই পোস্টে ফিরহাদের একটি বিকৃত ছবি এবং ক্যাপশনে লেখা, '৯০ মিলি ঝড় হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারলাম না'। বিষয়টি চাউর হতেই কুণাল ঘোষ এই পোস্ট রিপোস্ট করে লেখেন, 'ছিঃ মীনাক্ষী। তৃণমূল নেতা ফিরহাদ

বিতর্কিত সেই পোস্ট।

হাকিম আপনার রাজনৈতিক শত্রু হতে পারেন, কিন্তু তাঁর ছবি বিকৃত করতে গিয়ে দাড়ি, বোতল, মুসলিম সমাজ, মসজিদের ছবি এনে অসম্মান, কুরুচির এই প্রতিফলন ধিক্কারযোগ্য। অবিলম্বে এই পোস্ট ডিলিট করে ক্ষমা চাওয়া উচিত। সিপিএম তো, এরকম মানসিকতা স্বাভাবিক।' এরপরই চেতলা থানায় প্রতীপ্ত মুখোপাধ্যায় নামে এক তরুণ অভিযোগ দায়ের করেন।

> এটা যদি উনি না করে থাকেন, ওঁর অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে বলে ডায়ারি করা উচিত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য এই পোস্ট করা হয়েছে।
>
> **ফিরহাদ হাকিম**

ফিরহাদ হাকিম এই প্রসঙ্গে বলেন, 'এটা যদি উনি না করে থাকেন, ওঁর অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে বলে ডায়ারি করা উচিত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য এই পোস্ট করা হয়েছে।' তারপরই মীনাক্ষীর তরফে লালবাজারে ই-মেল মারফত চিঠি পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

রাজ্যের সিদ্ধান্তে গ্রামীণ হাসপাতালেও কোয়ার্টার

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৪ ঘণ্টা ডাক্তার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : আরজি কর নিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন কিছুটা কমতেই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিল রাজ্য সরকার। জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলিতে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ২৪ ঘণ্টার ডাক্তার রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২ জন করে ডাক্তার নিয়োগ করা হবে। যাতে দিনে ও রাতে তাঁরা পালা করে পরিষেবা দিতে পারেন। ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের থাকার জন্য কোয়ার্টার্র, বিশ্রাম কক্ষ, শৌচালয়, অপারেশন থিয়েটার তৈরির সিদ্ধান্তও নিয়েছে রাজ্য। শনিবারই এই নিয়ে জেলা শাসক ও জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও আনুমানিক খরচের হিসেব চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। পাশাপাশি সেন্ট্রাল রেফারেল ইউনিটের পরিকাঠামো তৈরির জন্যও জেলা শাসক ও মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের প্রস্তাব পাঠাতে বলা হয়েছে। নবান্নের কর্তারা মনে করছেন, প্রাথমিক ও ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দুর্বল হওয়ার কারণেই জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজগুলির ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছে। তাই প্রাথমিক ও ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই রাজ্যের ২৮টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার ১১৮ কোটি টাকা খরচ করছে। গত সোমবার নবান্নে জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, নিরাপত্তা পরিকাঠামো তৈরির কাজ শেষের দিকে। কয়েকদিনের মধ্যেই বাকি কাজ হয়ে যাবে। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক ওয়াশরুম, রেস্টরুম, অতিরিক্ত আলো ও সিসিটিভি বসানোর প্রক্রিয়া চলছে। তবে শুধু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নয়, জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলিতেও শয্যা বাড়াতে চলেছে রাজ্য। জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলিতে সর্বোচ্চ কতগুলি শয্যা বাড়ানো যায়, তা নিয়ে জেলা শাসক ও মুখ্যসচিবদের কাছ থেকে প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে।

কমিউনিটি হেল্থ সেন্টার, ব্লক ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা পরিষেবা চালু রাখা এখন রাজ্য সরকারের মূল উদ্দেশ্য। হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য নির্দিষ্ট প্রস্তাব দিতে বলা হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসা প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য উপযুক্ত র‍্যাম্প ও অন্যান্য সুবিধা কী কী দেওয়া যায়, তা নিয়েও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে মা ও শিশুদের চিকিৎসা পরিকাঠামো বিশেষত সদ্যোজাত শিশুদের জন্য নিওনেটাল ইনটেনসিভ ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট বা নিকু তৈরির প্রস্তাবও চাওয়া হয়েছে।

এজন্য নির্দিষ্ট ফর্ম্যাট তৈরি করে জেলাগুলিতে পাঠানো হয়েছে। ওই ফর্ম্যাট অনুযায়ী কমিউনিটি হেল্থ সেন্টার থেকে জেলা হাসপাতালের বিস্তারিত পরিকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য চাওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ষোড়শ অর্থ কমিশনের স্বাস্থ্যখাতের আর্থিক অনুদান পেতে জেলা শাসকের কাছ থেকে এই প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরেই এই প্রকল্পের কাজ শুরু করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে জেলাগুলি থেকে এই রিপোর্ট নবান্নে পাঠাতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যসচিব।

অভিযোগ

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : আরজি কর ঘটনার পর 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানটি রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষাপট বদলে দেয়। শনিবার অরাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিচার চাইলেন আরেক মহিলা। কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীকে। জানালেন, তিনি নৌশাদের স্ত্রী, শরিয়ত মতে তাঁদের বিয়ে হয়েছে। অথচ তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দিচ্ছেন না বিধায়ক। এদিন নৌশাদেরই বিধানসভা এলাকায় দাঁড়িয়ে এই অভিযোগ করলেন মৃন্ময়ী বিলকিস।

নিষেধাজ্ঞা

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : ফের এক বছরের জন্য রাজ্যে গুটখা ও তামাকজাত পানমশলা বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল রাজ্য সরকার। গত বছরও এই নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০১১ সালের 'খাদ্য সুরক্ষা ও গুণমানবিধি'র বিক্রয় সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ এবং নিষেধাজ্ঞার বিভিন্ন ধারা মেনেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

শা'র সাক্ষাৎ নিয়ে সতর্ক পদ্ম নেতৃত্ব

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা'র সঙ্গে সাক্ষাতের প্রশ্নে দূরত্ব বজায় রাখতে চাইছে বিজেপি। সূত্রের মতে, তৃণমূলের ফাঁদে পা দিতে চাইছে না বিজেপি। তাদের অবস্থা এখন শাঁখের করাতের মতো। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে অমিত শা নির্যাতিতার বাবা-মা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে ন্যায় বিচারের দায় বর্তাবে তাঁর ওপর। আবার দেখা না করলে তাকে ইস্যু করে যে রাজনৈতিকভাবে ফায়দা তোলার চেষ্টা করবে তৃণমূল, সেটাও স্পষ্ট। তাই সাক্ষাৎ ইস্যুতে সতর্কভাবে পদক্ষেপ করতে চাইছেন অমিত।

শনিবার ২ দিনের সফরে রাজ্যে এসে নির্যাতিতার বাবা-মা'র সঙ্গে অমিত শা'র সাক্ষাৎ করার ব্যাপারে ধোঁয়াশা কাটেনি। তবে সম্ভাবনা খারিজ না করলেও একান্তই তেমন কিছু ঘটলে তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিষয় বলে সাক্ষাৎ ইস্যু থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চাইছে বিজেপি। সম্প্রতি রাজ্য সফরের মুখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়ে আরজি কর-এর নির্যাতিতার বাবা চিঠি দিয়েছিলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য সেই সফর বাতিল হলেও শনিবার রাতে ফের ২ দিনের সফরে রাজ্যে আসছেন অমিত শা। স্বাভাবিকভাবেই শা'র চলতি সফরে আরজি কর-এর নির্যাতিতার বাবা-মার সঙ্গে শা'র সাক্ষাৎ নিয়ে চর্চা চলেছে রাজনৈতিক মহলে। কিন্তু কৌশলগত কারণে বিষয়টির থেকে প্রকাশ্যে দূরত্ব বজায় রাখছে বিজেপি। এদিনই সাক্ষাৎ ইস্যু উসকে দিয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, মুখ্যমন্ত্রী নির্যাতিতার বাবা-মা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ওরা যখন দেখা করতে চাইছেন, তখন শা'রও উচিত দেখা করা। তৃণমূলের এই পরামর্শ আসলে দলকে ফাঁদে ফেলার কৌশল বলেই মনেই করছে বিজেপি। এদিন কুণালের মন্তব্য প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ ও রাজ্যের প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'তৃণমূলের কোনও কৌশলই আর কাজে লাগছে না। চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কার্য সফল হয় না। শা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলে পরদিনই এই কুণাল ঘোষ আবার হ্যান্ডেল ধরে নিয়ে বলবেন, এই ঘটনার জন্য বিজেপিই দায়ী। কারণ বিজেপিই শা'কে দিয়ে রাজ্যের আইনি ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করাচ্ছে।' তবে এরপরেও শমীক বলেন, 'বিষয়টি একান্তই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তাঁর দপ্তরের বিষয়।'

ঘনিষ্ঠ মহলে বিরোধী দলনেতাও নাকি সাক্ষাতের বিষয়ে খুব একটা সদর্থক বার্তা দিতে চাননি। পর্যবেক্ষকদের মতে, শমীকের এই মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রাজ্যে পৌঁছোনোর কথা শা'র। নির্যাতিতার বাবাও তাঁর লেখা চিঠির কোনও জবাব পাননি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে। এই আবহে নির্যাতিতার বাবা-মা'র সঙ্গে অমিত শা'র সাক্ষাতের প্রশ্নে বিজেপির এই ধরি মাছ, না ছুঁই পানি গোছের মন্তব্য জল্পনা জিইয়ে রাখল বলেই মনে করা হচ্ছে।

থানার পুনর্বিন্যাসে নজর

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : আইনশৃঙ্খলা অবস্থার কথা মাথায় রেখে রাজ্যের থানাগুলির পুনর্বিন্যাসে জোর দিল রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর। একইসঙ্গে থানায় পুলিশের ঘাটতি মেটাতে সশস্ত্র বাহিনী থেকে পুলিশকর্মীদের থানায় পোস্টিং দেওয়া হচ্ছে। সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ওঠায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে তাঁদের ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু থানা ও ট্রাফিক পুলিশে সিভিক ভলান্টিয়াররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। এবার থানাগুলি থেকে তাঁদের সরিয়ে ওখানে সশস্ত্র বাহিনী থেকে আনা কর্মীদের মোতায়েন করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে কলকাতা পুলিশে এই পোস্টিং দেওয়া হলেও ধীরে ধীরে রাজ্য পুলিশেও এই নিয়ম কার্যকর করা হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর ইতিমধ্যেই রাজ্যের মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলির নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে সিভিক ভলান্টিয়ারদের সরিয়ে আনা হয়েছে।

তবে থানার পুনর্বিন্যাস নিয়ে পুলিশমহলেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শুক্রবারই প্রশাসনিক বৈঠকে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'বেলুড় মঠ হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে আছে। আবার দক্ষিণেশ্বর, আদ্যাপীঠ ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে আছে। এই তিন তীর্থস্থানকেই হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে আনতে হবে। এখানে লক্ষ লক্ষ লোক

সশস্ত্র বাহিনী থেকে বদলি

আসেন।' কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পুলিশমহলের অনেকেই। কারণ, বেলুড় মঠ গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে। বেলুড় মঠের জন্য আলাদা পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে। বেলুড় মঠ হাওড়া লোকসভার অধীনে। আবার দক্ষিণেশ্বর ও আদ্যাপীঠ গঙ্গার পূর্ব প্রান্তে। আগে সেটি বেলঘরিয়া থানার অধীনে থাকলেও দু'বছর আগে বেলঘরিয়া থানা ভেঙে কামারহাটি, দক্ষিণেশ্বর ও বেলঘরিয়া তিনটি থানা করা হয়েছে। দক্ষিণেশ্বর ও আদ্যাপীঠ মন্দির দক্ষিণেশ্বর থানা এলাকায় রয়েছে। ফলে সেটি ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে। বেলুড় মঠ থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার জন্য রয়েছে বালি ব্রিজ। ওই ব্রিজের পূর্ব প্রান্তের তিনটি পিলার দক্ষিণেশ্বর ও বরানগর থানার অধীন ও পশ্চিম প্রান্তের তিনটি পিলার হাওড়ার বালি থানার অধীন। ফলে দক্ষিণেশ্বর ও আদ্যাপীঠকে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটে আনা হলে ভৌগোলিক দিক থেকে তাতে সমস্যা হবে। ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশ এই নিয়ে একটি সমীক্ষা শুরু করেছে। ওই সমীক্ষার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তবে থানায় সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনী থেকে ১২৯৩ জনকে কলকাতা পুলিশের ১০টি ডিভিশন ও ট্রাফিক বিভাগে মোতায়েন করা হয়েছে। প্রতিটি থানায় কনস্টেবলের সংখ্যা কম থাকায় আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হচ্ছিল। তাছাড়া সিভিক ভলান্টিয়ারদের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়ে পুলিশকর্মীদের আরও বেশি করে কাজে লাগানো হচ্ছে। ওই ১২৯৩ জন কনস্টেবলের মধ্যে ৬০ জনকে ট্রাফিক বিভাগে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরেই লালবাজারে বিভিন্ন ইউনিট কর্মীর অভাবে ভুগছে। তা মেটাতে গত বছর প্রায় ২১০০ কনস্টেবল পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রায় ৭৫০ মহিলা কনস্টেবল ছিলেন। শুক্রবারই তাঁদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। সদ্য প্রশিক্ষিত ওই কনস্টেবলদের বেশিরভাগকে কলকাতা পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীতে পাঠানো হয়েছে। মহিলা কনস্টেবলদের থানায় নিযুক্ত করা হয়েছে। মহিলা কনস্টেবলদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য প্রতিটি থানায় মহিলা ব্যারাকও তৈরি করা হচ্ছে।

এখনও জল জমে রাজপথে। শনিবার কলকাতায়। -পিটিআই

সেজে উঠছে আলিপুর চিড়িয়াখানা

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : এবছর বড়দিন উপলক্ষ্যে আগে থেকেই বিশেষ প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। দর্শকদের সুবিধার্থে নানা ব্যবস্থা সহ মনোরঞ্জনের জন্য নতুন প্রজাতির জীবজন্তু আনা হয়েছে।

এবছর কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখ থেকে পরের বছর জানুয়ারি মাসের ৩১ তারিখ পর্যন্ত চিড়িয়াখানা প্রতিদিন খোলা থাকবে। এই সময় ভিড় যথেষ্ট বাড়ে। তাই চিড়িয়াখানার কর্মীদের ছুটি ওইসময় বাতিল করা হবে। অনলাইনে টিকিটের ব্যবস্থা থাকবে। চিড়িয়াখানার অধিকর্তা শুভঙ্কর সেনগুপ্ত বলেন, 'প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ৩০টি টিকিট কাউন্টার খোলা থাকবে। যাত্রীসাথী অ্যাপের মাধ্যমেও টিকিট কাটা যাবে। যাঁরা অনলাইনে টিকিট কাটবেন, তাঁদের জন্য আলাদা গেটের ব্যবস্থা করা হবে।'

'ডানা'র হানা, ধান কেনা নিয়ে সংশয়

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র হানায় এবারও সরকারের ধান কেনা মার খাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঝড় ও টানা বৃষ্টিতে পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কৃষকরা মাঠ থেকে ধান তুলে নিয়ে যেতে পারেননি। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জেলায় কৃষকদের পক্ষে সরকারি শিবিরগুলিতে ধান বিক্রি করতে আসা কতটা সম্ভব হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছে। ১ নভেম্বর থেকে কৃষকদের কাছ থেকে সরকারের ধান কেনা শুরু হচ্ছে।

শনিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, 'এখনও বিস্তারিত রিপোর্ট আমরা পাইনি। তবু যা খবর পাচ্ছি তাতে এবার সদ্য ঝড়বৃষ্টির কারণে জেলাওয়াড়ি ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রায় হয়তো পৌঁছোনো সম্ভব হবে না। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ বেশ কয়েকটি জেলায় ধানের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শুক্রবার থেকে ধান কেনা শুরু করছি আমরা। ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলি থেকে কৃষকদের পক্ষে এই অবস্থায় কি ধান বিক্রি করতে সরকারি শিবিরগুলিতে আসা সম্ভব হবে তা নিয়ে একটা আশঙ্কা তো থেকেই যায়। সোমবার এই নিয়ে পর্যালোচনা করব আমরা। দপ্তরের অফিসাররাও জেলাওয়াড়ি রিপোর্ট দেবেন।'

মন্ত্রী আরও বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা সম্ভব না হলে অন্য জেলা থেকে বেশি ধান কিনে সেই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা হবে। আশা করছি, এতে ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হবে। সবটাই সর্বশেষ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে।' উত্তরবঙ্গের জেলায় ঝড়বৃষ্টির তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি। সেইসব জেলায় ধান কেনার ব্যাপারে বিশেষ জোর দেওয়া হবে। সেই বিষয়েও সোমবারের বৈঠকে আলোচনা হবে।'

পড়াশোনায় অসুবিধা বন্দি মাও নেতার

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ২৬ অক্টোবর : আলোর অভাবে বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে পিএইচডির পড়াশোনা করতে অসুবিধা হচ্ছে বন্দি মাওবাদী নেতা অর্ণব দামের। শনিবার বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার ঘুরে দেখে এই অভিযোগ করলেন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জয়শ্রী পাল। সেইসঙ্গে তিনি সংশোধনাগারের পরিকাঠামো, খাবারদাবারের মান এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়েও অভিযোগ তুলেছেন। এই সংশোধনাগারের বন্দিদের চর্মরোগ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। এদিন ওই সংগঠনের তিন সদস্যের একটি দল বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের সার্বিক অবস্থা দেখতে আসে।

এদিন জয়শ্রী বলেন, 'আমরা রাজ্যের বিভিন্ন সংশোধনাগার ঘুরে পরিকাঠামো, খাবারের মান, চিকিৎসা ব্যবস্থা এসব দেখছি। বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে জায়গার তুলনায় বন্দির সংখ্যা বেশি। সেই কারণে গায়ে গায়ে বন্দিদের থাকতে হচ্ছে। এতে তাদের চর্মরোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

অর্ণব দাম।

খাবারের মান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে জয়শ্রী বলেন, 'বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ডিমের বদলে প্রতিদিন ডাল দেওয়া হচ্ছে। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার কম দেওয়া হচ্ছে। সংশোধনাগারে চিকিৎসকের অভাব রয়েছে। তাছাড়া রাতের দিকে কোনও বন্দি অসুস্থ হয়ে পড়লে তখন কী হবে, সেই বিষয়ে জেল সুপারকে জিজ্ঞেস করা হলে জানান, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও রাস্তা নেই।'

জয়শ্রী আরও জানান, মেদিনীপুর, হাওড়ার জেলা সংশোধনাগারেও একই অবস্থা। পড়াশোনার জন্য বর্ধমান সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ মোটামুটি সাহায্য করলেও এখানে আলোর ব্যবস্থা ভালো নয়। ফলে অর্ণবের পড়াশোনায় সমস্যা হচ্ছে। তবে যখন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পড়াশোনার জন্য যেতে হবে তখন কী হবে তা বোঝা যাচ্ছে না।

গত জুলাই মাস থেকে এই সংশোধনাগারেই রয়েছেন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত মাওবাদী নেতা অর্ণব। বর্তমানে তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিভাগে গবেষণা (পিএইচডি) করছেন।

প্রশ্ন অনেক, উত্তরও কিন্তু অনেক সোজা

জয়ন্ত ঘোষাল

নির্বাচন মানেই অগ্নিপরীক্ষা। পৃথিবীর যে কোনও দেশেই, যে প্রান্তেই নির্বাচন হোক না কেন সেটি গুরুত্বপূর্ণ। হতে পারে লোকসভা নির্বাচন। হতে পারে বিধানসভা নির্বাচন। আবার হতে পারে সেটি উপনির্বাচন। অর্থাৎ গোটা দেশে, গোটা রাজ্যে ভোট হচ্ছে না। কোনও একটি কেন্দ্রে হয়তো কোনও জয়ী সাংসদ অথবা বিধায়কের মৃত্যুর ফলে, অথবা তার বিধানসভা থেকে লোকসভায় চলে যাওয়া - ইস্তফা দেওয়া। নানা কারণে হয় উপনির্বাচন। তবু সেই উপনির্বাচনও রাজনীতির সিলেবাসে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। কারণ নির্বাচন মানেই গণতন্ত্রের পরীক্ষা। গণদেবতার বিচারের রায় হল ভোট।

পশ্চিমবঙ্গের ছ'টি বিধানসভায় উপনির্বাচন। সিতাই, মাদারিহাট, হাড়োয়া, নৈহাটি, মেদিনীপুর আর তালডাংরা এই কেন্দ্রগুলোতে ভোট! সিতাই তপশিলি জাতি আর মাদারিহাট তপশিলি উপজাতির আসন। বিগত নির্বাচনগুলিতে এই আসনগুলোতেই তৃণমূল জিতেছিল। শুধুমাত্র মাদারিহাটে বিজেপি পরাস্ত করেছিল তৃণমূল এবং আরএসপির প্রার্থীকে। এবার স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে তৃণমূল কি তাদের এই শক্তি বজায় রাখতে পারবে?

এই প্রশ্ন উঠছে কারণ সম্প্রতি আরজি কর হাসপাতালের ভয়াবহ ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ড গোটা রাজ্য ও দেশের নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজ, আপামর জনসাধারণকে বিচলিত করেছে। নাড়িয়ে দিয়েছে বাঙালি মধ্যবিত্তের বিবেক। জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন, অনশন এক চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছায়। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে এবং নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে জুনিয়ার ডাক্তাররা অনশন প্রত্যাহার করেছেন। কিন্তু ধর্ষণ এবং হত্যার বিচার মানুষ চাইছেন এব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে ভোট হতে চলেছে। সার্বিকভাবে তেরো বছর তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকাল অতিবাহিত। অ্যান্টিইনকাম্বেন্সি ল' অফ নেচার। কাজেই প্রশ্ন উঠেছে সার্বিক শাসক বিরোধী অসন্তোষ যা আরজি কর হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা নাগরিক সমাজের দ্রোহ, বিক্ষোভ, আন্দোলন! তার প্রভাব এই ছ'টি বিধানসভা উপনির্বাচনে এসে পড়বে কি না!

বিরোধী শিবির বিজেপি এবং বাম দল সক্রিয়। কংগ্রেসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সদ্য বদল হয়েছে। কংগ্রেস সিপিএমের মধ্যে জোট এই ছ'টি বিধানসভা উপনির্বাচনে দেখা যায়নি। মাদারিহাট আসনটিতে এখনও বিজেপির দাপট আছে। এই আসনটি ছিল বামপন্থী আরএসপি'র হাতে। কিন্তু বাম দলের অবক্ষয়ের ফলে আরএসপিরও আলিপুরদুয়ারে লোকসান কম হয়নি। আর তাই সামগ্রিকভাবে সিতাই এবং মাদারিহাটে দুটি জায়গাতে আরএসপি দুর্বল হয়ে গিয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লকও দুর্বল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মূল লড়াইটা ক্রমশ হয়ে গিয়েছে বিজেপি বনাম তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গে প্রভাব বিস্তার করতে আগ্রহী। যদিও এখনও সেকাজে তৃণমূল কংগ্রেস সফল হয়নি। বরং উত্তরবঙ্গের যে বিচ্ছিন্নতাবোধ, যে পৃথক হবার অবচেতন বাসনা তাকে উসকে দিয়ে বিজেপি এই এলাকায় তার প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকটা বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে।

এই উত্তরবঙ্গের বিচ্ছিন্নতার তাস কিন্তু সবসময়ই শাঁখের করাত। উত্তরবঙ্গে ফায়দা পাওয়ার চেষ্টা করলে বিজেপির দক্ষিণবঙ্গে লোকসান হতে পারে। এই কারণেই জন বারলাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাকে টিকিট না দিয়ে মাদারিহাটের বিজিত বিধায়ক মনোজ টিগ্গাকে দেওয়া হয় লোকসভার আসনটি। মনোজ টিগ্গা সাংসদ হয়েছেন। সেই জায়গায় এবার এসেছেন রাহুল লোহার। এই মাদারিহাট আসনটিতে লোহার সম্প্রদায়ের প্রভাব আছে! আরএসপির প্রার্থী সুভাষ লোহার ছিলেন। মনোজ টিগ্গা পেয়েছিলেন নব্বই হাজার সাতশো আঠারো ভোট। যেখানে শতকরার পরিমাণে সেটি প্রায় চুয়ান্ন ভাগ। স্বভাবতই তৃণমূল কংগ্রেসকে এখন মাদারিহাট আসনটি করায়ত্ত করতে গেলে অনেকটাই শতকরা ভোট বাড়াতে হবে।

সে কাজটি কিন্তু এত সহজ নয়।

আসলে আরজি কর হত্যাকাণ্ড কতটা প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রাজনৈতিক মহলে আছে। প্রথম কারণ, আরজি কর কাণ্ডের প্রভাব কলকাতা শহরের মধ্যে যেভাবে পড়েছে সেভাবে মফসসল, গ্রামাঞ্চল বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে তেমনটা পড়েনি, এমনটা আশা করছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। দ্বিতীয়ত পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত বা ধর্মভিত্তিক সংঘর্ষ এবং ভেদাভেদ কম হলেও রাজনৈতিক মেরুকরণ তীব্র। এরাজ্যে বসবাসকারী বাঙালি হয় শাসকদল তৃণমূলের পক্ষে অথবা বিপক্ষে। আড়াআড়িভাবে ভোটাররা তাই ভাগ হয়ে যায়। তার ফলে যতই কাণ্ড ঘটুক না কেন শাসকদল বিরোধী ভোটব্যাংক যেমন থাকে তেমন থাকে শাসকদলের পক্ষে মমতার পক্ষে একটা ভোটব্যাংক। তৃণমূল কংগ্রেসের এই ভোটব্যাংকের অবক্ষয় বিগত ২০২১ সালের নির্বাচনে সেভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। তার ফলে বিজেপি যে আশা করেছিল সে আশার ফল পায়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোটব্যাংক সুসংহত।

তাঁর জনপ্রিয়তা তাঁর সমর্থকদের মধ্যে তীব্র। ঠিক যেভাবে বিজেপির তথা সংঘ পরিবারের সমর্থকদের মধ্যে এখনও নরেন্দ্র মোদি সবচেয়ে জনপ্রিয়তম ব্যক্তিত্ব। ঠিক সেইভাবে তৃণমূলের যে ভোটব্যাংক সেখানে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন এক এবং অদ্বিতীয়। সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব ভোটব্যাংক আছে। এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সংগঠন জেলায় জেলায় রয়েছে সেটা বিরোধীদের নেই! সিপিএমের ক্ষেত্রে সংগঠন অনেক রেজিমেন্টেড ছিল। সেখানে লোকাল কমিটি, জোনাল কমিটি ছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষেত্রে সেটা হয়তো পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠা পার্টি অফিস, বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন, কিন্তু এগুলির সবমিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক ভোটব্যাংক আছে। তারমধ্যে আছে সরকারি সাহায্য ,বিভিন্ন ভাতা, বিভিন্ন স্কিম, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ইত্যাদি। যেখানে এখনও কিন্তু মানুষ মস্ত বড় বেনেফিশিয়ারি। এই প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে। আবার রাজনীতিতে থাকার ফলে একটা ভোটব্যাংকও তৈরি হয় এই বেনেফিশিয়ারিকে নিয়ে।

সব মিলিয়ে এবারের বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি কি পেরেছে এই তৃণমূল হেজিমনিকে ভেঙে দিতে? বিজেপি কি পেরেছে এই আড়াআড়ি মেরুকরণের ভোটব্যাংকের যে ব্যাকরণ সেটাকে ভেস্তে দিতে? সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন বিজেপির একটা জেলাওয়াড়ি নিজস্ব সংগঠন তৈরি হবে। যে সংগঠন মোদি এবং অমিত শা, মোহন ভাগবতের বার্তা জেলায় জেলায়, ব্লকে ব্লকে পৌঁছে দিতে পারবে। শুধু প্রেস কনফারেন্স বা বিবৃতি দিয়ে মমতা বিরোধিতা করে কিন্তু সে কাজটা হতে পারে না। এই সহজ সরল সত্যটা মোহন ভাগবত বুঝতেও পারছেন। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বুঝতে পারছে। তাঁরা রাজ্য নেতাদের বারবার বোঝাচ্ছেন। কিন্তু রাজ্য স্তরে মমতাকে কাউন্টার করার মতো একজন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু তৈরি হয়নি।

বিজেপিতে সুকান্ত মজুমদার উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি। তিনি শিক্ষিত। বয়সে নবীন। এখন মন্ত্রীও। কিন্তু গোটা রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একম এবং অদ্বিতীয়ম মুখ হয়ে উঠতে পেরেছেন কি? শুভেন্দু অধিকারী প্রধান বিরোধী নেতা। তিনি সক্রিয়। তৃণমূলের ব্যাকরণ বোঝেন। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চান। আবার রয়েছেন দিলীপ ঘোষ। তিনি আরএসএসের ঘনিষ্ঠ। তাঁর নেতৃত্বেই একদা বিজেপির সাংসদ সদস্য সংখ্যা একলাফে বেড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এতগুলো নেতার মধ্যে একটি নেতা যিনি মমতার বিকল্প হয়ে উঠবেন এমনটা কিন্তু এবারের উপনির্বাচন হওয়ার সময়ও দেখা যাচ্ছে না। তারপরে সেইদিক থেকে দেখতে গেলে এই ছয়টি আসনে তৃণমূলের দাপট থাকাটাই স্বাভাবিক।

যদিও ভোটবাক্সে শেষপর্যন্ত কী হবে তার শেষকথা কেউ বলতে পারে না। বারবার এগজিট পোল ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। তথাকথিত পোলস্টারদের ক্যামেরার সামনে কান্নাকাটি করে ক্ষমা চাইতে হচ্ছে। তারা যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তা ভুল হয়েছে বলে। হরিয়ানায় সম্প্রতি কংগ্রেস যেভাবে পর্যুদস্ত হল, সাংবাদিকদেরও সেখান থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। আর তাই ভবিষ্যদ্বাণী করার কোনও অধিকার সাংবাদিকের নেই।

না আমি কোনও পোলস্টার বা জ্যোতিষী নই! শুধু রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বলে দেয় যে এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের বিকল্প হতে বিজেপি এরাজ্যে সক্ষম হয়নি।

(লেখক সাংবাদিক)

উপনির্বাচনের অ্যালজেব্রা

বাংলায় উপনির্বাচন আর ক'দিন পরেই। আবার যা ঘিরে নানা রাজনৈতিক অঙ্ক শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্যজুড়ে। কলকাতার নাগরিক আন্দোলনের প্রভাব কতটা পড়তে পারে এই নির্বাচনে? উত্তর খুঁজলেন দুই সাংবাদিক।

জয় নিয়ে তৃণমূলের মাথাব্যথা নেই

শুভাশিস মৈত্র

পশ্চিমবঙ্গে ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের পর রাজ্যে যতগুলো উপনির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে ২০২৩-এর মার্চে সাগরদিঘি বিধানসভার উপনির্বাচন বাদে সবক'টিতেই, বিরোধীদের নানা অভিযোগ সত্ত্বেও, চোখধাঁধানো ব্যবধানে জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী ১৩ নভেম্বর রাজ্যের ছ'টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের ভোট। তৃণমূল কংগ্রেস কি তার জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারবে নাকি নাগরিক সমাজের অভয়া আন্দোলনের সামান্য হলেও প্রভাব পড়বে এই উপনির্বাচনে? সেটাই এই ভোটে একমাত্র প্রশ্ন।

ভোট নেওয়া হবে কোচবিহারের সিতাই, আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট, উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটি এবং হাড়োয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়ার তালড্যাংরা বিধানসভা আসনে। এর ভেতর ২০২১-এর নির্বাচন অনুযায়ী শুধু মাদারিহাট ছিল বিজেপির দখলে, বাকি সবগুলিতেই জয়ী হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ওই ছয় কেন্দ্রের জয়ী বিধায়করা ২০২৪-এ লোকসভায় ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার ফলেই এই অকাল নির্বাচন।

ছোট-বড় সব নির্বাচনেই দেখা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে লড়াই করে। তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপনির্বাচনে প্রচারে যাবেন না। এর থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যায়, এই ভোটে জয় নিয়ে শাসকদলের খুব একটা মাথাব্যথা নেই। কোনও সন্দেহ নেই বিজেপি মাদারিহাট ধরে রাখার চেষ্টা করবে। সেখানে জয়-পরাজয় খুব বড় ব্যবধানে হবে বলে মনে হয় না। একইসঙ্গে মেদিনীপুর এবং নৈহাটিতেও লড়াই একতরফা হওয়ার সম্ভাবনা কম। মেদিনীপুর আসনে এই জন্যেও নজর রাখা উচিত কারণ আরজি করে নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে মেদিনীপুরের নাগরিক সমাজকে যথেষ্ট সক্রিয়ভাবেই রাস্তায় নামতে দেখা গিয়েছিল।

এটা ঠিক, জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যা পশ্চিমবঙ্গে অতীতে কখনও ঘটেনি। যেমন প্রায় আড়াই মাস সময়ের জন্য নাগরিক সমাজ রাজ্যের বিরোধী দলের জায়গাটা দখল করে নিয়েছিল। প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী দলকে দেখা গেল আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসতে, কিন্তু তারা সেখানে তাদের দলের স্লোগান দিতেও সাহস পায়নি বা দেওয়া সমীচীন বোধ করেনি। এমন ঘটনা অতীতে কখনও ঘটেনি। গত দশ বছরে বড় যে তিনটি আন্দোলন সারা দেশে হয়েছে তার মধ্যে পড়ে নাগরিকত্ব বিষয়ে শাহিনবাগের আন্দোলন, কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা কৃষক আন্দোলন এবং দিল্লিতে মহিলা কুস্তিগিরদের মর্যাদা রক্ষার দাবিতে আন্দোলন। এই সবক'টি আন্দোলনেই প্রচুর নতুনত্ব রয়েছে। কিন্তু জুনিয়ার ডাক্তারদের যে আন্দোলন, তা সব অর্থে বলা যায় নজিরবিহীন। ফলে এই প্রশ্নটা খুব স্বাভাবিক যে, তাহলে ১৩ নভেম্বরের ছয় আসনের বিধানসভা উপনির্বাচনে এই আন্দোলনের ছায়া কতটা পড়তে পারে?

বিভিন্ন বিরোধী দলের সরাসরি সমর্থকদের বাদ দিয়েও যে নাগরিক সমাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রশ্ন তুলল, সেই শক্তির গভীরতা এবং বিভিন্ন জনকল্যাণ প্রকল্পে উপকৃত বিরাট সংখ্যক পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে মমতা সরকারের যে পরিচয়, তার ব্যাপ্তি; কোন পক্ষ বেশি শক্তিশালী, তার একটা আভাস হয়তো মিলবে এই ছয় ভোটের ফলাফলে।

ভোটের ফল যদি বড় ব্যবধানে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে যায়, স্বাভাবিকভাবেই দলের নেতারা তখন সেটাকে তাঁদের সরকার সম্পর্কে তোলা যাবতীয় অভিযোগের বিরুদ্ধে জনতার 'ক্লিনচিট' হিসেবে ব্যবহার করবেন। এবারের হরিয়ানা বিধানসভা ভোটের ফল বা তার আগে ২০২৩-এর রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় বিধানসভা ভোটের ফল, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং বুথফেরত সমীক্ষকদের এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, ভারতীয় ভোটারদের আচরণ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা খুব ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে এই উপনির্বাচনেও অ্যাডভান্টেজ তৃণমূল কংগ্রেস যতই থাকুক, ২৩ নভেম্বর ফলপ্রকাশের দিনই এই নিয়ে শেষ কথা বলা সম্ভব।

রাজ্যের ছয় আসন সহ দেশের ১৫টি রাজ্যের মোট ৪৭টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হবে ১৩ নভেম্বর। কেরলের ওয়েনাড লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনও হবে ওই একই দিনে। উত্তরপ্রদেশের ন'টি আসন এবং ওয়েনাডের উপনির্বাচনের বহুমাত্রিক রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গের এই ছয় কেন্দ্রের উপনির্বাচনও। কারণ, এই ভোটের ফল দেখে কিছুটা বোঝা যাবে, শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ এবং জেলবন্দি নেতা-মন্ত্রীদের নিয়েও এখনও কি ২০২১-এর মতোই শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে, নাকি গায়ে আঁচড়ের দাগ দেখা যাচ্ছে!

পশ্চিমবঙ্গের ছয় আসনের উপনির্বাচনে কোনও 'ইস্যু' সে অর্থে নেই। উপনির্বাচনে যে ইস্যু হতে পারে তার প্রমাণ তো এবার হাতের কাছেই রয়েছে। উত্তরপ্রদেশে প্রবলভাবে উন্নয়ন এবং হিন্দুত্বকে ইস্যু করেছেন যোগী আদিত্যনাথ। পশ্চিমবঙ্গে অন্তত এই ভোটে নারী সুরক্ষা ইস্যু হতে পারত। কিন্তু সেটা বিজেপির পক্ষে করা কঠিন। কারণ বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যের এই বিষয়ে ছবিটা পশ্চিমবঙ্গের থেকেও মলিন। বাকি দলগুলির সেই শক্তি-ই নেই।

বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও জোট আনুষ্ঠানিকভাবে এই ভোটে হয়নি। সিপিএম অবশ্য তাদের থেকে একটি আসন সিপিআই (এম-এল) লিবারেশনকে ছেড়েছে আর তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাড়োয়া আসনে আইএসএফ-কে ছাড়ার। এই ছয় আসনের মধ্যে অবশ্য হাড়োয়া আসনেই তৃণমূল সম্ভবত জিতবে সবথেকে বড় ব্যবধানে। বাম-কংগ্রেসের জোট হলেও তারা কোনও আসন জিততে পারত বলে মনে হয় না, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে জোট না হওয়ার ফলে সম্ভাবনা আছে নির্বাচন আরও বেশি 'বাই-পোলার' হয়ে ওঠার। তাতে বিজেপি খানিকটা বাড়তি সুবিধে পেতে পারে।

বাঙালির একটা স্বভাব আছে স্থিতাবস্থা রক্ষা করে চলার। ১৯৪৭ থেকে টানা ২০ বছর কংগ্রেসের শাসন। তারপর দশ বছর নানা যুক্তফ্রন্ট এবং বিতর্কিত সিদ্ধার্থ রায়ের সরকার। এরপর ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট। এখন ১৫ বছরের দিকে এগোচ্ছে টিএমসি। গণতন্ত্রে সরকার বদল হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমাদের রাজ্যে এই প্রবণতা খুব কম। পরিবর্তন দ্রুত হলে জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা বাড়ে। 'যতই অভিযোগ থাকুক না কেন জিতব আমরাই', যে কোনও শাসকদলের এই মনোবল গণতন্ত্রের পক্ষে অশুভ।

এই ছয় আসনের ভোট দেখে কি রাজ্যের ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের ফল সম্পর্কে কোনও আন্দাজ আমরা পাব? তেমন মনে হয় না। কারণ, আগামী এক বছর জাতীয় রাজনীতিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। মহারাষ্ট্র, বিহার, দিল্লি ভোটের ফল নানাভাবে প্রভাব ফেলবে বিভিন্ন রাজ্যের উপর। পশ্চিমবঙ্গ তার বাইরে থাকবে না।

(লেখক সাংবাদিক)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

বাড়িতে শংকরাচার্য... গত বছর রাজস্থানের উদয়পুরে অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়ার সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েন আপের সাংসদ রাঘব চাড্ডা। সম্প্রতি তাঁদের দিল্লির বাড়িতে হাজির হয়ে দম্পতিকে আশীর্বাদ করেন উত্তরাখণ্ড জ্যোতিষপীঠের শংকরাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী। জোড়হাতে শংকরাচার্যের সামনে রাঘব-পরিণীতি। শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ছবি সামনে এসেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তথ্য সংগ্রহ করবে কেন্দ্র

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি ২৬ অক্টোবর : দেশের সব স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এবার তাঁদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ইতিমধ্যেই সেই মর্মে সমস্ত রাজ্যকে নির্দেশ পাঠিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সব রাজ্যকে অবিলম্বে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে জমা দিতে বলা হয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার দেশজুড়ে জীবিত ও মৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এবং তাঁদের পরিবারের জীবনযাত্রা এবং তাঁদের সমস্যাগুলির দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই অনুযায়ী দেশের প্রবীণ ও সম্মানিত এই সংগ্রামীদের শারীরিক অবস্থা, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি জানতে এবং সেগুলির সমাধানে সহযোগিতা করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সব রাজ্যের জন্য এসওপি জারি করেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পুনর্বাসন বিভাগের পরিচালক রামচরণ মীনা রাজ্যের মুখ্যসচিবদের উদ্দেশ্যে পাঠানো এক চিঠিতে জানিয়েছেন যে, রাজ্যের আধিকারিকদের প্রতি ছয় মাস অন্তর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেবেন এবং সেই অনুযায়ী রিপোর্টও জমা দেবেন। তাঁদের পেনশন বা অন্যান্য কোনও সমস্যা থাকলে সেগুলিও দ্রুত সমাধানের জন্য পদক্ষেপ করা হবে বলে ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের রেকর্ড অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে ৪০০৪ জন জীবিত স্বাধীনতা সংগ্রামী রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে অনেকেই গুরুতর অসুস্থ। দেশজুড়ে মোট ২০,০২৫ জন জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী সম্মান পেনশন পান, যার মধ্যে ৪০০৪ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী এখনও জীবিত আছেন। এছাড়াও ১৪,৬২৩ জন সংগ্রামীর স্ত্রী এবং ১৩৯৮ জন সংগ্রামীর কন্যাকেও পেনশন দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পেনশন প্রাপকের হার তেলেঙ্গানায়।

নিশানায় রেভলিউশনারি গার্ড

ইরানে বিমানহানা ইজরায়েলের

তেহরান, ২৬ অক্টোবর : ইরানের ওপর পুরোদস্তুর হামলা শুরু করল ইজরায়েল। শনিবার সকাল থেকে দফায় দফায় ইরানের সেনা ছাউনি, সামরিক গবেষণাগার, ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণকেন্দ্র লক্ষ্য করে বোমা এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। রাজধানী তেহরানের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি থেকে একাধিক বড় বিস্ফোরণের খবর এসেছে। ইজরায়েলি সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, ১ অক্টোবর ইজরায়েলের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল ইরান। তার জবাবে এদিন পালটা হামলা চালানো হয়। আক্রমণের পোশাকি নাম 'অপারেশন ডেজ অফ রিপেনট্যান্স'।

ইরানের বিরুদ্ধে শতাধিক যুদ্ধবিমান এবং সামরিক ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে। ইরানের প্রতিরক্ষা পরিকাঠামোগুলি ধ্বংস করতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হামলা চলেছে। তেল আভিভে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের বাংকারে বসে ইরান-হামলার 'সরাসরি সম্প্রচার' দেখেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট। ইজরায়েলি সেনার মুখপাত্র ড্যানিয়েল আঘারি জানান, ইরানের প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো ধ্বংস করতে এফ-৩৫ লাইটনিং-২ মাল্টিরোল ফাইটার জেট, এফ-১৫ আই র‍্যাম গ্রাউন্ড অ্যাটাক জেট, এফ-১৬ এবং হেরন ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে।

এদিকে ইজরায়েলের হামলার মধ্যেই প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে ইরান। সেদেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের দাবি, ইজরায়েলের হামলা ব্যর্থ হয়েছে। তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অটুট রয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্র লঞ্চপ্যাডগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। দু'জন ইরানি সেনার মৃত্যু হয়েছে। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে ইরানের আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একই পদক্ষেপ করেছে ইরান এবং সিরিয়াও। মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বাড়ায় উদ্বিগ্ন ভারত। শনিবার বিদেশমন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কারণে এই অঞ্চল এবং অন্যান্য এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা নিয়ে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংযত হওয়ার এবং শান্তি ফিরিয়ে আনার অনুরোধ জানাচ্ছি। আলোচনা এবং কূটনীতিই হল সমস্যা সমাধানের একমাত্র রাস্তা।'

ইজরায়েল-ইরান সংঘাতে ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা। হোয়াইট হাউসের প্রতিরক্ষা মুখপাত্র বলেন, 'ইরানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নিশানা করেছে ইজরায়েল। এটি তাদের আত্মরক্ষার অধিকারের অংশ।' আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি, তেহরানের পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডের বেশ কিছু ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। ১ অক্টোবর ইজরায়েলের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দায়িত্বে ছিল রেভলিউশনারি গার্ডের এরোস্পেস ফোর্স। মূলত তাদের ঘাঁটিগুলিকেই নিশানা করে ইজরায়েলি ফৌজ। ইরানের কারজস, সিরাজ, ইলাম এবং কুর্জেস্তানে এরোস্পেস ফোর্সের অন্তত ২০টি পরিকাঠামো ধ্বংস করেছে তারা।

ইজরায়েলি হানায় জ্বলছে তেহরান। শনিবার।

একনজরে

- শতাধিক যুদ্ধবিমান এবং সামরিক ড্রোনের সাহায্যে হামলা ইজরায়েলের
- হামলায় এফ-৩৫ লাইটনিং-২ মাল্টিরোল ফাইটার জেট, এফ-১৫ আই র‍্যাম গ্রাউন্ড অ্যাটাক জেট, এফ-১৬ এবং হেরন ড্রোনের ব্যবহার
- ইজরায়েলের নিশানায় রেভলিউশনারি গার্ডের এরোস্পেস ফোর্স
- আকাশসীমা বন্ধ করল ইরান

অক্সফোর্ডে মোহভঙ্গ

লন্ডন, ২৬ অক্টোবর : স্বপ্ন ছিল বিদেশে উচ্চশিক্ষার। সেইমতো পিএইচডি করতে ব্রিটেনের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ভারতীয় পড়ুয়া লক্ষ্মী বালকৃষ্ণন। এই বাবদ তাঁর খরচ হয়েছে ১ কোটি টাকার বেশি। কিন্তু ৪ বছর গবেষণার পর অক্সফোর্ডের প্রতি মোহভঙ্গ হয়েছে লক্ষ্মীর। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। লক্ষ্মীর অভিযোগ, শেক্সপিয়রের ওপর গবেষণাপত্র জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর গবেষণাপত্রটি খারিজ করে তাঁকে স্নাতকোত্তর কোর্সে স্থানান্তর করেছেন। কর্তৃপক্ষের যুক্তি, লক্ষ্মীর গবেষণাপত্রটি নাকি পিএইচডি স্তরের নয়। তাই তাঁকে স্নাতকোত্তর কোর্সে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক্ষেপে হতাশ লক্ষ্মী। তিনি জানান, পিএইচডি কোর্সে ভর্তি হওয়ার আগেই তাঁর ২টি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে। পিএইচডি ডিগ্রি পাওয়ার জন্য তিনি ১ কোটি টাকা খরচ করেছেন। ফের স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হতে চাইলে অনেক কম খরচেই সেটা করতে পারতেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

সংসদের যৌথ অধিবেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর : সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আগামী ২৬ নভেম্বর সংসদের যৌথ অধিবেশন বসতে চলেছে। সংবিধান সদনের সেন্ট্রাল হলে এই অধিবেশন বসার সম্ভাবনা। ১৯৪৯-এর ২৬ নভেম্বর সংবিধানসভা ভারতীয় সংবিধানকে গ্রহণ করেছিল। এটি ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি কার্যকর হয়। সেই উপলক্ষ্যে সংবিধান সদনে বিশেষ অধিবেশন বসতে চলেছে। অতীতে ২৬ নভেম্বর দিনটি জাতীয় আইন দিবস হিসেবে পালিত হত। ২০১৫-য় সরকার ২৬ নভেম্বরকে সংবিধান দিবস ঘোষণা করে।

ইউবিটিকে আসন ছাড়া নিয়েও অসন্তোষ

কংগ্রেসের প্রার্থী বাছাই বিরক্ত রাহুল

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ২৬ অক্টোবর : বিধানসভা ভোটের আগে মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেসের কাজকর্মে রীতিমতো বিরক্ত বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মুম্বই ও বিদর্ভের মতো দলের শক্ত ঘাঁটিগুলির আসন যেভাবে এমভিএ শরিক শিবসেনা (ইউবিটি)-র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের নির্বাচনি কমিটির কাছে যাঁদের টিকিট দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল তাঁদের অনেকেই কোনও না কোনও প্রদেশ নেতার ঘনিষ্ঠ। সূত্রের খবর, প্রার্থীতালিকায় এহেন পছন্দের পাত্রদের নাম দেখে শুক্রবার নির্বাচনি কমিটির বৈঠকে রীতিমতো আপত্তি তোলেন রাহুল।

মুম্বই, বিদর্ভের আসনগুলি ছাড়া নিয়ে প্রদেশ নেতৃত্ব আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু শেষমেশ উদ্ধবের দলের নাছোড় মনোভাবের সামনে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে কংগ্রেস। শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত হরিয়ানায় হাত শিবিরের ব্যর্থতার কথা স্মরণ করিয়ে বলেছেন, 'রাহুল গান্ধি মহারাষ্ট্রের রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কংগ্রেস হরিয়ানায় সমস্ত আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। কিন্তু সরকার গড়তে ব্যর্থ হয়েছে। তাই সবার উচিত, একজোট থাকা। তিনটি দলই শক্তিশালী। মহারাষ্ট্রে প্রায় সমসংখ্যক আসনেই তারা লড়ছে।' এদিকে আপ নেতা সঞ্জয় সিং জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রে প্রার্থী না দিলেও আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল এমভিএ-র হয়ে প্রচার করবেন।

মহারাষ্ট্রে দীর্ঘ টালবাহানার পর ২৫৫টি আসনে প্রার্থী দিচ্ছে কংগ্রেস, শিবসেনা (ইউবিটি) এবং এনসিপি (এসপি)। তিন দলই ৮৫টি করে আসনে প্রার্থী দিচ্ছে এবার। কংগ্রেস গতবার ১২৫টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। এনসিপিও ১২৫টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। সেই বার এনডিএ শরিক হিসেবে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা ১২৪টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল।

কিন্তু এবার কংগ্রেস ১২৫ থেকে নেমে এসে ৮৫টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় মহারাষ্ট্র তথা জাতীয় রাজনীতিতে শোরগোল পড়েছে। একাধিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে, হরিয়ানায় হারের পর মহারাষ্ট্রে শরিকি চাপের সামনে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত দুই দফায় ৭১ জনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে। প্রার্থীতালিকা নিয়ে রাহুল গান্ধির অসন্তোষের বিষয়টি অবশ্য মানতে চাননি এনসিপি নেতা অনিল দেশমুখ। তিনি বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ ভুয়ো খবর। বিজেপি এই গুজব ছড়িয়েছে।'

অপরদিকে এদিকে সপা নেতা আবু আজমি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, এমভিএ-র শরিক হিসেবে যদি তাঁদের ৫টি আসন বরাদ্দ না করে তাহলে রাজ্যের ২৫টি আসনে তাঁরা প্রার্থী দেবেন। এদিন বিজেপির তরফে দ্বিতীয় দফায় আরও ২২ জনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এই নিয়ে মোট ১২১ জনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি।

কংগ্রেস সভাপতি পদে দু'বছর হল মল্লিকার্জুন খাড়গের। শনিবার তাঁর বাসভবনে গিয়ে খাড়গেকে অভিনন্দন রাহুল গান্ধির। নয়াদিল্লিতে।

ওয়েনাডবাসীকে খোলা চিঠি প্রিয়াংকার

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর : ভোটের আগে ওয়েনাডের বাসিন্দাদের উদ্দেশে শনিবার একটি খোলা চিঠি লিখলেন কংগ্রেস প্রার্থী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। তাঁর সাফ কথা, 'আপনাদের সাহসিকতা আমাকে ছুঁয়ে গিয়েছে।' মালয়ালম এবং ইংরেজিতে লেখা ওই চিঠিতে ওয়েনাডে নিজের অভিজ্ঞতা এবং সাংসদ নির্বাচিত হলে ওই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানিয়েছেন প্রিয়াংকা।

১৩ নভেম্বর ওয়েনাড লোকসভা আসনে উপনির্বাচন। প্রিয়াংকার কথায়, 'কয়েক মাস আগে আমি চূড়ামালা এবং মুন্ডাক্কাইয়ে আমার ভাইয়ের সঙ্গে এসেছিলাম। ভূমিধসের ফলে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি আমি সেবার প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তবুও সেই ট্র্যাজেডির মধ্যে আমি আপনাদের সাহস এবং একটি গোষ্ঠী হিসেবে ঐক্যের ছবিটা দেখেছিলাম। অসহায়তার মধ্যেও আপনারা একে অন্যের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিচ্ছিলেন এবং মানবতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখছিলেন। আপনাদের এই চেতনা আমাকে গভীরভাবে ছুঁয়ে গিয়েছে।' আসন্ন উপনির্বাচনে তাঁকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার আর্জিও জানিয়েছেন প্রিয়াংকা। এলাকার মানুষদের জন্য কাজ করার বার্তাও দিয়েছেন তিনি।

ভোটে লড়বেন লরেন্স বিষ্ণোই?

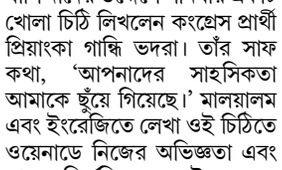

মুম্বই, ২৬ অক্টোবর : মহারাষ্ট্রে আসন্ন বিধানসভা ভোটে জেলবন্দি গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইকে প্রার্থী করতে চেয়ে নির্বাচন কমিশনে আর্জি জানাল একটি রাজনৈতিক দল। উত্তর ভারতীয় বিকাশ সেনা নামে ওই দলটির নেতা সুনীল শুক্লা কমিশনের থেকে এবি ফর্ম চেয়ে একটি আবেদন করেছেন। মনোনয়নের জন্য ওই ফর্মটির প্রয়োজন হয়। আসন্ন বিধানসভা ভোটে বান্দ্রা পশ্চিম আসনে লরেন্স বিষ্ণোইয়ের হয়ে মনোনয়ন জমা দিতে চেয়ে আর্জি জানিয়েছেন সুনীল শুক্লা। গুজরাটের সাবরমতী জেলে বন্দি বিষ্ণোই এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকীকে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত। বলিউড অভিনেতা সলমন খানকে প্রাণনাশের হুমকিও দিয়েছে বিষ্ণোই গ্যাং।

চট্টগ্রামে বিশাল হিন্দু-মহাসমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা, ২৬ অক্টোবর : পালাবদলের পর ধারাবাহিক হামলার মুখে পড়েছে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা। বাড়িঘর ভাঙচুর, লুটপাট ছাড়াও আক্রান্ত হয়েছে বহু মন্দির। অন্তর্বর্তী সরকার নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেও হিন্দুদের উদ্বেগ কাটেনি। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদিঘি ময়দানে জড়ো হয়ে নিরাপত্তার দাবিতে সরব হলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের এত বড় সমাবেশ নজিরবিহীন।

সভার আয়োজক বাংলাদেশ সনাতন জাগরণমঞ্চের নেতারা হিন্দুদের নিরাপত্তা ও অধিকার সুরক্ষিত রাখতে একগুচ্ছ দাবিতে সরব হয়েছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে সংখ্যালঘু নির্যাতনে জড়িতদের দ্রুত বিচারের জন্য একটি ট্রাইবিউনাল গঠন। ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন। সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক গঠন। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘুদের উপাসনালয় তৈরি। প্রত্যেক ছাত্রাবাসে তাঁদের জন্য প্রার্থনার ব্যবস্থা। সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডের আধুনিকীকরণ। দুর্গাপুজোয় পাঁচ দিনের ছুটি।

সমাবেশের ভিডিও পোস্ট করে সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'সনাতন জাগরণমঞ্চ গতকাল বাংলাদেশের চট্টগ্রামে সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তার দাবিতে একটি বিশাল সমাবেশের আয়োজন করেছিল।' এদিকে শেখ হাসিনা সরকারের আমলে হওয়া বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি সংক্রান্ত যাবতীয় চুক্তি বাতিল করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশের তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ, বিদ্যুৎ, বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি। ব্রহ্মপুত্রে ভারতের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরির বিরোধিতা করেছে সংগঠনটি। এ ব্যাপারে কূটনৈতিক স্তরে পদক্ষেপের জন্য সংগঠনের তরফে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মহাসমাবেশে উপচে পড়া ভিড়। শনিবার।

হুমকি ফোনে বার্তা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর : ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলির উড়ানে নাশকতা চালানোর ভুয়ো বার্তার সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। এদিকে হোটেলগুলিতে উড়ো ফোন আসছে। শনিবার গুজরাটের রাজকোটে অন্তত ১০টি বিলাসবহুল হোটেলে ইমেলে হামলা চালানোর হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে ইম্পিরিয়াল প্যালেস, সায়াজি হোটেল, সিজনস হোটেলের মতো পাঁচতারা হোটেল। তদন্তে নেমেছে গুজরাট পুলিশ।

ভুয়ো হুমকি ঠেকাতে সামাজিকমাধ্যম সংস্থাগুলিকে সতর্ক করেছে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক। সরকারের তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এই ধরনের ভুয়ো বোমা হুমকি বহু নাগরিককে প্রভাবিত করে। দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে অস্থির করে তোলে। ভুয়ো বোমা হুমকির সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিকমাধ্যমগুলিতে এই ধরনের বার্তা ফরোয়ার্ডিং, রি-শেয়ারিং, রি-পোস্টিং, রি-টুইটিং করা হচ্ছে। এগুলির সিংহভাগ ভুল তথ্যনির্ভর। অথচ এর ফলে বিমান সংস্থাগুলির স্বাভাবিক কাজকর্ম এবং বিমানযাত্রীদের নিরাপত্তা ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।' সংশ্লিষ্ট সামাজিকমাধ্যম কর্তৃপক্ষ যাতে ভুয়ো হুমকিবার্তা চিহ্নিত করে সেগুলি ঠেকাতে পদক্ষেপ করেন সেজন্য কেন্দ্রের তরফে পরামর্শ জারি করা হয়েছে।

গর্ভপাতে নারাজ প্রেমিকাকে খুন

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর : অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিলেন এক তরুণী। সে কথা প্রেমিককে জানালে তিনি গর্ভপাতের কথা বলেন তাঁকে। তাতে রাজি না হওয়ায় প্রেমিকাকে খুন করে পুঁতে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ওই প্রেমিকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি দিল্লির নাংলোই এলাকার। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত প্রেমিক ও তাঁর এক বন্ধুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আরও এক অভিযুক্ত পলাতক।

উনিশ বছর বয়সি ওই তরুণীর নাম সোনি। তাঁর প্রেমিকের নাম সঞ্জু ওরফে সালিম। সোনি পশ্চিম দিল্লির নাংলোইয়ের বাসিন্দা। তিনি প্রবল সক্রিয় ছিলেন সমাজমাধ্যমে। সেখানে তাঁর প্রচুর বন্ধু ও ফলোয়ারও ছিল। সোনি সমাজমাধ্যমে প্রায়ই নিজের ও সঞ্জুর একক ও যুগল ছবি শেয়ার করতেন। বাড়ির লোকেরাও তাঁদের ঘনিষ্ঠতার কথা জানতেন।

সোনির পরিবার সূত্রে খবর, নিয়মিত সঞ্জুর সঙ্গে ফোনে কথা হত তরুণীর। কিন্তু গোলমাল বাধে তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়ার পর। সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন তরুণী। সে কথা তাঁর প্রেমিককে জানালে তিনি গর্ভপাতের জন্য চাপ দিতে থাকেন তরুণীকে। কিন্তু তিনি তাতে রাজি না হয়ে প্রেমিককে বিয়ে করার জন্য পালটা চাপ দিতে শুরু করেন। এ নিয়ে অশান্তি চরমে ওঠে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তেও পরিবারের বক্তব্যকে সমর্থন করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গত সোমবার তরুণী বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে। দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে অভিযুক্ত তরুণ তাঁর প্রেমিকাকে দিল্লি থেকে হরিয়ানার রোহতকে নিয়ে যান। অভিযোগ, সেখানেই প্রেমিকাকে শ্বাসরোধ করে খুন করেন তরুণ এবং তাঁর বন্ধুরা। তারপর তাঁর দেহ পুঁতে দিয়ে আবার ফিরে আসেন দিল্লিতে। ২৩ অক্টোবর তরুণীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে প্রেমিক এবং তাঁর এক সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মনরেগায় নাম বাদ ৮৪ লক্ষের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি ২৬ অক্টোবর : আধার-নির্ভর পদ্ধতির কারণে মনরেগায় দেখা দিয়েছে সংকট, অবিলম্বে পদক্ষেপ নিক কেন্দ্রীয় সরকার, দাবি কংগ্রেসের।

শনিবার কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ অভিযোগ করেছেন যে, আধার-নির্ভর পেমেন্ট সিস্টেমের কারণে মনরেগায় গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাঁর দাবি, এই পদ্ধতির কারণে ইতিমধ্যেই ৮৪ লাখেরও বেশি শ্রমিকের নাম মনরেগা থেকে বাদ পড়েছে, যা শ্রমিকদের জীবিকায় বিপর্যয় ডেকে এনেছে। তিনি মনরেগার বাজেট বৃদ্ধি এবং শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে পদক্ষেপ নিতে বলেছেন।

এদিন জয়রাম রমেশ তাঁর এক্স-পোস্টে বলেন, চলতি বছরের জানুয়ারিতে গ্রামীণ উন্নয়নমন্ত্রক মনরেগার জন্য আধার-নির্ভর পেমেন্ট সিস্টেম বাধ্যতামূলক করেছে। এই পদ্ধতির আওতায় শ্রমিকদের যোগ্যতা অর্জনের জন্য বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, শ্রমিকদের আধার তাদের জব কার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হবে, আধার কার্ডের নাম জব কার্ডে দেওয়া নামের সাথে মেলাতে হবে এবং তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টকেও আধারের সাথে সংযুক্ত করে জাতীয় পেমেন্ট কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

রমেশের দাবি, লিব টেকের (একটি গবেষক ও কর্মী সংগঠন) সহায়তায় মনরেগার পোর্টালে থাকা তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা বিশ্লেষণ অনুসারে দেখা গিয়েছে যে, মনরেগার মোট নিবন্ধিত শ্রমিকদের মধ্যে ২৭.৪ শতাংশ (৬.৭ কোটি শ্রমিক) এবং সক্রিয় শ্রমিকদের মধ্যে ৪.২ শতাংশ (৫৪ লাখ শ্রমিক) এই নতুন পদ্ধতির জন্য কাজ হারিয়েছেন। তাঁর মতে, আরও উদ্বেগজনক তথ্য হল, এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে ৮৪.৮ লাখ নিবন্ধিত শ্রমিকের নাম মনরেগা তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

রমেশ এই অবস্থাকে সরকারের সৃষ্ট এক মানবিক, অর্থনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংকট হিসেবে অভিহিত করেছেন। গ্রামীণ উন্নয়নমন্ত্রককে অবিলম্বে এবিপিএস ও এনএমএমএসের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করে মনরেগার বাজেট বৃদ্ধি ও শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে বলেছেন তিনি।

মার্কিন সীমান্তে প্রতি ঘণ্টায় গ্রেপ্তার ১০ ভারতীয়

বেআইনি অভিবাসীদের দেশে ফেরাচ্ছে আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২৬ অক্টোবর : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আবহে আমেরিকায় অবৈধভাবে বসবাসকারী ভারতীয়দের দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে মার্কিন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রশাসন (ডিএইচএস)। তারা জানিয়েছে, চার্টার্ড বিমান ভাড়া করে বেআইনি ভারতীয় বাসিন্দাদের দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে এবং এব্যাপারে দিল্লির নরেন্দ্র মোদি সরকার তাদের সঙ্গে যাবতীয় সহযোগিতা করছে।

রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প আদি-মার্কিনদের খুশি করতে বহিরাগত অবৈধ অভিবাসীদের 'আবর্জনা'র সঙ্গে তুলনা করে উত্তেজনার পারদ চড়িয়ে দেন। ঠিক সেই সময়েই আমেরিকায় অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় ও অন্যদের দেশে ফেরাতে শুরু করেছে জো বাইডেনের প্রশাসন। ইতিমধ্যে ২২ অক্টোবর একটি বিমান পাঠানো হয়েছে দিল্লিতে।

আমেরিকার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সহসচিব ক্রিস্টি এ ক্যানেগালো জানিয়েছেন, 'যে ভারতীয়রা আইনি নথি ছাড়াই আমেরিকায় রয়েছেন, তাঁদের দ্রুত মার্কিন মুলুক থেকে বিতাড়িত করা হবে। অভিবাসীরা যাতে প্রতারক পাচারকারীদের পাল্লায় না পড়েন, সেই বিষয়টিও দেখা হচ্ছে।' ডিএইচএস-এর তথ্য বলছে, ২০২৪-এ ১ লক্ষ ৬০ হাজারেরও বেশি ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেন ভারতীয়রাও।

আমেরিকার শুল্ক এবং সীমান্ত সুরক্ষা দপ্তর (ইউএস-সিবিপি)-এর পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩ সালের ১ অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনুপ্রবেশের অভিযোগে প্রায় ২৯ লক্ষ মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৫০ শতাংশই নাকি গুজরাটের বাসিন্দা। অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় অনুপ্রবেশের চেষ্টায় ১০ জন করে ভারতীয় ধরা পড়েন আমেরিকায়। দেশের সরকারি সূত্র অনুযায়ী, আমেরিকা এবং কানাডা সীমান্তে গত এক বছরে ৪৩,৭৬৪ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা প্রায় ৯০ হাজার।

লগ্নি করুন মাল্টিক্যাপ ফান্ডে

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

লগ্নির মাধ্যম হিসেবে দেশে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে মিউচুয়াল ফান্ড। এতে যেমন ঝুঁকি রয়েছে তেমনই রয়েছে আকর্ষণীয় রিটার্নও। গ্রাহকদের চাহিদা বিচার করে বিভিন্ন ধরনের ফান্ড বাজারে নিয়ে আসছে বিভিন্ন সংস্থা। এর মধ্যে গ্রাহকদের পছন্দের তালিকায় উপরের দিকে জায়গা করে নিয়েছে মাল্টিক্যাপ ফান্ড। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রেখে বড় অঙ্কের রিটার্ন দেওয়ার সম্ভাবনা অন্যান্য অনেক ফান্ডের তুলনায় এগিয়ে রাখছে এই মাল্টিক্যাপ ফান্ডকে।

মাল্টিক্যাপ ফান্ড কী?

মাল্টিক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ড হল একটি ওপেন এন্ডেড ইকুইটি স্কিম। এই ফান্ডের তহবিল লার্জক্যাপ, মিডক্যাপ এবং স্মলক্যাপে একটি ভারসাম্য বজায় রেখে বিনিয়োগ করা হয়। অর্থাৎ কোনও এক ধরনের স্টক নয়, তিন ধরনের স্টকে বিনিয়োগ করার কারণে এই ধরনের ফান্ডে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারসাম্য থাকে।

মাল্টিক্যাপ ফান্ডের প্রকারভেদ

মাল্টিক্যাপ ফান্ড প্রধানত তিন প্রকারের হয়-

● **লার্জক্যাপ ফোকাসড মাল্টিক্যাপ ফান্ড :** এই ধরনের ফান্ডে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় লার্জক্যাপ স্টককে যা ফান্ডটিকে স্থিতিশীলতা দেয়। বাকি তহবিল বিনিয়োগ করা হয় মিডক্যাপ এবং স্মলক্যাপ স্টকে।

● **মিডক্যাপ-স্মলক্যাপ ফোকাসড মাল্টিক্যাপ ফান্ড :** এই ধরনের ফান্ডে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় মিড ও স্মলক্যাপ স্টককে। ফলে বড় অঙ্কের রিটার্নের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

● **ফোকাসবিহীন মাল্টিক্যাপ ফান্ড :** তিন ধরনের স্টকেই ২৫ শতাংশ হারে বিনিয়োগ করা হয় এই ফান্ডে। কোনও নির্দিষ্ট ক্যাপের স্টককে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

কীভাবে কাজ করে মাল্টিক্যাপ ফান্ড ?

বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবির নির্দেশিকা অনুযায়ী মোট তহবিলের কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ ইকুইটি এবং ইকুইটি সম্পর্কিত কোনও ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়। লার্জ, মিড এবং স্মলক্যাপ প্রতি ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২৫ শতাংশ বিনিয়োগ করা হয়। এই শর্ত বজায় রেখে ফান্ড ম্যানেজাররা নিজেদের পরিকল্পনামাফিক তহবিল বরাদ্দ করেন।

মাল্টিক্যাপ ফান্ডে কারা বিনিয়োগ করবেন?

যে সকল লগ্নিকারী ঝুঁকি এবং রিটার্নের মধ্যে ভারসাম্য চান, তাঁদের জন্য আদর্শ হতে পারে মাল্টিক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ড। যাঁরা প্রথমবারের জন্য শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে চাইছেন, তাঁদের জন্যও অন্যান্য ফান্ডের থেকে এগিয়ে থাকবে এই ধরনের ফান্ড।

মাল্টিক্যাপ ফান্ডের সুবিধা

● **বৈচিত্র্য :** মাল্টিক্যাপ ফান্ড পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য প্রদান করে। এই ফান্ড বিভিন্ন সেক্টরের বড় থেকে ছোট যে কোনও সংস্থায় লগ্নি করতে পারে। এই কারণে বাজারের ওঠা-নামার বড় প্রভাবে থাকে না।

● **ঝুঁকি কম :** এই ফান্ডগুলিতে বিভিন্ন মার্কেট ক্যাপে ন্যূনতম বিনিয়োগের পর বাকি কর্পাস শেয়ার বাজারের অবস্থান বিচারে যে কোনও ক্যাপের ইকুইটিতে বিনিয়োগ করতে পারে। যা ঝুঁকি কমিয়ে মুনাফা পাওয়া অনেকটাই নিশ্চিত করে।

● **সর্বব্যাপী উপযোগিতা :** এই ধরনের ফান্ড সব ধরনের লগ্নিকারীদের জন্য উপযুক্ত। ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, বয়স, আগ্রাসী মনোভাব—সব কিছু বিচার করলে প্রায় সবার ক্ষেত্রেই উপযুক্ত হয়ে ওঠে এই ফান্ড।

মনে রাখতে হবে

● মাল্টিক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগ থেকে উঁচু রিটার্ন পাওয়া অনেকাংশে নির্ভর করে ফান্ড ম্যানেজারের দক্ষতার ওপর। বাজারে চালু থাকা ফান্ডগুলির ফান্ড ম্যানেজারদের অতীত পারফরমেন্স খতিয়ে দেখতে হবে।

● মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার সময় বিনিয়োগকারীদের একটি খরচ বহন করতে হয়। বিভিন্ন ফান্ডের ক্ষেত্রে এই খরচ ভিন্ন ভিন্ন হয়। লগ্নির আগে এই বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখে নিতে হবে।

● মাল্টিক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগে কোনও কর ছাড় পাওয়া যায় না। ফান্ড থেকে লভ্যাংশ দেওয়ার সময় ১০ শতাংশ কর কেটে নেওয়া হয়। এর পাশাপাশি এক বছরের মধ্যে আপনার হাতে থাকা ইউনিটগুলি বিক্রি করে দিলে ১৫ শতাংশ স্বল্পমেয়াদি মূলধন লাভ কর দিতে হয়। বিনিয়োগের সময় এক বছরের বেশি হলে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন লাভ কর প্রযোজ্য হয়। একটি অর্থবর্ষে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ থেকে আয় করমুক্ত। এর বেশি হলে ১০ শতাংশ হারে কর দিতে হয়।

● যে কোনও মিউচুয়াল ফান্ডের মতো মাল্টিক্যাপ ফান্ডে লগ্নিও ঝুঁকিপূর্ণ। আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, আর্থিক লক্ষ্য বিবেচনা করে তবেই লগ্নির সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

জনপ্রিয় কয়েকটি মাল্টিক্যাপ ফান্ড

ফান্ড	১ বছরে রিটার্ন
নিপ্পন ইন্ডিয়া মাল্টিক্যাপ ফান্ড	৩৫.৩৭ শতাংশ
মাহিন্দ্রা ম্যানুলাইফ মাল্টিক্যাপ ফান্ড	৩২.০৩ শতাংশ
কোয়ান্ট অ্যাক্টিভ ফান্ড	৩১.৭৪ শতাংশ
ইনভেসকো ইন্ডিয়া মাল্টিক্যাপ ফান্ড	৩০.১৮ শতাংশ
আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল মাল্টিক্যাপ ফান্ড	২৯.৫৪ শতাংশ
সুন্দরম মাল্টিক্যাপ ফান্ড	২৬.৮৭ শতাংশ

এছাড়াও বিগত কয়েক বছরে ভালো রিটার্ন দেওয়া কয়েকটি মাল্টিক্যাপ ফান্ড হল—আদিত্য বিড়লা সানলাইফ মাল্টিক্যাপ ফান্ড, অ্যাক্সিস মাল্টিক্যাপ ফান্ড, বন্ধন মাল্টিক্যাপ ফান্ড, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া মাল্টিক্যাপ ফান্ড, কানাড়া রোবেকো মাল্টিক্যাপ ফান্ড, ডিএসপি মাল্টিক্যাপ ফান্ড, এডেলওয়াইস মাল্টিক্যাপ ফান্ড, ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া মাল্টিক্যাপ ফান্ড, এইচডিএফসি মাল্টিক্যাপ ফান্ড ইত্যাদি।

সতর্কীকরণ : উপরের লেখাটি লেখকের নিজস্ব বক্তব্য। মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

পতনের ধারা অব্যাহত রেখে আরও নামল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ৭৯,৪০২.২৯ এবং নিফটি ২৪১৮০.৮০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। শেষ লেনদেনের দিনে সেনসেক্স ও নিফটি নেমে গিয়েছিল যথাক্রমে ৭৯,১৩৭.৯৮ এবং ২৪,০৭৩.৯০ পয়েন্টে। শেষলগ্নে অবশ্য সামান্য ঘুরে দাঁড়ানোয় পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়েছে। সম্প্রতি সেনসেক্স ৮৫,৯৭৮.২৫ এবং নিফটি ২৬,২৭৭.৩৫ পয়েন্টে পৌঁছে সর্বকালীন সেরা উচ্চতার নয়া নজির গড়েছিল। সেই অবস্থান থেকে প্রায় ৮ শতাংশ নীচে নেমে এসেছে দুই সূচক। পরিস্থিতির অকল্পনীয় কোনও পরিবর্তন না হলে সংশোধনের মাত্রা আরও গভীর হতে পারে। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে।

শেয়ার বাজারের এই পতন একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল। চলতি বছরে সূচক যেভাবে টানা উঠেছে, তারপর সংশোধন হওয়া স্বাভাবিক ছিল। সেই কাজে মদত দিয়েছে এবং শুরু করেছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। শুধু অক্টোবর মাসেই প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। খুচরো লগ্নিকারী এবং দেশের আর্থিক সংস্থাগুলি শেয়ার কেনায় সেই ভাবে নামেনি দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। ২০০৮-এর আর্থিক মন্দা বা ২০২০-এর কোভিড-১৯ মহামারির সময়েও এভাবে শেয়ার বিক্রি করেনি বিদেশি আর্থিক

সংস্থাগুলি। তাদের এই লগ্নি তারা তুলনামূলক সস্তা চিনের বাজারে সরিয়ে নিচ্ছে। এই লগ্নি প্রবাহ বন্ধ না হলে ভারতীয় শেয়ার বাজারের এখনই ঘুরে দাঁড়ানো মুশকিল হবে।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **ভেল :** বর্তমান মূল্য-২১৬.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৩৫/১১৩, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-২০০-২১২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৫৫০৮, টার্গেট-২৯০।

■ **এনটিপিসি :** বর্তমান মূল্য-৩৯৮.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৪৮/২২৮, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩৬৫-৩৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৮৬৮০০, টার্গেট-৪৮৫।

■ **অশোক লেল্যান্ড :** বর্তমান মূল্য-২১৪.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৬৫/১৫৮, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-২০০-২১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬২৮৩৯, টার্গেট-২৬৫।

■ **বিইএল :** বর্তমান মূল্য-২৭২.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৩৯/১২৭, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-২৫০-২৬৩, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৯৯০৮১, টার্গেট-৩২৮।।

■ **ওএনজিসি :** বর্তমান মূল্য-২৬৪.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৪৫/১৮০, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-২৫২-২৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৩২১৮২, টার্গেট-৩৩০।

■ **কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১৭৬৮.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯৪২/১৫৪৪, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-১৭০০-১৭৪০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৫১৬৭৬, টার্গেট-১৮৫০।

■ **বায়োকন :** বর্তমান মূল্য-৩১২.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৯৬/২১৭, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-৩০০-৩১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৭৪৫৮, টার্গেট-৩৭০।

সূচকের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ফলও। প্রথম সারির একাধিক সংস্থার ফল লগ্নিকারীদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। তাই বেশ কিছু শেয়ারের দামই অনেকটা নেমেছে। যার সামগ্রিক প্রভাব পড়েছে শেয়ার বাজারে। এর পাশাপাশি ইজরায়েল-ইরান সংঘাত, ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষে অশোধিত তেলের দাম বাড়ায় তার নেতিবাচক প্রভাবও পড়েছে শেয়ার বাজারে। ৫ নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। কমলা হ্যারিস-ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিতও আমেরিকা সহ আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারগুলিকে অস্থির করেছে। যার প্রভাব পড়েছে এদেশেও।

শেয়ার বাজারের বর্তমান পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত না হয়ে ধৈর্য এবং সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে তার মোকাবিলা করতে হবে। গুণগতমানে ভালো শেয়ারে অল্প অল্প করে দীর্ঘমেয়াদের জন্য লগ্নি করা যেতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের শেয়ারে লগ্নি ছড়িয়ে দিতে হবে। মিউচুয়াল ফান্ডে এসআইপি চালিয়ে যেতে হবে। হাতে থাকা শেয়ার ধাপে ধাপে বিক্রি করে মুনাফাও ঘরে তোলা যেতে পারে। এই সময়ে দৈনন্দিন কেনাবেচা থেকে লগ্নিকারীদের বিরত থাকতে হবে। প্রতি বছরের মতো এবারও 'মুহরত ট্রেডিং'-এর আয়োজন করেছে এনএসই এবং বিএসই। ১ নভেম্বর সন্ধে ৬-৭টা এই ট্রেডিং হবে।

শেয়ার বাজার ধাক্কা খেলেও স্বমহিমায় রয়েছে দুই মূল্যবান ধাতু সোনা ও রুপো। আগামী দিনে আরও মহার্ঘ হতে পারে সোনা, রুপো।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : উইপ্রো

● **সেক্টর :** তথ্যপ্রযুক্তি ● **বর্তমান মূল্য :** ৫৪৩ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৩৭৫/৫৭৯ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ২,৮৪,৩০৬ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ২ ● **বুক ভ্যালু :** ১৪২.৪৮ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.১৮ ● **আরওসিই :** ১৬.৯ শতাংশ ● **আরওই :** ১৪.৩ শতাংশ ● **ইপিএস :** ২২.৪৪ ● **পিই :** ২৪.২২ ● **পিবি :** ৩.৮২ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৫৯০

একনজরে

■ উইপ্রো দেশের চতুর্থ বৃহত্তম তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা।

■ বিশ্বজুড়ে ১৩০০-এরও বেশি ক্লায়েন্ট রয়েছে এই সংস্থার। ২০২০-এ এই সংখ্যা ছিল ১০০০।

■ এই মুহূর্তে উইপ্রোর কর্মী সংখ্যা প্রায় ২.৩৪ লক্ষ। ২০২০-এ কর্মী সংখ্যা ছিল ১.৮২ লক্ষ।

■ উইপ্রোর ঋণের বোঝা প্রায় শূন্য। যা আগামী দিনে সংস্থার মুনাফায় বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

■ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে উইপ্রোর মুনাফা ২১ শতাংশ বেড়ে ৩২০৯ কোটি টাকা হয়েছে।

■ নভেম্বরে ১ঃ১ বোনাস শেয়ার দেবে উইপ্রো। অর্থাৎ রেকর্ড তারিখে ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ১টি উইপ্রোর শেয়ার থাকলে ১টি শেয়ার বিনামূল্যে পাবেন লগ্নিকারীরা।

■ প্রোমোটারের হাতে ৭২.৮ শতাংশ শেয়ার রয়েছে। বিদেশি এবং দেশি আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে যথাক্রমে ৭.২৭ শতাংশ এবং ১১.০২ শতাংশ শেয়ার।

■ ৮.১ শতাংশ হারে আয় বাড়ছে এই সংস্থার। গড় মুনাফা বৃদ্ধির হার ৩.৪ শতাংশ।

■ উইপ্রোর দ্বিতীয় কোয়ার্টারে অপারেটিং প্রফিট মার্জিন ২০.২ শতাংশ।

■ গত ৩ বছর মুনাফার মাত্র ১২.২ শতাংশ ডিভিডেন্ড দিয়েছে এই সংস্থা। যা অন্যান্য বহু সংস্থার তুলনায় কম।

■ প্রভুদাস লীলাধর সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে রায় দিয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

নিরন্তর পতন ভারতীয় শেয়ার বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

মাসখানেক আগেও নিফটি ক্রমাগত তার সর্বকালীন উচ্চতা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। ভারতীয় শেয়ার বাজারে বিভিন্ন সেক্টরের শেয়ারগুলি আকাশ ফুঁড়ে উত্থান দেখছিল। রেলওয়েজ, ডিফেন্স, এরোস্পেস, সেমিকনডাক্টরস, রিনিউয়েবল এনার্জি, পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজেস, শিপিং -- এই সেক্টরগুলি বিনিয়োগকারীদের অভূতপূর্ব সম্পদ সৃষ্টি করে দিয়েছে। বর্তমানে সেই সেক্টরগুলিতেই সবচেয়ে বেশি পতন চলছে।

ভারতীয় শেয়ার বাজারে হঠাৎ এই ছন্দপতন কেন? বিশেষজ্ঞরা এই ব্যাপারে বেশ কিছু কারণের কথা জানাচ্ছেন। এর মধ্যে রয়েছে ইরান-ইজরায়েল দ্বন্দ্ব, আমেরিকায় প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন, আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুড অয়েলের দামবৃদ্ধি, আমেরিকার পুনরায় রিসেশনে যাওয়ার সম্ভাবনা এবং আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পুনরায় ইন্টারেস্ট রেট কমানো পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, এইসব কিছুই কারণ হিসেবে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ওপর প্রভাব ফেলেছে। উপরন্তু সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারের যে ফলাফল প্রকাশ করেছে বিভিন্ন কোম্পানি, তা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়।

বড় বড় কোম্পানি যেমন- টিসিএস, ইনফোসিস, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, বাজাজ অটো, নেসলে, হিন্দুস্থান ইউনিলিভার, আইটিসি, ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক -- সবাই প্রত্যাশার তুলনায় ভালো ফল করতে পারেনি। ফলে ফলাফল প্রকাশের পরই বাজাজ অটোতে একদিনে ১৩.৫ শতাংশের ওপর পতন আসে। বিগত একমাসে বাজাজ অটো ১৯.১৩ শতাংশ পতন দেখেছে। শুক্রবার ফলপ্রকাশের পরই ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক কয়েক মিনিটেরই মধ্যে ২০ শতাংশ পতন দেখে। সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ ২১৮১ কোটি টাকার লাভের তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ পতন এসেছে সেপ্টেম্বর,২০২৪ কোয়ার্টারে এবং লাভ দাঁড়িয়েছে ১৩২৫ কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, এই ব্যাংকের গত দুটো কোয়ার্টার ধরে লাগাতার নন পারফর্মিং অ্যাসেট (গ্রস এবং নেট) দুটোই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ এদের গ্রস এনপিএ দাঁড়িয়েছে ২.১১ শতাংশ এবং নেট এনপিএ ০.৬৪ শতাংশ। তবে এদের দশ বছরের সেলস সিএজিআর ১৯ শতাংশ হারে এবং প্রফিট সিএজিআর ২০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি হয়েছে, যা বেশ আকর্ষণীয়।

অবশ্য ভারতীয় শেয়ার বাজারে যে উত্থান চলছিল এবং তার ফলে বিভিন্ন সেক্টরের বিভিন্ন শেয়ারগুলির দর যে তাদের প্রকৃত মূল্যের তুলনায় বেশ চড়া হয়ে উঠেছিল, তা অনস্বীকার্য। বিশেষজ্ঞরা মনে করছিলেন যে, বাজারে একটি স্বাস্থ্যকর পতন বা সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে এবং বাস্তবিকভাবে তা-ই ঘটছে। নিফটি তার সর্বকালীন উচ্চতা ২৬,২৭৭.৩৫ পয়েন্ট থেকে ২০০০-এর বেশি পয়েন্টের পতন শেষে দাঁড়িয়েছে ২৪,১৮০.৮০-তে। সেনসেক্স

তার সর্বকালীন উচ্চতা ৮৫,৯৭৮.৭৫ পয়েন্ট থেকে প্রায় ৫৮৫০ পয়েন্টের পতনের পর দাঁড়িয়েছে ৭৯,৪০২.২৯ পয়েন্টে।

এফএমসিজি সেক্টরের প্রায় সমস্ত কোম্পানির ফলাফল বিনিয়োগকারীদের হতাশ করছে। এইসব কোম্পানি যেমন হিন্দুস্থান ইউনিলিভার, নেসলের প্রফিট তেমন আহামরি হয়নি। সাধারণত যে সেক্টরগুলি ডিফেন্সিভ সেক্টর হিসেবে পরিচিত এবং বাজারে পতন আসলে অপেক্ষাকৃত কম পতন হয়, সেই সমস্ত কোম্পানিতেই লাগাতার পতন চলছে। বিগত একমাসে হিন্দুস্থান ইউনিলিভারের শেয়ার দরে পতন এসেছে ১৫.২৬ শতাংশ। নেসলে ইন্ডিয়াতে গত একমাসে পতন এসেছে ১৬.১৯ শতাংশ। অগাস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে অতিবৃষ্টি হওয়ার ফলে বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে যা এই কোম্পানিগুলির প্রফিট মার্জিন কমিয়ে দিয়েছে। ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারদর গত একমাসে পতন দেখেছে ৯.১৫ শতাংশ।

শুক্রবার যে কোম্পানিগুলিতে সবাধিক পতন আসে তার মধ্যে রয়েছে ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক (-১৮.৬৩ শতাংশ), পুনাওয়ালা ফিনকর্প (-১৫.৮১ শতাংশ), আদানি এন্টারপ্রাইজেস (-৪.৮৩ শতাংশ), বিপিসিএল (-৪.৭১ শতাংশ), সূর্যোদয় স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক (-১২.৫ শতাংশ), ভিএসটি (-৯.৬৬ শতাংশ), ইউফ্লেক্স (-৭.৬৮ শতাংশ), ডিক্সন টেকনলজি (-৭.৪৩ শতাংশ), আইএফবি ইন্ডাস্ট্রিজ (-৭.২২ শতাংশ) প্রভৃতি। আরেকটি সেক্টর যেটা বিনিয়োগকারীদের চিন্তা বৃদ্ধি করেছে তা হল মাইক্রোফিন্যান্স ইনস্টিটিউশনস। এই সেক্টরে বিভিন্ন কোম্পানি যেমন ক্রেডিট অ্যাক্সেস গ্রামীণ, উজ্জীবন স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক, এইউ স্মল ফিন্যান্স-- সবগুলিতে দীর্ঘদিন ধরেই সংশোধন চলছে। শুক্রবার বহু শেয়ার নতুন করে তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছোঁয়। এর মধ্যে রয়েছে হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া, ভোদাফোন আইডিয়া, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক, বন্ধন ব্যাংক, বাজাজ হাউসিং ফিন্যান্স, জি এন্টারটেনমেন্ট, আরবিএল ব্যাংক, টানলা প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

নিষিদ্ধ শব্দবাজি আটক, ধৃতের জামিন কোর্টে

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ শব্দবাজি সহ এক মুদিখানা ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম বিজয় সাহা। শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ ঠাকুরনগর এলাকায় অভিযান চালায়। সেইসময় বাইকে করে বাজি নিয়ে এসে ওই ব্যবসায়ী দোকানে ঢুকছিলেন। সেই সময় হাতেনাতে পাকড়াও হন ওই ব্যবসায়ী। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকার নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার হয়েছে। ধৃতকে শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জামিন পেয়ে যান বিজয়।

সাধারণ বিমার অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সভা

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : শনিবার জেনারেল ইনসুরেন্স পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ইস্টার্ন জোনের শিলিগুড়ি ইউনিটের জেনারেল বডি মিটিং আয়োজিত হল। ন্যাশনাল ইনসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের শিলিগুড়ি ডিভিশনাল অফিসে আয়োজিত এদিনের মিটিংয়ে জেনারেল ইনসুরেন্স পেনশনার্স অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন সেক্রেটারি উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটি সেক্রেটারি শ্যাম মাথুর, অ্যাসোসিয়েশনের ইস্টার্ন জোনের সম্পাদক পীযূষকান্তি চৌধুরী, সহ সম্পাদক তপতী গুপ্ত সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মিটিং প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি ইউনিটের সেক্রেটারি সলিল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বেশ কিছু দাবিও তোলা হয়েছে, সেখানে ফ্যামিলি পেনশন ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করার দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়াও মেডিক্লেমের প্রিমিয়াম ইনস্টলমেন্টে করার দাবি করা হয়েছে। পেনশনার্স আপগ্রেডেশনের দাবিও জানানো হয়েছে।'

প্রাক-দীপাবলি রঙ্গোলি উৎসব

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : প্রাক-দীপাবলি উপলক্ষ্যে মাল্টিওপলিস ও ডাব্বাওয়ালির যৌথ উদ্যোগে রঙ্গোলি ফেস্টিভালের আয়োজন করা হল। শনিবার সেবক রোডের একটি মলে আয়োজিত এই ফেস্টিভালের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। রঙ্গোলি প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে। মাল্টিওপলিসের তরফে ঐন্দ্রিলা রায় মুহুরি জানান, দ্রুত প্লে-স্টোরে আমাদের অ্যাপ পাওয়া যাবে। সেখানে আমাদের বিভিন্ন সার্ভিস সম্পর্কে ব্যবহারকারীরা জানতে পারবেন। এদিন মাল্টিওপলিসের নতুন পরিষেবা মেডিসিন-ম্যান চালু করা হয়।

শিশুর মুখের গ্রাসে থাবা

শিশুর পুষ্টির জন্য শহরের বেশিরভাগ মায়ের ভরসা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের শিশুখাদ্য। আর দিনদিন এই শিশুখাদ্যের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে অনেক পরিবারকে। নতুন বাবা-মাকে বিপাকে ফেলার জন্য কেউ কেউ চিকিৎসকদের দায়ী করছেন। অভিযোগ উঠেছে চিকিৎসকরা পুষ্টির দোহাই দিয়ে বিনা প্রয়োজনেও শিশুখাদ্যের নিদান দিচ্ছেন, বিভিন্ন মহলের সঙ্গে কথা বলে এ বিষয়ে আলোকপাত করলেন তমালিকা দে।

মাতৃদুগ্ধের বিকল্প?

মাতৃদুগ্ধের বিকল্প হিসেবে বেশিরভাগ চিকিৎসক বিভিন্ন ব্র্যান্ডের শিশুখাদ্য খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ছয়মাসের শিশুর জন্য মাসে প্রায় সাড়ে তিনহাজার টাকার শিশুখাদ্য কিনতে হচ্ছে পরিবারকে। শিশুখাদ্যের দাম না কমার জন্য সমস্যায় পড়তে হয়েছে মধ্যবিত্ত বাবা-মায়েদের।

বেতনে কুলোয় না

হাকিমপাড়ার বাসিন্দা দেবার্ঘ্য মজুমদার বলেন, 'আমি একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করি। আটমাসের শিশুকে শিশুখাদ্য খাওয়ানোর জন্য ডাক্তারের পরামর্শ রয়েছে। প্রতিদিন খাওয়াতে হলে মাসে চার থেকে পাঁচ প্যাকেট শিশুখাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু যা বেতন পাই তা দিয়ে এত দাম দিয়ে খাবার কেনা সত্যিই সম্ভব হচ্ছে না।'

অপারগ বাবা

দেবার্ঘ্যর মতো সমস্যায় পড়েছেন শান্তিপাড়ার ভোলা দাসও। তিনি জানান, একবছরের মধ্যে শিশুর খাবারের দাম অনেকটাই বেড়েছে। এভাবে দাম বাড়তে থাকলে শিশুকে এই খাবার নিয়মিত খাওয়ানো সম্ভব হবে না।

তিন হাজারের বেশি

পাঁচ বছর বয়সের আয়ুস সরকারকে তিন বছর পর্যন্ত যখন এই বেবিফুড কিনে খাওয়াতে হয়েছিল তখন তিন হাজার টাকার মধ্যে হয়ে যেত বলে তার মা মিতা সরকার জানান। তবে এক বছরের মধ্যে যেন সেই দামও প্রায় সত্তর টাকার মতো বেড়ে গিয়েছে। দামের দিকে তাকিয়ে ডাক্তারি পরামর্শ থাকলেও অনেক বাবা-মা শিশুর মুখে এই খাবার তুলে দিতে পারছেন না।

পদক্ষেপ দাবি

বেঙ্গল কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (বিসিডিএ) দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্যরা এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিকের কাছে ইতিমধ্যেই একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন। সংগঠনের দাবি, শিশুখাদ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারি পদক্ষেপ হোক।

সমস্যা কবুল

দিনদিন বেবিফুডের দাম বেড়ে যাওয়ায় মধ্যবিত্ত বাবা-মায়েদের এই সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন ওষুধ ব্যবসায়ীরা। বিসিডিএ-র দার্জিলিং জেলা কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক বিজয় গুপ্তা বলেন,'পাউডার জাতীয় শিশুখাদ্যের উপর ১৮ শতাংশ জিএসটি দিতে হয়। যার ফলে দাম অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। এর প্রতিবাদ আমরা লাগাতার জানাচ্ছি। শিশুদের খাবারের উপর থেকে এত চড়া জিএসটি সরানো হলে দাম অনেকটাই কমবে।'

নজর দিন

বিসিডিএর তরফে আরও জানানো হয়েছে, তরল দুধের উপর কোনও জিএসটি লাগছে না কিন্তু পাউডার জাতীয় শিশুখাদ্যে সেখানে এত বেশি জিএসটি কেন প্রসাশনকে এ ব্যাপারে নজর দেওয়া উচিত। যদিও এব্যাপারে আইনজীবী সঞ্জীব চক্রবর্তী জানান, বেবিফুডের উপর ১৮ শতাংশ জিএসটি একেবারেই ঠিক নয়। এর ফলে অনেক বাবা-মায়েদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

অনেকটা বেড়েছে

ওষুধ ব্যবসায়ী দীপক প্রধান জানান, পরিচিত ব্র্যান্ডগুলোর পাউডার জাতীয় শিশুখাদ্যের দাম অনেকটাই চড়া একথা সত্যি। পাশাপাশি দামও কয়েকমাসে অনেকটা বেড়েছে। যার ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারের বাবা-মায়েদের সমস্যা পড়তে হচ্ছে।

ডাক্তারদের কথা

ঘরোয়া খাবার

ছয়মাস বয়সের আগে যদি কোনও বাচ্চার পুষ্টির জন্য এই বেবি ফুডের দরকার পড়ে তখন বাবা-মাকে তা খাওয়ানোর কথা জানানো হয় কিন্তু ছয়মাস পর থেকে কীভাবে ঘরোয়া তৈরি খাবারে শিশু এই পুষ্টি পাবে সে সম্পর্কে আমি বাবা-মাকে জানিয়ে থাকি।

-ডাঃ সঞ্জয় চৌধুরী, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ

প্রতিকূল প্রভাব

দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে শিশুখাদ্যের প্রতিকূল প্রভাব থাকলেও ঘরোয়া খাবারে তেমন ভয় থাকে না।

-ডাঃ শুভ্রপ্রকাশ দে

বিকল্প খাবার

বিশেষ ঘটনা যেমন কেউ যদি শিশু দত্তক নেন, কোনও মায়ের কেমো থেরাপি চলে এছাড়া কোনও মায়ের যদি মানসিক অবস্থা ঠিক না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে চিকিৎসক পরিস্থিতি বিচার করে কোনও বিকল্প খাবার হিসেবে কোনও বেবিফুডের পরামর্শ দিয়ে থাকি।

-ডাঃ শ্রেয়সী সেন, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ

চিকিৎসকদের জল্লাদ আখ্যা

ইসলামপুরে বিতর্কে শাসকদলের নেতা

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৬ অক্টোবর : দলের বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠানের মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরজি কর কাণ্ডে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন ইসলামপুর শহর তৃণমূলের সভাপতি গঞ্জেস দে সরকার। শনিবার ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ইসলামপুর শহর তৃণমূল এবং তৃণমূল যুব কংগ্রেস কমিটি। সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শহর তৃণমূলের সভাপতি গঞ্জেস বলেন, 'আরজি করের ঘটনার পর ডাক্তারদের ভূমিকা আমরা বাংলার মানুষ দেখতে পেলাম, এরা জল্লাদের থেকেও অধম। তাঁদের আন্দোলনের ফলে ৩৪ জন মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছেন। তাঁরা অবস্থান থেকে অনশন, এই নাটকগুলি করে বাংলায় একটি অস্থির বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা করছেন।'

এই বক্তব্যের নিন্দা করে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ইসলামপুর শাখার সম্পাদক ডাঃ সায়ন্তন কুণ্ডু বলেন, 'সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন কে ঠিক, কে ভুল। এই বক্তব্যকে আমরা অপমানজনক হিসেবে নিচ্ছি এবং এই মন্তব্য করে তিনি ডাক্তারদের ঐক্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রশাসনিকভাবে যে দলটি দায়িত্বে রয়েছে তাদের নেতারা এভাবে আক্রমণ করলে আমরা সমস্ত চিকিৎসক সংগঠন সংঘবদ্ধ হয়ে এই আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

এই প্রসঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'যদি শহর তৃণমূলের সভাপতি এমন মন্তব্য করে থাকেন, তাহলে সেটা একদমই উচিত হয়নি। বিচার আমরা সকলেই চাই। তাই ডাক্তারদের অরাজনৈতিক আন্দোলনকেও আমরা সমর্থন করছি।'

মালাবার গোল্ডের শোরুমের উদ্বোধন

শোরুম উদ্বোধনে মেয়র গৌতম দেব। –সংবাদচিত্র

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : ধনতেরাসের আগে শিলিগুড়িবাসীর জন্য সুখবর। বিখ্যাত জুয়েলারি ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে অন্যতম মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস এবার শিলিগুড়িতে। শনিবার সেবক রোডে স্বনামধন্য এই জুয়েলারি কোম্পানির উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব।

মালাবার গ্রুপের চেয়ারম্যান এমপি আহমেদ বলেন, 'গয়নাপ্রেমীরা এখানে বিভিন্ন ডিজাইনের গয়না পাবেন।' উৎসবের মরশুমে উদ্বোধনী অফার থাকছে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত। এছাড়াও নির্দিষ্ট টাকার কেনাকাটার উপরে থাকছে সোনার কয়েন পাওয়ার সুযোগ। সপ্তাহে প্রত্যেকদিনই শোরুম খোলা থাকবে। মেয়র ছাড়াও এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

একাধিক ওয়ার্ডে চুরির অভিযোগ

পানীয় জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : দীর্ঘদিন ধরেই পুরনিগমের পানীয় জল পাম্পসেট লাগিয়ে চুরি করে নেওয়া হচ্ছিল। এর জেরে ওই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা বাড়ছিল। অভিযোগ পেয়েই শুক্রবার অভিযান চালিয়ে সেই পাঁচটি বাড়ির পানীয় জলের সংযোগ কেটে দিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে চারটি এবং চার নম্বর ওয়ার্ডে একটি বাড়ির পানীয় জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। শহরজুড়ে জল চুরি রুখতে পুরসচিব অনাবিল দত্তকে বরোভিত্তিক নজরদারি দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। কালীপুজোর পরেই দল গঠন করে মাঠে নামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গৌতমের বক্তব্য, 'আমরা পুর আইনটা দেখছি। এভাবে জল চুরি করলে কী পদক্ষেপ করা যায় তার জন্যে আধিকারিকরা দেখছেন। এরপর আমরা জরিমানা এবং আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা শুরু করব।' পুরনিগমের জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত বলেন, 'পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড থেকে অভিযোগ পেয়ে আমরা গিয়েছিলাম। এলাকা ঘুরে দেখি একাধিক জায়গায় জল চুরি হচ্ছে।'

শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় এমনিতেই পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। যে কারণে জলের ট্যাংক পাঠিয়ে একাধিক এলাকায় পরিস্থিতি সামাল দিতে হচ্ছে পুরনিগমকে। এরমধ্যে সব থেকে বেশি সমস্যা রয়েছে পুরনিগমে চার, পাঁচ ও সাত নম্বর ওয়ার্ডে। এমনিতেই পানীয় জলের সমস্যা, তার মধ্যে চার এবং পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে একাধিক বাড়িতে পাম্পসেট লাগিয়ে জল টেনে নেওয়ায় এলাকায় জলসংকট দেখা দিয়েছিল।

এলাকারই এক ব্যক্তির নজরে আসে একটি বাড়িতে পাম্প লাগিয়ে পুরনিগমের পানীয় জল টেনে নেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি লক্ষ করেই পুরনিগমে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যক্তি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুর আধিকারিকরা চার এবং পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন। সেখানে তাঁরা পাঁচটি বাড়িতে এই পদ্ধতিতে জল টেনে নিতে দেখেন। হাতেনাতে ধরা পড়তেই প্রত্যেকের জলসংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, প্রতিটি বরোতে দল গঠন করে প্রথমে মাইকিং ও পরবর্তীতে নজরদারি করতে বলা হয়েছে। পুরনিগমের কোথাও ফের এই ধরনের কিছু নজরে এলে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে।

প্রতিবাদ মিছিলে হাতেগোনা লোক

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : প্রচারে কোনও খামতি রাখা হয়নি। আরজি করের ঘটনায় দ্রুত বিচারের দাবিতে সিবিআইয়ের ওপর চাপ বাড়াতে শনিবার দুপুরে বাঘা যতীন পার্ক থেকে প্রতিবাদ মিছিল ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সেভাবে সাড়া মিলল না। দুর্গাপুজোর আগে শহরে যে ক'টি মিছিল, কর্মসূচি হয়েছে, প্রায় প্রত্যেকটি জায়গায় সাধারণ মানুষের ঢল নেমেছিল। অথচ এদিন নাইট ইজ আওয়ার্স-শিলিগুড়ি হোক প্রতিবাদ মঞ্চ, সিটিজেন ফর জাস্টিস-এর ডাকা যৌথ মিছিলে হাতেগোনা কয়েকজনকে পা মেলাতে দেখা গিয়েছে।

এদিনের মিছিলে এমন অনেকজনকেই দেখা গিয়েছে, যাঁদের রাজনৈতিক পরিচিতি রয়েছে। মিছিল দেখে অনেকের প্রশ্ন, তবে কি উৎসবের মাঝে শহরের মানুষের মন থেকে 'অভয়া'র বিচারের দাবি ক্রমশ আবছা হচ্ছে? স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া যে অনেকটাই কমেছে, এ ব্যাপারে আর কোনও সন্দেহ নেই।

যদিও প্রতিবাদের ঝাঁঝ কমে যায়নি বলে দাবি আয়োজকদের। নাইট ইজ আওয়ার্স-শিলিগুড়ির সভাপতি কোয়েল রায় বলেন, 'মিছিলে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। গ্রাম থেকে মহিলারা পা মেলাতে এসেছেন। আমরা উৎসবে মেতে অভয়ার বিচারের দাবির কথা ভুলে গিয়েছি- এমনটা যাতে কেউ না ভাবেন, সেই কারণেই মিছিল ডাকা হয়েছে।'

এই সংগঠনগুলির ডাকে শিলিগুড়িতে অগুনতি প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে এর আগে। রাত দখল, ভোর দখলের মতো কর্মসূচি হয়েছে। যেখানে সাধারণ মানুষ রাজনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু উৎসবের মরশুম শুরুর পর থেকে প্রতিবাদ কর্মসূচি যেমন কমেছে, তেমনই অনেকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নিজেদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে।

এদিনের মিছিল মাইকিং করা হয় ও সমাজমাধ্যমে প্রচার চালানো হয়। তারপরেও সেভাবে সাড়া না মেলায় প্রশ্ন উঠেছে। এদিন দেড়টা থেকে মিছিল থাকলেও তা শুরু হয় প্রায় তিনটে নাগাদ।

সিটিজেন ফর জাস্টিসের তরফে সাথি রায় বলেছেন, 'আগের মতো বড় জমায়েতের পথে না গিয়ে ছোট ছোট আকারে প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে। আরজি করের ঘটনার পরেও একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা সামনে এসেছে। সামগ্রিকভাবে নারী নিরাপত্তার দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলছে। ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাতে সাধারণ মানুষ শামিল হচ্ছেন।' প্রতিবাদ কর্মসূচি লাগাতার চলবে বলে জানিয়েছে সংগঠনগুলি।

আরজি কর নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল। শনিবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

আহত দুই

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : চারচাকা গাড়ি নিয়ে ওভারটেক করতে গিয়ে সামনে পড়ে যাওয়া ডাম্পারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন দুজন। শনিবার শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফুলবাড়ি সংলগ্ন আমায়দিঘি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। আহতদের স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসা চলছে।

সিকিমে ট্রেকিংয়ে গিয়ে মৃত্যু পর্যটকের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : সিকিম পাহাড়ে ট্রেকিং করতে গিয়ে মৃত্যু হল এক পর্যটকের। উত্তর ২৪ পরগনার কাচরাপাড়ার বাসিন্দা পেশায় বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কর্মী বিপ্লব বাগচী (৩২) মারা যান শুক্রবার ভোররাতে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রেকিংয়ের উদ্দেশ্যে একটি সংস্থার মাধ্যমে চারদিন আগে সিকিমে গিয়েছিলেন বিপ্লব। বৃহস্পতিবার রাতে আরও অনেকের সঙ্গে তিনিও নেপাল লাগোয়া বাংলা-সিকিম সীমানায় থাকা গোরখেতে ট্রেকিং সম্পন্ন করেন। কিন্তু এরপরই তাঁর শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা শুরু হয়। সোমরাভিসা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শনিবার গ্যাংটকের এসএনটি হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে দেহটি তুলে দেয় সিকিম পুলিশ। অস্বাভাবিক মৃত্যু নথিভুক্ত করে পুলিশের তরফে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

ঘটনায় পর্যটন সংস্থাটির বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছে বিপ্লবের পরিবার। তাঁর দাদা গোবিন্দ বাগচীর অভিযোগ, 'ট্রেকিংয়ের আগে শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষা করা হলে বা ট্রেকিংয়ের জায়গায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিকাঠামো থাকলে, এমন অঘটন ঘটত না।' মামলা করার ব্যাপারে কলকাতায় ফিরে আইনজীবীদের সঙ্গে তাঁরা কথা বলবেন বলে জানান তিনি।

পাহাড়ে চড়ার সক্ষমতা, শ্বাসকষ্টজনিত কোনও রোগ রয়েছে কি না এবং মেডিকেল হিস্ট্রি দেখে নিয়েই কার্যত ট্রেকিংয়ের ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা যে মানা হয় না তার প্রমাণ অতীতেও মিলেছে। দু'বছর আগে সান্দাকফুতেই ট্রেকিং করতে গিয়ে পৃথক ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট হইচই হয়। যার জন্য ট্রেকিং এলাকায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার ওপর জোর দেয় গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। যদিও তা কতটা কার্যকর হয়েছে, তা নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন রয়েছে। সিকিম সরকারের তরফেও ট্রেকিংয়ের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধির ওপর জোর দেওয়ার কথা বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু ঘোষণা এবং বাস্তবের মধ্যে যে অনেক ফারাক রয়েছে, তা এক পর্যটকের মৃত্যুতে নতুন করে প্রমাণিত। অনেক পর্যটন সংস্থা যে বিধিনিষেধের তোয়াক্কা করে না, তাও সামনে চলে এসেছে।

২১ অক্টোবর পশ্চিম সিকিমের উত্তরা থেকে ট্রেক শুরু করেছিলেন বিপ্লব। বুধবার বাকিদের সঙ্গে তিনিও গোরখেতে পৌঁছান। প্রায় ৫০ কিলোমিটার পথ চলার ক্ষেত্রে তেমন কোনও সমস্যা না হলেও ট্রেকিং শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তিনি অসুস্থ বোধ করেন। শুরু হয়ে যায় তাঁর শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা। বিষয়টি তিনি জানান সহযাত্রীদের। বিপ্লবের ভাই বিমান বলছেন, 'ওখানে কোনও স্ট্রেচার ছিল না। বাঁশ এবং কাঠ দিয়ে মাচা তৈরি করে দাদাকে দূরের একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মাচা বানাতে অনেকটা সময় লেগে গিয়েছে। নাহলে হয়তো দাদাকে বাঁচানো যেত।'

ওই পর্যটন সংস্থাটির তরফে ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'গোরখেতে কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকাতেই দূরের সোমরাভিসা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হয়।'

সেইসঙ্গে তাঁর দাবি, 'ট্রেকিংয়ের আগে প্রত্যেকের কাছ থেকেই স্বাস্থ্য ফিটনেস সংক্রান্ত লিখিত সেলফ ডিক্লারেশন নেওয়া হয়েছিল। সেসময় শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কথা তিনি জানাননি। জানতে পারলে তাঁকে কখনোই ট্রেকিংয়ের অনুমতি দেওয়া হত না।'

ছাত্রীকে দিয়ে জুতো সাফ

স্কুল ঘেরাও, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

বিধান ঘোষ

হিলি, ২৬ অক্টোবর : অভাবনীয়। ছাত্রীকে দিয়ে জুতো পরিষ্কার করানোর অভিযোগ উঠল শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় শনিবার সকালে হিলির লস্করপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ব্লক স্কুল ইনস্পেক্টরের প্রতিনিধি, পুলিশ ও পঞ্চায়েত সদস্য। ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার দাবি করেন বিক্ষোভকারীরা। বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করা হবে বলে আধিকারিকরা আশ্বাস দেন।

অভিভাবকরা জানান, শুক্রবার বিকেলে লস্করপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকার জুতোয় চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীর পা লেগে যায়। আর তারপর ওই ছাত্রীকে দিয়ে শিক্ষিকা জুতো পরিষ্কার করিয়ে নেন। ঘটনাটি অভিভাবকদের নজরে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। শনিবার সকালে স্কুল খোলার সময় মূল ফটকের সামনে জড়ো হন অভিভাবকরা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা আসলেও অন্য দুই সহকারী শিক্ষিকা দেরিতে আসেন। তাতে ক্ষোভ আরও বাড়ে। আগের দিনের ঘটনায় জড়িত শিক্ষিকা ত্রিনয়নী সাহা কুণ্ডু স্কুলে আসতেই অভিভাবকদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। অভিভাবকদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডাতেও জড়িয়ে পড়েন তিনি। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে স্কুলে পৌঁছায় হিলি থানার পুলিশ ও হিলি স্কুল পরিদর্শকের প্রতিনিধিরা। পুলিশের হস্তক্ষেপে ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় কিছুক্ষণ পরে। পঠনপাঠন শুরু হয়।

ঘটনার প্রসঙ্গে হিলি বিদ্যালয় পরিদর্শক সুমন সেনগুপ্ত বলেন, 'স্কুলে আমার প্রতিনিধি গিয়েছিলেন। পরিস্থিতি আপাতত স্বাভাবিক হয়েছে। সোমবার লিখিত অভিযোগ করবেন অভিভাবকরা। তারপরে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক পদক্ষেপ করা হবে।'

নির্যাতিতা ছাত্রীর অভিভাবক মেহেবুবা খাতুন বলেন, 'গতকাল

প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘেরাও অভিভাবকদের।

আমার মেয়ে ক্লাস রুমে খেলার সময় শিক্ষিকার জুতোয় পা দেয়। সেকারণে ওই শিক্ষিকা আমার মেয়েকে সাবান গুঁড়ো, জল দিয়ে নিজের জুতো ঘষে ঘষে পরিষ্কার করিয়ে নিয়েছেন। একটি ছোট মেয়ে জুতোয় পা দিয়েছে বলে একজন শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে এমন আচরণ কেন করবেন। তাই আমরা ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছি।' একই সঙ্গে অভিভাবকরা জানান, স্কুলে শিক্ষিকারা সঠিক সময়ে আসেন না। মিড-ডে মিলের সুব্যবস্থা হয় না। পঠনপাঠন হয় না। অব্যবস্থায় স্কুলটি চলছে। আমরা প্রশাসনের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করছি।

নিজের কীর্তির সাফাই দিতে গিয়ে সহকারী শিক্ষিকা ত্রিনয়নী সাহা কুণ্ডু বলেন, 'আমার জুতো খুলে রাখা ছিল। আমি স্কুলে চটি পড়ে হাঁটি। এক ছাত্রী আমার জুতোটি পাড়িয়ে দিয়েছিল।

আমার জুতোয় বিষ্ঠা লেগেছিল। ওই ছাত্রীর জুতোতেও বিষ্ঠা লেগেছিল। তাই আমি ওঁকে বলি তোর জুতো যখন ধুবি তখন আমার জুতোও গুঁড়ো সাবান দিয়ে ধুয়ে দে। বিষয়টি নর্মাল। আমি অন্য কিছু ভেবে করিনি। যদি অন্যায় করে থাকি তাহলে ভবিষ্যতে আর করব না। কিন্তু ওর আর আমার জুতোয় বিষ্ঠা লেগে গিয়েছিল, সেটা আমার পক্ষে ধোয়া সম্ভব ছিল না।' যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি একইসঙ্গে দাবি করছেন বিষয়টি স্বাভাবিক, আবার জানাচ্ছেন অন্যায় হলে ভবিষ্যতে আর করবেন না। অজুহাতের এই বিচিত্র রকমফেরে স্তম্ভিত শিক্ষা মহল।

মাদক সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৫১৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম বিলাল শেখ, মহম্মদ আখরুজ জামান ও কৃষ্ণ বর্মন। বিলাল ও মহম্মদ আখরুজ জামান কালিয়াচকের বাসিন্দা। কৃষ্ণ কোচবিহারের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন রাতে মাটিগাড়া থানা এলাকার তুম্বাজোতের জোড়া সেতুর কাছে ওই তিন দুষ্কৃতী একটি স্কুটারে করে ওই ব্রাউন সুগার বিক্রি করতে এসেছিল। এদিকে গোপন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর চলে যায়। এরপরই মাটিগাড়া থানার পুলিশ এসে ওই তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। স্কুটারটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

শান্তি বৈঠক

কিশনগঞ্জ, ২৬ অক্টোবর : দেওয়ালি, ছটপুজো ও গুরুনানক জয়ন্তীকে সামনে রেখে শনিবার কিশনগঞ্জ সদর থানায় শান্তি কমিটির বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শহরের পুজো কমিটিগুলির সদস্য, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশের পদক্ষেপ

কিশনগঞ্জ, ২৬ অক্টোবর : আদালতের নির্দেশে সেক্সটরশনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করল কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ। সম্প্রতি কিশনগঞ্জে সেক্সটরশনের অভিযোগ ওঠে। একটি চক্র এতে জড়িত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই চক্রের মহিলারা বিত্তশালী লোকেদের টার্গেট করত, যৌনতার টোপ দিত তাঁদের। শিকার জালে উঠলে লুকিয়ে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ও ভিডিও তুলে রাখত চক্রের অন্য সদস্যরা। সেই ছবি ও ভিডিও ফাঁসের ভয় দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করত তারা। সম্মানহানির ভয়ে অনেকে সেই টাকা দিয়েও দিতেন।

সেক্সটরশনের শিকার এক ব্যবসায়ী গত মাসে চক্রের পাঁচজনের বিরুদ্ধে সদর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। তদন্তে নেমে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে কিশনগঞ্জ সদর থানা। অভিযুক্ত পাঁচজনের জামিনের আবেদন শুক্রবার কিশনগঞ্জ জেলা আদালত খারিজ করে দিয়েছে। আর পলাতকদের থানায় আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শনিবার কিশনগঞ্জ পুলিশ পলাতকদের বাড়ির সামনে আদালতের নির্দেশনামা সাঁটিয়ে দেয়। মাইকিংও করা হয়। কেউ তাদের খোঁজ পেলে জানাতে বলা হয়েছে থানায়।

টাকা উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ২৬ অক্টোবর : বাইকের ডিকি ভেঙে লুট করা টাকা উদ্ধার করল পুলিশ। শনিবার কাটিহারের কোরায় ঘটনাটি ঘটেছে। কিশনগঞ্জ পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই টাকা উদ্ধার করেছে। পুলিশ সূত্রের খবর, ২২ অক্টোবর বাহাদুরগঞ্জের বইসা গ্রামের বাসিন্দা শিবকুমার পাসোয়ানের বাইকের ডিকি ভেঙে কয়েক লক্ষ টাকা চুরি যায়। মূল অভিযুক্ত পিন্টু পাসোয়ানের বাড়িতে হানা দিয়ে এদিন ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে কিশনগঞ্জ পুলিশ। যদিও অভিযুক্ত পলাতক।

ভিটে নিয়ে

প্রথম পাতার পর

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ২০২১ সালে বর্তমান মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ওই জমি কেনার উদ্যোগ নেন। সেখানে সংগ্রহশালার ধাঁচে একটি ভবন তৈরির কথাও জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিন বছর পেরিয়ে গেলেও সেই উদ্যোগ আজও বাস্তবায়িত হয়নি। এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, 'বর্তমান মালিকপক্ষকে জমির দামের বেশিরভাগই দেওয়া হয়েছে। এখন সমস্ত কাগজপত্র তৈরির কাজ চলছে।'

মৃৎশিল্পীর হাতে রূপ পাচ্ছে মায়ের চরণ। শনিবার কোচবিহার শহরে কুমোরটুলিতে অর্পণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

ইন্টারভিউয়ে ডাক নেই ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের

কারণ নিয়ে বিতর্ক রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৬ অক্টোবর : ফের শিরোনামে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য পদের জন্য আবেদন করেছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই রাজ্যপাল নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য দীপককুমার রায় সহ চার অধ্যাপক। কিন্তু তাঁরা কেউই ইন্টারভিউয়ে ডাক পাননি।

যদিও আরও অনেকের সঙ্গে এই পদে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছে গৌড়বঙ্গ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ থেকে ১৮ জন অধ্যাপককে। তবে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা ডাক পাননি, তাঁরা ১০ বছর প্রফেসার হিসাবে চাকরির যোগ্যতা অর্জন করেননি বলেই দাবি করা হয়েছে।

অন্তর্বর্তী উপাচার্য হিসাবে দীপককুমার রায় দায়িত্বভার নেওয়ার পর সিকিউরিটি এজেন্সি নিয়োগ সহ একাধিক বিষয়ে তৃণমূল শিক্ষা বন্ধু সমিতির সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। এই বিরোধে সাসপেন্ড হয়েছেন তৃণমূল শিক্ষা বন্ধু সমিতির জেলা সভাপতি তপন নাগ। সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে লাগাতার আন্দোলনে নামেন শিক্ষাকর্মীরা। সাসপেন্ড হয়েছেন রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক অচ্যুমোহন রায়চৌধুরীও। রাজ্য সরকারকে এড়িয়ে রাজ্যপালের একতরফা ভিসি নিয়োগের বিরুদ্ধে উচ্চশিক্ষা দপ্তর যখন মামলা করে, তখন আনন্দ বোসের মামলা লড়ার খরচ তুলে দিয়েছিলেন দীপকবাবু। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ড থেকে মোটা অঙ্কের তহবিল দিয়েছিলেন রাজভবনের হাতে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য পদে ইন্টারভিউয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউই ডাক পাননি।

ডাক পেয়েছেন অর্ণব সেন, সুভাষ রায়, রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ পটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক। ১৬ থেকে ১৮ জন অধ্যাপক ইন্টারভিউয়ে অংশ নেন।

রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার জানান, 'উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু জানা নেই।' রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের ইন্টারভিউতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কয়জন গিয়েছিলেন এবং আপনি ছিলেন কিনা। এই প্রসঙ্গে অন্তবর্তী উপাচার্য দীপককুমার রায় বলেন, 'এই বিষয়ে আমার কাছে কোনও খবর নেই।'

নির্যাতন নিয়ে রাজনীতির ছোঁয়া জয়গাঁয়

জয়গাঁ, ২৬ অক্টোবর : শনিবার জয়গাঁর সেই নির্যাতিতার বাড়িতে হাজির তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূলের সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেডিএ'র চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মাও। সেই কন্যার দেহটি লোকজনের নজরে এসেছিল গত মঙ্গলবার। তারপর গত চার-পাঁচদিনে তৃণমূলের স্থানীয় দুয়েকজন নেতা এলাকায় গেলেও এতদিন বড় কোনও নেতার পা সেখানে পড়েনি। আবার ঘটনার পরদিনই সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্ট। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক বিজেপির বিশাল লামাও। তবে তাঁদের কিন্তু এলাকার ধারেকাছে ঘেঁষতে দেয়নি পুলিশ।

সামনেই মাদারিহাট উপনির্বাচন। তার আগে জয়গাঁয় নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় রাজনৈতিক রং নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। স্বভাবতই এদিন প্রকাশরা এলাকায় যাওয়ার পর মুখর হয়েছে বিজেপি। মৃতা নির্যাতিতার বাড়িতে প্রথম দিন থেকেই যাওয়ার জন্য মরিয়া ছিলেন বিজেপি নেতারা। এটাই বিধানসভা উপনির্বাচনের ইস্যু হতে পারত তাঁদের কাছে। কিন্তু সেখানে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা চলে যাওয়ায় একপ্রকার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা।

তিনি বলেন, 'পুলিশ সত্যি দলদাস। আমরা সেদিন যেতে চাইলাম, আমাদের আটকে দিল। কিন্তু তৃণমূলের লোকজনকে তো তারাই পৌঁছে দিয়ে এল মেয়েটির বাড়িতে।'

কোন দল আগে পৌঁছাবে নির্যাতিতার বাড়িতে, এই নিয়ে চলছিল এক অন্যরকম প্রতিযোগিতা। এদিন গঙ্গা ও প্রকাশের সঙ্গে ছিলেন জয়গাঁ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অঞ্জু খাতুন ও দলের নেতা, কর্মীরা। প্রকাশ আসছেন দেখে সকাল থেকেই মৃতা নির্যাতিতার বাড়ির সামনে তৃণমূল কর্মীদের আনাগোনা দেখা গিয়েছিল। বেলার দিকে আসেন প্রকাশরা। তাঁদের বড় বড় গাড়ি দেখে এলাকাবাসীরা ভিড় জমাতে শুরু করেন। কারণ এর আগে এলাকায় এত নেতাদের তাঁরা আগে কখনও তো দেখেননি। প্রকাশ ও গঙ্গা মেয়েটির মাকে সান্ত্বনা দেন। ঘটনার বিচার যাতে দ্রুত হয়,

> কল্পনার বাইরে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে। পুলিশ তৎপর হয়ে কাজ করছে। চার অপরাধী ধরা পড়েছে। ন্যায়বিচার দ্রুত হওয়ার জন্য আমি প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছি।
>
> **প্রকাশ চিকবড়াইক**
> জেলা সভাপতি, তৃণমূল

প্রশাসনের কাছে সেব্যাপারে আর্জি জানাবার আশ্বাস দেন প্রকাশ। তিনি বলেন, 'কল্পনার বাইরে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে। পুলিশ তৎপর হয়ে কাজ করছে। চার অপরাধী ধরা পড়েছে। ন্যায়বিচার দ্রুত হওয়ার জন্য আমি প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছি।'

আগে বিজেপির নেতাদের কেন যেতে দেওয়া হয়নি? এই প্রশ্নের জবাবে প্রকাশ বলেন, 'চাইলে আমিও সেদিন আসতে পারতাম কিন্তু আমি পুলিশের কথা শুনেছি।' আর বিশালের হুমকি, 'আমি ও মনোজ টিগ্গা আবার যাব। তখন আমাদের আটকে দেখাক পুলিশ।'

নির্যাতিতার পাড়ায় স্থানীয়দের সঙ্গে জয়গাঁয় প্রকাশ চিকবড়াইক।

সন্তানের মৃত্যুতে উদভ্রান্ত বাবা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : ঠিকঠাক হাঁটতেও শেখেনি মাস কুড়ির শিশুটি। তবুও হামাগুড়ি দিয়ে বাড়ির উঠোনেই খেলছিল। কিন্তু সেই খেলার মাঝেই কখন যে পাশের পুকুরে পড়ে গিয়েছিল তা কেউ টের পায়নি। আচমকা পুকুর থেকে কান্নার শব্দ পেয়ে ছুটে যান প্রতিবেশীরা। তড়িঘড়ি শিশুকে জল থেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য দৌড় লাগান ওর বাবা। প্রতিবেশীদের সাহায্যে বাইকে করে চরচরাবাড়ি পর্যন্ত আসেন। তারপর সেখান থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। হাসপাতালে নিয়ে আসার পরই চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে চিকিৎসকরা ধূপগুড়ি থানায় জানানোর পর পুলিশ মৃতদেহ নিজেদের হেপাজতে নেয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ জলপাইগুড়িতে ময়নাতদন্তের জন্যে পাঠানো হবে। তবে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোনও কিছুই বলতে নারাজ পুলিশ।

শিশুটির পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে পরিবারের অলক্ষে ওই শিশুটি প্রতিবেশী এক শিশুর সঙ্গে খেলছিল। সেই সময় হামাগুড়ি দিতে গিয়ে বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে যায়। কিন্তু ঘটনাটি অভিভাবকদের বলার মতো কেউই ঘটনাস্থলে ছিল না। তাই কেউ জানতেও পারেননি। আচমকা কান্না শুনতে পেয়ে আশপাশের লোকজন বুঝতে পারেন। তখনই শিশুটির বাবা রাওতু মুন্ডা পুকুর থেকে সন্তানকে তুলে দৌড়েই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তখন গ্রামের এক বাসিন্দা বাইক নিয়ে আসেন এবং ওই বাইকে শিশুটিকে নিয়ে রওনা দেন তাঁরা। গধেয়ারকুঠি থেকে চরচরাবাড়ি পর্যন্ত বাইকে আসার পর অ্যাম্বুল্যান্স পেতেই তাতেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালের চিকিৎসকরা দেখেই শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তখনও শিশুকে কোলে আগলে রেখে রাওতু হাসপাতালের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটতে শুরু করেন। শিশু কোলে বাবাকে এমন করতে দেখে হাসপাতালে উপস্থিত বাসিন্দারাও কান্না জুড়ে দেন।

প্রতিবেশী জয়কুমার রায় বলেন, 'অনেক চেষ্টা করেও শিশুটিকে সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়নি। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। সন্তান হারিয়ে তার বাবা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কেউই তাকে সামলাতে পারছে না।'

রাওতু সংসার চালাতে বাইরেই কাজ করতেন। দু'মাস আগে বাড়িতে ফিরে কৃষিকাজ শুরু করেছিলেন। মৃতের বাবার কথায়, 'কী করব, কীভাবে পরিবারকে বোঝাব কিছুই বুঝতে পারছি না। এত ছোট বয়সেই ও চলে যাবে ভাবিনি। এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।'

ত্রিকোণ প্রেমের বলি তরুণ, ধৃত প্রেমিকার মা

প্রথম পাতার পর

তবে শনিবার সকালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় অচিন্ত্যের। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই পরিবারের লোকজন সহ প্রতিবেশীরা ওই কিশোরীর বাড়িতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে অভিযুক্ত কিশোরীর মাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে।

ওই কিশোরী এবং নতুন প্রেমিককে অবশ্য ধরতে পারেনি পুলিশ। ওই দুজনের গ্রেপ্তারের দাবিতে এদিন সন্ধ্যায় থানা ঘেরাও করেন অচিন্ত্যের পরিবার এবং পরিজনরা। থানার সামনে মেঝেতে বসে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে আওয়াজ তোলেন তাঁরা। পরে পুলিশের আশ্বাসে তাঁরা শান্ত হন।

অচিন্ত্যের জেঠু সুবোধ মজুমদার বলছেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত সকল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া না হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা চুপ করে বসে থাকব না। কিশোরী, কিশোরীর মা এবং কিশোরীর প্রেমিকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। আমরা দ্রুত আমার ভাইপোর মৃত্যুর বিচার চাইছি। যদি আমরা বিচার না পাই তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।'

ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস জানিয়েছেন, তিনজনের নামে অভিযোগ জমা পড়েছে। তার মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি দুজন পলাতক।

সিপিএমের ধাঁচে সক্রিয় সদস্যে নজর পদ্মের

প্রথম পাতার পর

বিজেপির একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, দিলীপ ঘোষ, অমিতাভ চক্রবর্তীদের মতো পূর্ণকালীন সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর ক্ষেত্রেও নজর দেওয়া হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে কাদের এই মর্যাদা দেওয়া হবে, তা ঠিক করবে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

'ভাড়া করা সৈনিক দিয়ে যুদ্ধ জেতা যায় না', এই উপলব্ধি থেকেই প্রতিটি জেলায় সক্রিয় সদস্য বাড়াতে চাইছে বিজেপি। শিলিগুড়ির এক নেতা বলছেন, 'সক্রিয় কর্মীর দলের প্রতি যে দায়বদ্ধতা থাকে, তা অন্যদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। তাই ভালো ফল করতে গেলে অবশ্যই দায়বদ্ধ কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রয়োজন।'

শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলছেন, 'সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে কোনও রাজনৈতিক দলই পদক্ষেপ করে। ধারাবাহিক কিছু প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের দলেরও শক্তি বাড়ছে, এটুকুই বলতে পারি।'

জুনিয়ার ডাক্তার বনাম

প্রথম পাতার পর

জুনিয়ার ডাক্তারদের মধ্যে বিভেদ বেআব্রু হল। নতুন সংগঠনটির পিছনে তৃণমূলের মদত আছে বলে অভিযোগ করল ডক্টরস ফ্রন্ট।

ফ্রন্টের অন্যতম নেতা দেবাশিস হালদার শনিবার আরজি করের কনভেনশনে বলেন, 'যারা নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল, শাসকদলের ছত্রছায়ায় থেকে সংগঠন চালায়, তারা এখন সাংবাদিক বৈঠক করছে। এতদিন তারা সামনে আসেনি কেন?' ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম আহ্বায়ক শ্রীশ চক্রবর্তী পালটা বলেন, 'আমরাই প্রথম নির্যাতিতা দিদির বিচার চেয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলাম।'

কিন্তু তাঁর অভিযোগ, 'আমরা বলেছিলাম কর্মবিরতি মানব না। রোগী পরিষেবা অক্ষুণ্ণ রেখে আন্দোলন চালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। তখনই আমাদের বিরুদ্ধে থ্রেট কালচারের অভিযোগ আনা হয়।' থ্রেট কালচারের অভিযোগে যে জুনিয়ার ডাক্তারদের আরজি কর মেডিকেল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তাঁরাই শনিবার নতুন সংগঠনটি গঠন করলেন।

এই সংগঠনটিও খুব শীঘ্র গণকনভেনশন করবে বলে জানানো হয়েছে। নবান্নে ডক্টরস ফ্রন্টের মতো তাদের সঙ্গেও বৈঠক করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে অনুরোধ জানিয়েছে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। দাবি তুলেছে, তাদের বক্তব্যও যেন মুখ্যমন্ত্রী শোনেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সর্বশেষ বৈঠকে জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের অন্যতম নেতা অনিকেত মাহাতো অভিযোগ করেছিলেন, আরজি কর থেকে বহিষ্কৃতরা সবাই নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল। সদ্যগঠিত ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা শ্রীশ পালটা শনিবার অভিযোগ করেন, 'অভয়া দিদির নামে ওরা ৪.৭৫ কোটি টাকা তুলেছে।' তাঁর প্রশ্ন, 'ওরা কি নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল নয়?'

জলপাইগুড়ির বাসিন্দা ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজের জুনিয়ার ডাক্তার সৌম্যজিৎ বণিক বলেন, 'কোনও প্রমাণ ছাড়াই একপক্ষের কথা শুনে আমাদের দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে।' আরজি করের ইন্টার্ন সৌরভকুমার দাসের বক্তব্য, ১৪ অগাস্ট রাতের গণ আন্দোলনের পর পুরোটাই রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। ক্ষমতা দখলের চেষ্টা শুরু হয়। যাঁরা বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, তাঁদেরই 'থ্রেট কালচার'-এ দোষী করা হয়েছে।

আরজি করের গণকনভেনশনে অনিকেত অভিযোগ করেন, রাজ্য প্রশাসন 'থ্রেট কালচার'-এর পক্ষ নিতে চাইছে। ডক্টরস ফ্রন্টের কিঞ্জল নন্দ বলেন, আন্দোলন থামবে না। বিপ্লব চলবে।

তাঁর ভাষায়, 'কেউ কেউ বলছেন, আরজি করে আরেকটা থ্রেট কালচারের জন্ম হচ্ছে। সত্যি তেমন হলে, যে অ্যাসোসিয়েশনের কথা শুনতে পাচ্ছি, তারা যে কথাবার্তা বলার সুযোগ পাচ্ছে, তা পেত না।'

কাটমানিতে কাজে আপস

প্রথম পাতার পর

ঠিকাদারদের যুক্তি, রাস্তার কাজের ক্ষেত্রে এমনিতেই কাঁচামালের দাম বেড়েছে গত কয়েক বছরে। কিন্তু সেই হারে 'রেট' বাড়ায়নি সরকার। ফলে এত টাকা কাটমানি দিতে গিয়ে কাজের সঙ্গে আপস করা ছাড়া আর উপায় থাকছে না তাঁদের কাছে।

২০১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ মন্ত্রী থাকাকালীন উত্তরকন্যা সংলগ্ন একটি বিটুমিনাস রাস্তার কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এলাকায় গিয়ে রাস্তা খুঁড়ে নিম্নমানের কাজ দেখে গৌতম দেব-ঘনিষ্ঠ এজেন্সির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। অতি সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠেছে। তার কারণ হিসেবে কাটমানির তত্ত্বই খাড়া করছে এজেন্সিগুলি।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে রাজ্য সরকার সম্প্রতি ৩৭০ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে। ঠিকাদার সংস্থাগুলির অধিকাংশই এখন ৩৭০ কোটি টাকার ২২-২৩ শতাংশ হিসেব কষতে বসে গিয়েছেন। কারণ কী? একাধিক ঠিকাদার বলছেন, '৮০-৮১ কোটি টাকা তো কাটমানি হিসাবে উত্তরকন্যায় বিভিন্ন টেবিলে জমা পড়বে। আর আমরা প্রচুর ঝঞ্ঝাট সামাল দিয়ে কাজ করে আর কত টাকা ঘরে তুলব?'

ঠিকাদার সংস্থাগুলির অভিযোগ, দপ্তরের শীর্ষস্তরেই ১৪ শতাংশ কাটমানি দিতে হয়। এর মধ্যে দুই শতাংশ টেন্ডার পেপার তৈরি হওয়ার সময়, অর্থাৎ অনলাইনে টেন্ডার আপলোড হওয়ার আগেই দপ্তরে জমা করতে হয়। বাকি ১২ শতাংশ কাজের বরাত হাতে পাওয়ার সময় দিয়ে দিতে হবে। এছাড়াও অফিস থেকে কাজ বের করতে টেন্ডার মূল্যের আরও চার-পাঁচ শতাংশ দিতে হয়। এলাকায় কাজ শুরু হওয়ার আগেই সেখানকার নেতা-নেত্রীদের মুখে পড়তে হয় ঠিকাদারকে। সেখানেও এক-দুই শতাংশ দিয়ে মীমাংসা করতে হয়। কাজ শুরু হওয়ার পরে এজেন্সিকে ধাপে ধাপে টাকা দেওয়া হয়। প্রত্যেক ধাপে দপ্তরে টাকা না দিলে অ্যাকাউন্টস থেকে বিল পাশ হয় না।

প্রতিটি প্রকল্পের কাজ দেখার জন্য একজন করে ইঞ্জিনিয়ার থাকেন। তাঁর অধীনে আবার জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার থাকেন। ঠিকাদারদের বক্তব্য, এই দুজনের রিপোর্টের ভিত্তিতে কাজের পুরো টাকা পাওয়ার বিষয় থাকে। কেন-না এই ইঞ্জিনিয়াররাই এলাকায় গিয়ে কাজের গুণমান খতিয়ে দেখেন। তাঁদের রিপোর্টের ভিত্তিতেই দপ্তর প্রকল্পের ফাইনাল পেমেন্ট দেয়। কাজেই এঁদের খুশি করতেও দুই-তিন শতাংশ টাকা দিতে হয়। আবার উত্তরকন্যায় বিল তৈরির পর পুরো টাকা মেটানোর সময় এলে টাকা দিতে হয়। নতুবা ফাইল এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে যায় না।

এই কাটমানি ইস্যুতে মন্ত্রী উদয়ন গুহকে কটাক্ষ করছেন বিধানসভার বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ। তাঁর কথায়, 'উদয়ন গুহর মতো দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রী এর আগে উত্তরবঙ্গ পায়নি। উনি নিজের দুর্নীতি ঢাকতে ইচ্ছে করে মাঝেমধ্যে কু-কথা বলেন। যেগুলি নিয়ে প্রচার হয়। এর ফলে দুর্নীতি ঢাকা পড়ে যাবে বলে উনি মনে করেন।'

১৬ আয় মন বেড়াতে যাবি
রাজীব চট্টোপাধ্যায়

১৭ ছোটগল্প
কল্যাণময় দাস

১৮ দেবাঙ্গনে দেবার্চনা
পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা : রুবাইয়া জুঁই, অনুভা নাথ, পাপড়ি গুহ নিয়োগী, কল্যাণ দে, মৃড়নাথ চক্রবর্তী, রবীন বসু, জয়ন্ত সরকার, প্রশান্ত দেবনাথ ও হাবিবুর রহমান

আলো-আঁধারের খেলা

পাবলো পিকাসোর চোখে। আলো-আঁধার যখন মিশে যায়, তখন ছবি আঁকলে কেমন আঁকতেন কিংবদন্তি শিল্পী? এআই-এর সাহায্যে তৈরি।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির চোখে। আলো-আঁধার যখন মিশে যায়, তখন ছবি আঁকলে কেমন আঁকতেন কিংবদন্তি শিল্পী? এআই-এর সাহায্যে তৈরি।

উৎসবের আর এক রাত আসছে ক'দিন পরে। কালীপুজো। যা মনে করায় কখনও আলোকে, কখনও অন্ধকারকে। যার মানে হয়ে দাঁড়ায় অন্যরকম। এবারের প্রচ্ছদে সেই আলো-আঁধারির কথা।

যখন আলোক নাহি রে

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

আমেরিকায় সপরিবার নোঙর ফেলতে চেয়েছিল শোভন। কিন্তু অচানক বাঁধন গেল টুটে। তল্পিতল্পা গুটিয়ে, 'রইল তোমাদের আমেরিকা' বলে অনিচ্ছুক বৌ-ছেলেকে টানতে টানতে শোভন দেশে ফেরার বিমানে উঠে বসল! কারণ হিসেবে ও যেটা বলল, সেটা আমি আমার সুদীর্ঘ মার্কিনজীবনে কখনও শুনিনি! শোভনের কৈফিয়ত, আমেরিকায় কোনও স্ট্রিট লাইট নেই। রাস্তাঘাটে আলো না থাকলে নির্ঘাত ভূতে ধরবে! ভূত অন্ধকারেই বর্তমান। খুব দুশ্চিন্তার কথা বটে। সত্যি কলম্বাস, কী বিচিত্র এই আমেরিকা। পথেঘাটে রোশনাই নাই। অথচ বন্ধ দোকান কিংবা তালাবন্ধ বাড়িতে আলো জ্বলে অহর্নিশ। অর্থাৎ অন্ধকারে ভয় আর আলোয় ভরসা!

তবে আঁধারের মতো আলোতেও কিন্তু আর্তি থাকে! আমেরিকায় পাহাড়ি জঙ্গলের সন্নিকটে আমাদের বাড়ি। পাড়ার আলোহীন শুনসান রাস্তায় পথভোলা হরিণরা এসে পড়ে প্রায়ই। চলন্ত গাড়ির একেবারে সামনে পড়ে যায় তারা। পথিমধ্যে বেঘোরে মৃত্যু হয় ওদের। গাড়িচালক সতর্ক হলে অবশ্য কোনও-কোনও হরিণ প্রাণে বাঁচে। তখন গাড়ির হেডলাইটের আলোয় হরিণের চোখ নক্ষত্রের আলোর মতো জ্বলে ওঠে। সেই আলোয় একটা অসহায় আর্তি থাকে, 'বাঁচাও মোরে'!

চোখের আলোয় এমন করুণধারা আমি দেখেছিলাম এক দীপাবলির রাতে। সেই চন্দ্রভূক অমাবস্যায় সুস্মিতা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল কলকাতার হৃষীকেশ পার্কে। সেখানে তখন বিদিশার নিশার মতো নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আমি বললাম, তোকে তো দেখতেই পাচ্ছি না! অমনি সুস্মিতা গান ধরল, 'অন্তরে আজ দেখবো, যখন আলোক নাহি রে'! আমার আর কোনও উপায় ছিল না। আমি ঈষৎ কম্পিত হাতে স্পর্শ করলাম সুস্মিতার ম্যাপলগাছের পাতার মতো করতল। অন্ধকার এমনই ব্যক্তিগত। আর আলো হল বারোয়ারি। হয়তো সেজন্যই পার্ক থেকে বেরিয়ে সুস্মিতা বলল, এবার হাতটা ছাড়। রাস্তায় কত আলোকমালা! আড়াল নেই এতটুকু। আমি সুস্মিতার হাত ছেড়ে দিলাম। আর ঠিক তখনই আমি দেখলাম, ওর চোখের আলোয় সেই আকুল আঁধার! 'কিছুখন আরও না হয় রহিতে কাছে'! সব সময় হাতে হাত রাখা যায় না সুস্মিতা। মাঝেমধ্যে ছায়া গ্রাস করে সব কিছু। আলো আঁধারের দুইটি কূল। এক তীরে তার ঊষা, অন্য তীরে গোধূলি।

অনেক অনেকদিন আগে এরকম একটা আলো আঁধারের সন্ধিসময়ে উত্তম আমার বাড়িতে এসে বলল, গুরু সব শেষ। কী হল? ওর তিন বছরের পুরোনো প্রেমিকা সবিতা হঠাৎ কেন কে জানে উত্তমের হাতে একটা চিরকুট গুঁজে দিয়েছে, 'আমার এ পথ

এরপর ষোলোর পাতায়

আঁধারের মতো আলোতেও কিন্তু আর্তি থাকে! আমেরিকায় পাহাড়ি জঙ্গলের সন্নিকটে আমাদের বাড়ি। পাড়ার আলোহীন শুনসান রাস্তায় পথভোলা হরিণরা এসে পড়ে প্রায়ই। চলন্ত গাড়ির একেবারে সামনে পড়ে যায় তারা। পথিমধ্যে বেঘোরে মৃত্যু হয় ওদের। গাড়িচালক সতর্ক হলে অবশ্য কোনও-কোনও হরিণ প্রাণে বাঁচে।

রোশনাই ছিন্ন করে না নিকষ তমসাকে

সেবন্তী ঘোষ

কালীপুজোয় যে অনার্য দেবীর আঁধার রূপের অর্চনা, মূলস্রোতের দেবদেবীদের মধ্যে তিনি যেন এক আস্ত ব্যতিক্রম। কৃষ্ণ, রাম বা শনি ঠাকুরের মতো তিনি নীলবর্ণ নন, অর্থাৎ মিশ্রিত রং নয় তাঁর। করালবদনা, মুণ্ডমালিনী, স্বল্পবাস, শ্মশানচারী এই স্বাধীন নারীর বিষয়ে যতই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থাক, বাহ্যিক রূপে নিম্নবর্ণের ও দেশজের জয়গানই ধ্বনিত হয়েছে। উমারূপে স্নেহময়ী কন্যা, দুর্গারূপে স্বামী পুত্র কন্যা সহ কাঁচা সোনা বরন রং কিছুই তাঁর নেই। তাঁর আর দুর্গার পতিদেব সেই একমেবঅদ্বিতীয় শিবশম্ভু। সেখানেও কালী ব্যতিক্রম। মহাদেব সেখনে সংসারের কর্তার মতো দেবী দুর্গার মাথার ওপরের চালচিত্রে শোভা পাচ্ছেন না, প্রেমিকের মতো একেবারে পদতলে শয়ান তিনি! আপামর হিন্দু বাঙালির পুজো জৌলুসে দুর্গার পরেই কালীর স্থান। লক্ষ্মী, সরস্বতী, অধুনা গণেশ, বিশ্বকর্মা, শিব, কৃষ্ণ যাঁরই পুজো হোক, কালীপুজো গুহ্য সাধনার অন্তরালের সঙ্গে সঙ্গে মেইনস্ট্রিমেও সমান জনপ্রিয়।

রক্তপানরত শৃগালমূর্তি সঙ্গী করে যে ভয়ংকরীর আগমন, অমাবস্যায় যাঁর আরাধনা, তাবড় তান্ত্রিক সাধক পঞ্চমুণ্ডির আসনে যাঁর প্রতি জীবন সমর্পণ করেছেন, তাঁর পূজার্চনার দিন আলোকমালায় সজ্জিত হয় সারা দেশ। অন্ধকারকে সঙ্গে রেখেই সেই আলো, তা সে প্রদীপের হোক অথবা বিদ্যুৎবাহিত, ভাসিয়ে দেয় চতুর্দিক। মণ্ডপে মণ্ডপে পথেঘাটে যেন আলোর উৎসব। দুঃস্থ গৃহস্থটিও চোদ্দো প্রদীপ কিনে আনে, সাধ্যমতো আলো দিয়ে সাজায়। বিভিন্ন পুজো কমিটির আলোকসজ্জা দেখতে সর্বধর্মের মানুষ বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু এই ক'দিনের সর্বব্যাপী আলোর পেছনেও থেকে যায় অন্ধকার। এত যে রোশনাই, তাও সেই নিকষ তমসাকে ছিন্ন করতে পারে না। তবে ভাবি, আঁধার কি আর আজ প্রথম দেখছি আমরা? সেই কবেকার গুহাবাসী মেয়েটি শিকারে যাওয়া পুরুষটির জন্য পাথরের চাটানে অপেক্ষায় থাকত। জন্তুর সঙ্গে অসম লড়াইয়ে তার পুরুষটি কখনও ফিরত, কখনও বা ফিরত রক্তাক্ত, অশক্ত রূপে বা কখনও ফিরতই না। মশাল নিভে যাওয়া গুহায় মেয়েটি ও তার পরিবারের কাছে সেদিন থেকেই অন্ধকারের শুরু। ফসল ও কর্ষণযোগ্য জমির লড়াইয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বেধে থাকত। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের ইতিহাস যুদ্ধ, হিংসা, পরধন অপহরণ, নারী ও শিশু নিপীড়ন, ধর্ষণ, হত্যায় রক্তাক্ত। কখনও একদল মানুষ দানবের রূপ নিয়েছে, আরেক দল তাকে প্রতিহত করেছে। ন্যায় এনে দেওয়া মানুষটিকে আমরা দেবতা বা রাজা বলতে শিখলাম। আবার কখনও এই কল্যাণময় দেবতা বা রাজা নিজের পরিবারেই উদগ্র

শ্যামাপুজোয়, দীপাবলিতে আলোকমালায় সেজে উঠবে দিগবিদিক। অবশ্যই ফেসিয়াল করা মুখমণ্ডলই বেশি যত্ন পায়। ফাটা পায়ের মতো শহর নগর ছাড়ালেই আলোকরশ্মি স্তিমিত হয়ে আসে। সেখানে মেড ইন চায়না টুনি, আঁধারের জট কাটাতে পারে না। কোটি বাজেটের মণ্ডপের ভিতরে যে ডিজাইনার দেবী, তিনি থাকেন দর্শনের জন্য।

আধিপত্যবাদী, নিষ্ঠুর নৃশংস। কিন্তু আমরা যে ভেবেছিলাম অসংস্কৃত, অমার্জিত, পশুর জীবন থেকে আমরা মানবজীবন লাভ করেছি। বহুচর্চার, বহু মনীষার ত্যাগ ও তিতিক্ষার বহুমূল্যের মানবজীবন। তা যদি হাজার হাজার বছর আগেকার মানবসভ্যতার ভ্রূণাবস্থায় থেকে যায়, তাহলে এই সভ্যতার গর্ব নিয়ে আমরা করবটা কী?

শ্যামাপুজোয়, দীপাবলিতে আলোকমালায় সেজে উঠবে দিগবিদিক। অবশ্যই ফেসিয়াল করা মুখমণ্ডলই বেশি যত্ন পায়। ফাটা পায়ের মতো শহর নগর ছাড়ালেই আলোকরশ্মি স্তিমিত হয়ে আসে। সেখানে মেড ইন চায়না টুনি, আঁধারের জট কাটাতে পারে না। কোটি বাজেটের মণ্ডপের ভিতরে যে ডিজাইনার দেবী, তিনি থাকেন দর্শনের জন্য। পিছনে অনুজ্জ্বল একচিলতে মণ্ডপে ঠাকুরমশাই আর দুটি পুজো কর্তা-কর্ত্রী ছাড়া কারও উপস্থিতি চোখে পড়ে না। পুজো ও ভক্তির ছলে আড়ম্বর প্রদর্শনী যেখানে প্রধান, ক্ষুদ্র মানবক সেখানে মঞ্চাসীন হয়ে পায়ের উপর পা তুলে চিপস আর চা কফি খেতে খেতে দেখে, সুসজ্জিতা দেবীমূর্তি সুপার মডেলের মতো প্যারেড করে চলে যাচ্ছেন। এই বাহ্যিক রোশনাইয়ের ভেতরে আসলে অন্ধকারই বসে থাকে। প্রাকৃতিক ব্যতীত অন্যান্য আলোর আবিষ্কর্তা হল মানুষ। কিন্তু মনের অন্ধকারের সঙ্গে সে লড়াইয়ে জিততে পারল না। এতদিন পরেও সেই আদিম অনুভূতি ঈর্ষা হিংসার ওপরে মানবতাকে স্থান দিতে অপারগ সে। দানবীয় আহ্লাদে সে যে কোনও বিপরীত মতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মতো মহাকাব্যিক উল্লাসে ছিন্ন করে নারীর সম্ভ্রম। বর্শায় গেঁথে নেয় ভিন্ন ধর্মের অজাত শিশুর মুণ্ড। যত দিন যাচ্ছে অকথ্য হিংসার উদযাপনে মেতে উঠছে আপাত স্বাভাবিক মানুষ। হাতির পিঠে জ্বলন্ত মশাল গেঁথে দেয়। শিশুমাংস ভক্ষণ করে। তাহলে এই অমাবস্যায় অশুভ অন্ধকারকে দূর করার জন্যে আলোর উৎসবের অর্থ কী? চারদিকে এত আলো তবু তো অন্ধকার কাটে না। ধানখেতে, পাটখেতে, জলায়, বহুতলে, ম্যানহোলে শিশুকন্যার লাঞ্ছিত শরীর শেয়াল কুকুর ছিঁড়ে খায়। মূক, মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েটিকেও কেউ ছাড়ে না। একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনায় আমরা ইদানীং স্তম্ভিত হওয়াও ভুলে গেছি। যেন এক বিকারগ্রস্ত সভ্যতার দিকে এগোচ্ছি আমরা। কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা, পাহারাদার দিয়েই এই অপরাধ ঠেকানো যায় না, যদি না মানুষের মন পরিবর্তন হয়। শুভ অশুভ বোধ, ন্যায় অন্যায়, মূল্যবোধ তৈরি হয় তখন, যখন সমাজের মাথারা খানিক সৎ হয়। অপরাধ ধরা পড়লে উপযুক্ত কড়া শাস্তির ব্যবস্থা হয়। তথাকথিত আইকনরা, বুদ্ধিজীবীরা কিঞ্চিৎ কম আপসপ্রবণ হয়। সদার্থেই রাজা চোর হলে সংখ্যাগুরু প্রজাও তাকে অনুসরণ করে। আর বাদবাকি

এরপর ষোলোর পাতায়

দুয়োরানি যখন তুমি

শুভ্র মৈত্র

বন্ধুদের সঙ্গে তর্কও জুড়েছে কত, দুর্গা আর কালীকে নিয়ে! অবধারিত পরাজয় জেনেও লড়ে গেছে দুয়োরানি কালীর জন্য। ঠিক কবে যে মেয়েটি কালীকেই ভালোবেসে ফেলল, নিজেও জানে না। দুর্গাপুজোর হইচইয়ের মধ্যে সবাই যখন মাতোয়ারা, তখনও ও আড়ালে কালীপুজোর দিন গুনত। বিসর্জনের পরের বিষণ্ণতা ওকে ছুঁতে পারত না। বরং, ভাবতে থাকত, আর দিন পনেরো পরেই...।

দিদির ওই যে ফর্সা গায়ের রং, যার জন্য তোলা ছিল সবার আলাদা দৃষ্টি আর দিদির গায়ে লেপ্টে থাকা ওর জন্য অনুকম্পা---- বড় হওয়ার আগে ও বোঝেনি। বরং তেড়ে গেছে পাড়ার ছেলেদের দিকে। আত্মীয়রাও এসে যখন মা-কে বলে গেছে, 'তোমার এই মেয়েটির গায়ের রং একটু চাপা হলে কী হবে, মুখটি ভারী মিষ্টি...', আরও বেশি করে সাবান ঘষেছে মুখে, বিকেলের রাস্তায় পাড়ার ছেলেদের নজর টানবে বলে।

বড় হচ্ছিল ও, আর চোখে পড়ছিল বাবা'র কপালে ভাঁজ, নিজের গায়ের রংটা ওর গায়ে ঢেলে দেওয়ায় মায়ের অপরাধী চোখ, পরিবারের অন্য বড়দের চোখে সহানুভূতি। আর কিছু লোভাতুর দৃষ্টি, যারা সান্ত্বনা দিতে চায়। পা ছড়িয়ে কাঁদার দিন তো ছিল ছেলেবেলায়, এখন মেনে নেওয়ার কাল। এখন উৎসব শেষের কাল। ততদিনে খবরের কাগজে নাম উঠেছে ওর, 'উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা'। দিদির ওঠেনি, গর্ব করবে বলে ভেবে রেখেছিল।

গর্ব করার সুযোগ অবশ্য দেয়নি দিদি, রূপক'দার গলায় ঝুলে পড়েছিল বাবা চলে যাওয়ার কয়দিন পরেই। বাড়িটায় এখন ও আর মা। নিজের জন্য একটা আস্ত ঘর বরাদ্দ হলেও মা-কে ধরে না শুলে শিরশির লাগে, ঘুম আসে না।

এমনই শীতের আগমনী সুরে কালীপুজো আসে। যেন উৎসবের রেশ ধরে রাখার আপ্রাণ প্রয়াসে। ওর চোখের সামনে আবার সেজে ওঠে আলো, বেজে ওঠে সংগীত। মাইকে শোনা যায়, 'শ্যামা মা কি আমার কালো রে...', কানে গরম লোহার ছ্যাঁকা লাগে যেন, পুজো পাওয়ার জন্য মা-কেও কালো হলে চলে না তাহলে!

মেয়েটি শুনেছে এই পুজো নিয়ে হাজার রূপকথা। তার সবটাই অন্ধকার দিয়ে রাঙানো। ক্লিন্ন, হেরে যাওয়া মানুষ ভয়ের ক্যানভাসে দেবীমূর্তি আঁকে। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক কালো মেয়ে, যে মরিয়া ঘুরে দাঁড়ায় হাজার অবজ্ঞার চোখের মুখোমুখি।

যেমন দাঁড়িয়েছিল ও নিজে। পাড়ার ছেলেরা, যারা ইস্কুল যাওয়ার সময় ওর জন্য নয়, ওর দিদির জন্য দাঁড়িয়ে থাকত, এসেছিল দলবেঁধে, 'মাসিমা বাড়িটার তো অনেক বয়স হল, কোনদিন ভেঙে পড়বে, এবার তো ছাড়তে হবে।'

- মানে?

এরপর ষোলোর পাতায়

ওর চোখের সামনে আবার সেজে ওঠে আলো, বেজে ওঠে সংগীত। মাইকে শোনা যায়, 'শ্যামা মা কি আমার কালো রে...', কানে গরম লোহার ছ্যাঁকা লাগে যেন, পুজো পাওয়ার জন্য মা-কেও কালো হলে চলে না তাহলে!

আয় মন বেড়াতে যাবি

সুখের পাসওয়ার্ড জানে ভুটান

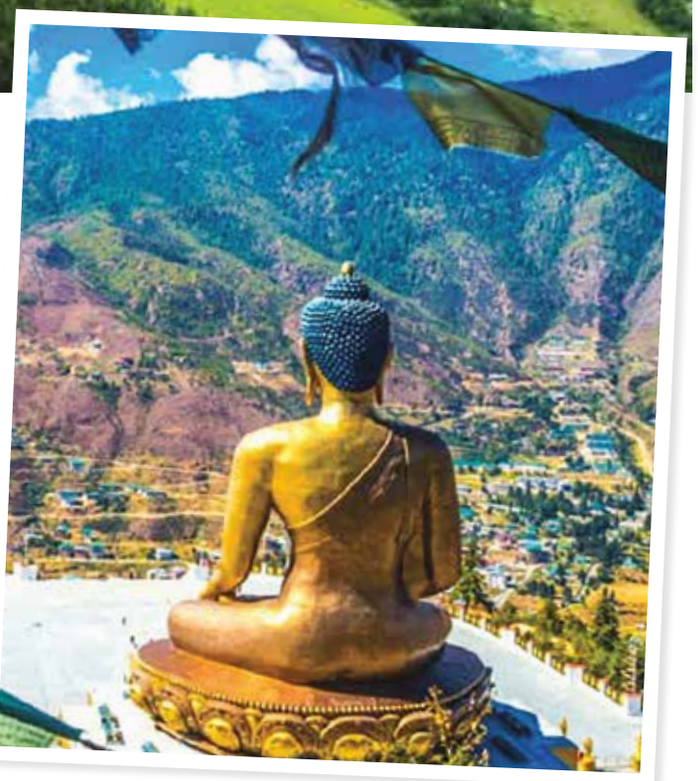

রাজীব চট্টোপাধ্যায়

এখনও ভুটান প্রত্যেক পর্যটকের থেকে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ফি বাবদ প্রতিদিন একশো ডলার ধার্য করে (যা কয়েক দশক ধরে ছিল পঁয়ষট্টি ডলার, পরে বেড়ে হয় দুশো ডলার!)। ভারতীয়দের জন্য অবশ্য অঙ্কটা অনেকটাই কম... ব্যক্তিপ্রতি দিনপিছু বারোশো টাকা।

থিম্পুর রাস্তায় হাঁটলে যে কোনও জেনারেল স্টোরে চোখে পড়বে থরে থরে সাজানো ভারতীয় জিনিসের সম্ভার! তার সঙ্গে ইদানীং পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া থেকে আনা নানা মুদিখানার জিনিসপত্র! রাস্তাঘাট ছিমছাম। সাজানো গোছানো। যে কোনও ইউরোপিয়ান দেশের মতো! দেখছিলাম, নেই ট্রাফিকের চোখরাঙানি! পথে পুলিশের প্রায় দেখাই মেলে না! শৃঙ্খলাবদ্ধ ভুটানি ড্রাইভাররা পথচারীকে জায়গা করে দেন...হর্ন বস্তুটি সম্পূর্ণ বর্জিত!

ষাট শতাংশ পর্যটক ভারত থেকে, অনেকটাই বাংলা ও দক্ষিণ ভারত থেকে। তা সত্ত্বেও রাস্তার মোড়ে মোড়ে ডালভাত বা ইডলি-ধোসার দোকান গজিয়ে ওঠেনি... যেমনটা হয়ে থাকে আর কি! বরং এইসবের সন্ধানে বেরিয়ে আলাপ হতে বাধ্য ইমা দাৎসির সঙ্গে। যা ভুটানের সবচেয়ে জনপ্রিয় (এবং জাতীয়) খাবার! সবুজ লংকা ও চিজ আর চিকেন দিয়ে বানানো হয় এই স্টু! আর পুরো ভুটান পর্কপ্রেমীদের স্বর্গরাজ্য! খাদ্যের বাণিজ্যকরণের টোপ সন্তর্পণে এড়িয়ে গিয়েছে এখানকার বণিক সমাজ! কোনও ছুঁতমার্গ ছাড়াই!

বুক ঠুকে বলে ফেলা যায়, দেশটা দরিদ্র হলেও দারিদ্র্য নিয়ে রাজনীতি নেই। ২০০৭ সালে রাজকীয় আদেশবলে রাজনৈতিক দল নির্মাণের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হয়। দেশটি এখন গণতান্ত্রিক, সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে, সে অফিস, হোটেল, রেস্তোরাঁ যাই হোক না কেন, দেওয়ালে সর্বত্র বিরাজমান বর্তমান রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক। বছর তেতাল্লিশের রাজাকে নিয়ে সুখেই ঘর-সংসার করেন তাঁরা! গল্পের রাজার মতো, ভুটানের রাজাও ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান, বাজারে বাজারে, পাহাড়ে পাহাড়ে!

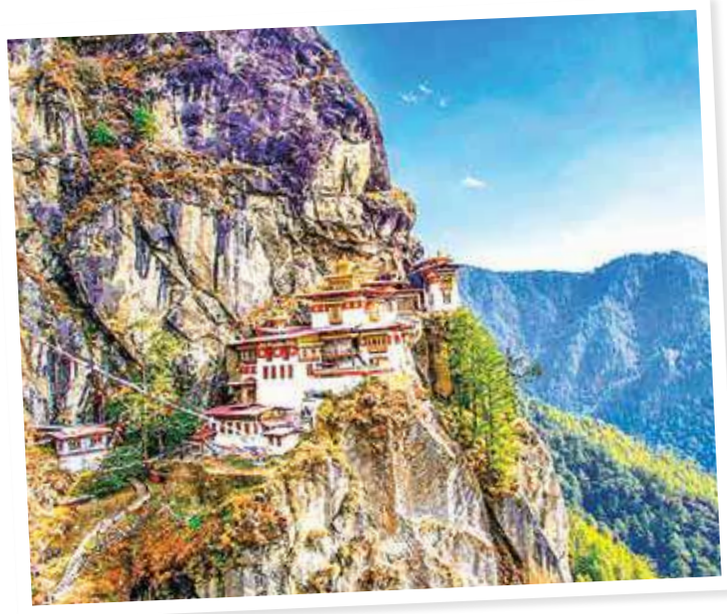

পারো বিমানবন্দর দেখলাম বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন বিমান অবতরণগুলির মধ্যে একটি। আঠারো হাজার ফুট উঁচু দুটি শিখরের মধ্যে একটি ছোট রানওয়েতে অবতরণের জন্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং ইস্পাতের স্নায়ু, দুইই চাই সমপরিমাণে! পারো শহরটি একরাশ সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে। অতিরিক্ত পর্যটক টানার লোভে প্রযুক্তির ব্যবহার নেই। তাই টাইগার্স নেস্ট, যা পারোর অন্যতম দর্শনীয় স্থান, তা দেখতে একমাত্র উপায় পাহাড়ি পথ ধরে তিন ঘণ্টার হন্টন! সারা দেশে অজস্র ভিউপয়েন্ট... আর হবে নাই বা কেন! এ এক এমন দেশ যে ক্যামেরায় তোলা ছবি ছ'গোলে হারে প্রকৃতির আসল ছবির কাছে! ক্যামেরার ফিল্টার হয়ে থাকে ম্রিয়মাণ।

ধীরে ধীরে অল্পবিস্তর পাশ্চাত্যের প্রভাব যদিও বা কোথাও চোখে পড়ে, আরও বেশি চোখে পড়ে ভুটানের জাতীয় পোশাক পরা লোকজন! ঘো আর কিরা। সমস্ত সরকারি অফিসে এটি বাধ্যতামূলক পোশাক। তবে নিয়মের রক্তচুক্ষ নয়, অধিকাংশ এই পোশাক পরেন জাত্যভিমান থেকে।

দূষণমুক্ত, চারিদিকে সবুজ গাছপালা, দেশের প্রধান ধর্ম বৌদ্ধ হওয়ায় দেশজুড়ে শান্তির বাতাবরণ- এর বাইরেও কি কোনও আতঙ্কের চোরাস্রোত ভুটানিদের মনে দানা বাঁধছে? অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যের অভাব এবং বেসরকারি খাতের সীমিত কার্যকলাপ দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ঝুঁকি হিসেবে দেখা দিচ্ছে। ভুটানে শুনলাম, তরুণ প্রজন্ম চাইছে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা। অগত্যা অধিকাংশ পাড়ি জমাচ্ছে বিদেশে, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া। অতি সম্প্রতি ভুটানের রাজা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে নিজেই পৌঁছে যান অস্ট্রেলিয়া। রাজ দর্শনে সিডনি এবং ক্যানবেরা দু'জায়গায় উপচে পড়ে স্থানীয় ভুটানিদের ভিড়!

দেখে ভালো লাগল, ধর্ম নিয়ে চাপানউতোর নেই... নেই রাজনৈতিক হানাহানি। চারপাশে বড় দাদা প্রতিবেশী দেশ থাকা সত্ত্বেও ভুটান ধরে রেখেছে তার নিজেস্ব অস্মিতা। বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে নির্লিপ্ত এই দেশটা কিন্তু নিজেকে নিয়ে দারুণ খুশি। দেশটার বিত্ত নেই... সুখ আছে... আর আছে নৈসর্গিক সৌন্দর্য! বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা প্রত্যেকটি ভুটানবাসীর অধিকার। উন্নততর চিকিৎসার প্রয়োজন পড়লে কলকাতা অথবা ব্যাংকক... পুরোটাই সরকারি সাহায্যার্থে! আর হ্যাঁ... সমস্ত পেট্রোল ও ডিজেলজাত পণ্য সরবরাহ হয় ভারত থেকে। কিন্তু জয়গাঁর মানুষ পেট্রোল কেনেন ফুন্টসোলিং থেকে! কারণ অনুমানযোগ্য!

বাঙালিদের অনেকেরই প্রশ্ন, ভুটান যাওয়ার জন্য কি খরচ আগের তুলনায় বেড়েছে? চেনাশোনা অনেকের মুখে এই প্রশ্ন শুনেছি। নতুন করে ভুটান খোলার পর কি যাতায়াত সমস্যা বেড়েছে? তাঁদের উত্তরে বলি, এখনও ভুটান প্রত্যেক পর্যটকের থেকে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ফি বাবদ প্রতিদিন একশো ডলার ধার্য করে (যা কয়েক দশক ধরে ছিল পঁয়ষট্টি ডলার, পরে বেড়ে হয় দুশো ডলার!)। ভারতীয়দের জন্য অবশ্য অঙ্কটা অনেকটাই কম... ব্যক্তিপ্রতি দিনপিছু বারোশো টাকা (২০২০ সালের আগে ভারতীয়দের কোনও টাকা লাগত না)! তবে ভারতীয়দের জন্য কোনও ভিসার প্রয়োজন আজও নেই। কেবল প্রয়োজন 'এন্ট্রি পারমিট' যা অভিবাসন দপ্তর দিয়ে থাকে। প্রয়োজন পাসপোর্ট অথবা ভোটার পরিচয়পত্র। পাসপোর্টের প্রয়োজন পড়বে এরপরেও... থিম্পু অথবা পারোতে হোটেল চেক-ইন এর সময়।

আগে ভারতীয় পর্যটক নিজের গাড়ি নিয়ে ভুটানের আনাচকানাচে ঘুরতে পারতেন। নিখরচায়! এখনও পারেন, তবে গাড়ির জন্য দিন পিছু সাড়ে চার হাজার টাকা ভুটান সরকারকে দিতে হয়।

এই জিরো কার্বন দেশে এই টাকাটি ব্যবহৃত হয় পর্যটকদের দ্বারা উৎপাদিত কার্বনকে দুরমুশ করতে! প্রসঙ্গত বিশ্বের একমাত্র কার্বন নেগেটিভ দেশ হওয়ার তকমা পেয়েছে ভুটান এবং কোনও দামামা ছাড়াই!

বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের অন্যতম সুখী দেশ ভুটান! তলিয়ে দেখলে আশ্চর্য হওয়ার বদলে ভুটানের দূরদর্শিতার তারিফ করতে হয়! সত্তরের দশকে যখন গোটা বিশ্ব অর্থনৈতিক সূচক হিসেবে জিডিপিকে আঁকড়ে ধরছে, তখন ভুটান অগ্রাধিকার দিয়ে বসেছে গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেসকে! দুই বড় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও চিন যখন করোনা ধস্ত, তখন ভুটানে করোনাজনিত মৃত্যু ছিল শুধু একুশটি! ছবির মতো সুন্দর এই দেশের (নাকি ছবির চেয়েও সুন্দর?) না আছে তেমন ভারী শিল্প, না কোনও উত্তরাধিকারের কৌলীন্য! আছে কেবল পাহাড়, ঘন জঙ্গল, নদীর কলতান ও বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত সাধারণ মানুষের অনাবিল হাসি! যাঁরা ভয়ংকরভাবে ধরে রেখেছেন নিজেদের জাতিসত্তা! হাজার প্রলোভনেও যা অটুট!

চারদিকের পালটে যাওয়া সময় দেখে অভ্যস্ত চোখ আর মনের কাছে ভুটান এক অদ্ভুত অনুভূতি। বিশ্ব সুখ সূচক বলে দেয়, অল্পের মধ্যে কীভাবে ভালো থাকা যায়, ভুটান আমাদের প্রতিনিয়ত শিখিয়ে চলেছে। নিঃশব্দে।

দুয়োরানি

পনেরোর পাতার পর

– এখানে একটা ওয়ান প্লাস সিক্স বিল্ডিং। সব প্ল্যান হয়ে গেছে। আপনাদের দুজনের জন্য একটা টু বিএইচকে, এছাড়া শ্যামলদা বলেছে প্রোমোটারকে বলে দেবে

– কে শ্যামলদা...?

মায়ের গলাতে উদ্বেগ ততক্ষণে ভয়ের চেহারা নিয়েছে। '--- ক্ক...কী বলছ বাবা, বাড়িটা কী দোষ করল?' একটা হাসির শব্দ ভেসে আসে।

এই সময়গুলিতে ওর ভেতরের ঘরে থাকাই রীতি, ওই চোখগুলির সামনে আসতে চায় না। কিন্তু আর পারা গেল না, ঝটিতি দরজা খুলে বেরিয়ে আসে পরিবারের সংকোচ, '-----না আমরা বাড়ি বিক্রি করব না, শ্যামলদাকে বলে দেবেন। ভেঙে পড়ুক, চাপা পড়েই মরব, তাও ভালো। আর একবারও এই কথা ভাবনাতেও আনবেন না, এখন আসুন।'

কী ছিল ওর উচ্চারণে এখন আর মনে নেই। তবে মুহূর্তে পুরো পরিবেশটা পালটে গেছিল সেই সন্ধ্যায়। স্পষ্ট দেখেছিল সিঁটিয়ে যাওয়া মায়ের মুখটা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে আর ছেলেগুলো ভয় দেখাতেও ভুলে গেছিল। শুধু ওদের মধ্যে একজন মন্তব্য করলো, 'উঁ উঁ...মা কালী একেবারে!'

ওরা চলে যাবার পর মা-মেয়ে জড়াজড়ি করে খুব হেসেছিল। মনেই আসেনি এরপরে কী

আঘাত আসতে পারে।

দশমীর পর থেকে মেয়েটি অপেক্ষা করে ওই টিমটিমে একটা বাতির দিকে তাকিয়ে, রাতের শূন্যতার দিকে চেয়ে থাকা আকাশপ্রদীপ। পলেস্তারা খসে যাওয়া দেওয়ালে আলো ফোটে। ও একে একে জড়ো করে চোদ্দো প্রদীপ, আলোতে সাজায় নিজের প্লাস্টার উঠে যাওয়া উঠোন। আর ওই যে মানুষটা, যে কালো মেয়েকে গর্ভে ধরেছিল বলে বহন করেছে এক কুয়াশা সন্ধ্যার কুণ্ঠা, দীর্ঘশ্বাসের সংসারের দুটি মানুষের ব্যথারাও চুপিসারে ঘুমিয়ে পড়েছিল এতদিন---প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে তার মুখের পেশি, মিলিয়ে গেছে সব বলিরেখা।

কালীপুজো মানে এখন দীপাবলি জানে মেয়েটি।

যখন আলোক নাহি রে

পনেরোর পাতার পর

তোমার পথের থেকে অনেক দূরে গেছে বেঁকে'! প্রেমে দাগা কেস। সিরিয়াস ব্যাপার। উত্তমকে নিয়ে গেলাম মালদা শহরের বাঁধ রোড পেরিয়ে মহানন্দার ঘাটের একটা নির্জন এলাকায়। ততক্ষণে সেখানে উত্তমের প্রেমজীবনের মতোই ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমি উত্তম আর এক বোতল 'দশরথের বড় ছেলে', আর কেউ নেই, কিছু নেই! ময়দানের 'রাফ টাফ' স্টপার উত্তম কোনওদিন অ্যানুয়াল পরীক্ষায় ফেল করেও কাঁদেনি। সেই ছেলে সেদিনের অন্ধকারে এক পাত্তর গিলে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল! থামতে থামতে বেশি রাত। অবশেষে সেই বিরহবাসর সাঙ্গ করে আমরা যখন উঠলাম, শহরের রাস্তাঘাট তখন ভেসে যাচ্ছে নিয়ন আলোয়। তাই না দেখে হো হো করে হেসে উঠল উত্তম! সেটা কি নেশার জন্য, না আলোর জন্য? ওই ঘটনার বহু বছর পরে আমি হুমায়ূন আহমেদের একটা লেখা পড়েছিলাম, 'অন্ধকারে কান্না পায়, আলোয় হাসি'!

এরকম সব সাহিত্য পড়ে আমার বারোটা বেজেছিল কলেজে উঠে। হাইস্কুলে আমি কিন্তু ছিলাম ফিজিক্সের ফ্যান। মনে আছে, ক্লাসে আলোকবিজ্ঞান পড়াতে এসে গৌতমবাবু বলেছিলেন, আলো বুঝতে হলে আগে অন্ধকার বুঝতে হবে। আঁধার হল 'দি অ্যাবসেন্স অফ লাইট ইন এ প্লেস'! আর আলো হল 'দি ন্যাচারাল এজেন্ট দ্যাট স্টিমুলেটস সাইট অ্যান্ড মেক থিংস ভিজিবল'! আমি তখন সবে জীবনানন্দের 'সাতটা তারার তিমির' পড়েছি! বুঝতে পেরেছি, তারায় শুধু আলো থাকে না, তিমিরও থাকে। যে যেভাবে দেখবে! আমি তাই ফট করে বলে ফেললাম, কিন্তু তাহলে তো স্যর আলো মানে 'এক্সপ্রেশন অফ আইজ'! দেখার চোখ না থাকলে আলো তো নিজেই অন্ধকার! আলো অন্ধকার দেখার জন্য চোখে তো আলাদা আলাদা কোষ থাকে। আমি ক্রমশ আঁতেল হয়ে উঠছি বুঝতে পেরে সেদিন ক্লাসের শেষে গৌতমবাবু আমাকে রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'চেতনার দাসত্ব' বইটা পড়তে দিয়েছিলেন। তার একটা প্রবন্ধে লেখা ছিল, 'যেখানে অন্ধকার, সেখানেই ঈশ্বর। যেইমাত্র সেখানে আলো পড়িল, অমনি ঈশ্বর দূরীভূত হইল'! আশ্চর্য, শোভন কি জানে যে, অন্ধকার শুধু ভূতের নয়, ভগবানেরও আস্তানা'!

আমাদের জীবনের আলো অন্ধকারে এমন কিছু অসঙ্গতি থাকে বটে। যেমন একটা গল্প বলি। রাজ্যের বাম সরকার তখন 'সহজপাঠ' তুলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অথচ তখনই কড়া কমিউনিস্ট ত্রিদিববাবু, আমাদের স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে রবি ঠাকুরের 'ডাকঘর' করালেন আমাদের দিয়ে। আমি অমলের ভূমিকায়। নাটকের মহড়ায় একটা দৃশ্য বোঝাতে গিয়ে ত্রিদিববাবু বলেছিলেন, আলো একটা নদী। দুইটি পার তার। এপারে আবছায়া, ওপারে আঁধার!

এরপরেই মঞ্চে সেই অপার দৃশ্য। রাজকবিরাজ অমলের শিয়রের কাছে বসে বললেন, 'প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও... এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক'। অমল নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'আমার আর কোনো অসুখ নেই... সব তারাগুলি দেখতে পাচ্ছি... অন্ধকারের ওপারকার সব তারা'!

রোশনাই ছিন্ন করে না নিকষ তমসাকে

পনেরোর পাতার পর

সংখ্যালঘু অংশ খানিক ভয়ে প্রাণ বাঁচায়, খানিক প্রতিবাদ করে মরে।

অতি ক্ষীণ হলেও আশার বিষয় সম্প্রতিক একটি কদর্য ঘটনাকে ঘিরে নাগরিক আন্দোলন ঘনীভূত হয়েছে। তথাকথিত কোনও রাজনৈতিক দল না করা ছেলেমেয়েরাও যে এতটা রাজনীতি সচেতন হতে পারে সেটিই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। ক'দিন আগেই আমরা ভাবছিলাম এই প্রজন্ম চূড়ান্ত আত্মমগ্ন, দেশ বিষয়ে উদাসীন। এখন মনে হয় এই আলোর ফুলকিরাই আমাদের ভরসা। আমাদের মতো আধমরা, অন্ধকারের প্যাঁচাদের ঠেলে জীবন্ত কুঁকড়োর মতো দিনের সূচনা করবে এরাই। আর আমরা এটা তো ভালো করেই জানি আলো আর অন্ধকার বাইরে নয়, আমার মনের ভিতরই আছে। স্বাভাবিক নিয়মেই রাতের পর দিন হয়, শুধুমাত্র রাতের অন্ধকারের জীব হয়ে আমি যেন না বাঁচি, আঁধার যেন আমার শ্বাসরোধ না করে, সেটা আমাকেই ঠিক করতে হবে। প্রার্থনা করি, প্রকৃত দীপাবলি যেন আমাকে তার মর্মার্থ দিয়ে স্পর্শ করে থাকে।

অনন্ত নক্ষত্রের বাগান

ছোটগল্প

কল্যাণময় দাস
আঁকা : অভি

আজ আর উপকথা বলা বা শোনার কেহ নাই।

ম্যাজিস্ট্রেট বেরোবে চেংটিমারির অরণ্যে। কাছারিঘরে সুরাপানের ভৃঙ্গার-ধারক যদু বিলাতি ভাষ্যের মর্মোদ্ধার করার চেষ্টা ছেড়ে পানপাত্র ভরাট করছে ঠিকই কিন্তু দুলীর অস্ফুট ছলছল উচ্চারণ তার কানে ভাসে, 'শিকারতে না যান তোমরা, বড়কত্তাক কন; হত্যা করিয়া কি হইবে?' দুলী কিরাতভূমির কন্যা।

ভেতরমহলে এখন দাসীবাঁদিরা বড়কত্তার পরিধান নিয়ে ব্যস্ত। গত শৈত্যপ্রবাহকালে শিকার হওয়া জঙ্গলি মহিষের চামড়া ছুঁলে রেখেছিল, নতুন জুতা বড়কত্তার জন্য বানিয়েছে তা থেকে, সেই জুতাতেই মউচাক ঘষে মোলায়েম করছে চর্মকার মুচিরাম। বিলাতি সাহেবেরা এসেছে বাঘ শিকারে। বেহারের ফুলবাড়ির বড়কত্তা ছাড়া বিলাতি সাহেবরা কেউই এককদম এগোবে না জঙ্গলে।

একটু বাদেই বড়মা হেমনলিনীর হাতের বেনারসি দোক্তা আর লখনউ আতরের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে নতুন জুতোর মচমচ শব্দ তুলে বড়কত্তা প্রবেশ করে কাছারিতে। পরনে আজ খুব প্রিয় বিলাতের শিকারের পোশাক। মনে হয় না এই কত্তাই ধুতি আর আলোয়ান গায়ে কাচের দোয়াত থেকে পালকের অগ্রে কালি তুলে লালশালু বাঁধানো খাতায় সময়ের পর সময় ধরে লিখে চলে আর গড়গড়ার নলে টান দেয়। বিলাতের তিন কত্তাই কেদারা থেকে উঠে দাঁড়ায় আর 'অ্যাল্লো' শব্দ তুলে ডানহাত এগিয়ে দেয় বড়কত্তার দিকে। বড়কত্তা ডানহাত দিয়ে সেই প্রসারিত হস্ত একে একে ধরে, আর কণ্ঠে বিলাতি প্রকাণ্ড আওয়াজ তুলে ঝাঁকায় নীলকণ্ঠ পাখির পুচ্ছের মতো। বড়কত্তা তাকায় যদুর দিকে। যদু বুঝে যায় সেই চাহনির অর্থ।

-কত্তা, সব হাজির

-বাজি?

-হ্যাঁ, সেটাও হাজির, হাওদা বসানো হয়া গেইচে কত্তা

-কোনটা?

-সেই যে নয়া, চিলাপাতার জঙ্গলের বড়বাঘের নয়া চামড়া বসানো, সেটা

বড়কত্তার চাহনিতে একটা আশ্চর্য রশ্মির ঝলক দেখে যদু। এই চাহনির অর্থ বোঝে সে। কত্তা সুরেন্দ্রনাথ সরকার রাজ্যের ম্যাজিস্ট্রেট – এই চাহনিতে সেই প্রকাশ অস্পষ্ট নয়, বিশেষত বিদেশি সাহেবদের সামনে এর গূঢ়তা স্পষ্ট করার প্রয়াস আছে বড়কত্তার। সিংহদুয়ারের দক্ষিণের প্রান্তে, অশোক গাছের বিশাল ছায়ায় সান্থাল ঘোড়ার খাদ্য বানাতে ব্যস্ত। সঙ্গে ভেচকু সাহায্য করছে। অদূরে নিম্বকাষ্ঠের তৈরি বিস্তৃত আস্তাবল। সান্থাল ঘোড়াদের ভোরে ছোলা খাওয়ায়।

সান্থালের বয়স হলেও দেহে বেশ শক্তি ধরে। যদু ভাবে - ঘোড়াদের সঙ্গে হ্যালপেশু শরীর মানায় না। সান্থাল ঘোড়ার সহিস। যদুর মনে হয় সান্থাল ছাড়া আর কাউকেই সহিস মানায় না। কিন্তু যদুরাম ভেবেই পাচ্ছে না এই তিনজন বিলাতি মানুষ এত্ত সুরাপানের পর হস্তীপৃষ্ঠে হাওদায় বসবে কী করে! দৃশ্যটা কল্পনা করে ফিক করে হাসতে যেতেই একজন বিলাতি সাহেব বড়কত্তাকে কী যেন বলল। বড়কত্তা যদুকে কাছে যেতে বলে ঘাড় নেড়ে। যদু বড়কত্তার দিকে একটু অসহায়ভাবে তাকায়। এই দৃষ্টি বড়কত্তা বোঝে। যখনই অতিরিক্ত কিছু হয়, যদু তার এই অসহায় চোখে তাকায়। বড়কত্তা সাহেবদের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলে। সাহেবরা সুরাপানের পাত্র নামিয়ে সামনের চৌপায়ায় রাখা রৌপ্যথালিকা, দুলীর পাকশাল থেকে আগত, কালোনুনিয়ার মোড়কে জড়ানো মোরগের পা তুলে আয়েশে চিবোতে থাকে। দুলী বড়মার থেকে বিলাতি সুবোদের জন্য পাকান্ন শিখেছে। সুবোরা ঝাল-তেল অপছন্দ করে। মোরগের টুকরো মুখে তুলে দেহ আর হাতের ইশারায় বলে, বেশ সুস্বাদু। দুলীকে এই দৃশ্যটা দেখাবার জন্য যদুর মন-দেহ যেন উষ্ণ হয়ে ওঠে!

ঠিক সেই মুহূর্তেই সিংহদরজায় দাঁড়িয়ে থাকা বৃংহণ যদু এবং এই কাছারিঘরে বাকি চারজন পুরুষকে চমকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। যদু ছুটে বাইরে এসে দাঁড়ায়। দূর থেকে বোঝার চেষ্টা করে। বাজি খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। মাহুত অঙ্কুশ হাতে বাজির প্রায় মস্তিষ্কের ওপর তাকে শান্ত করার চেষ্টায় উঠে দাঁড়িয়েছে প্রায়। এই কাছারিবাড়ি থেকে তোরণের ওপারে সিংহদরজার ওপর দিয়েও বাজির শুঁড় তুলে অনর্গল অস্থিরতা প্রকট। যদু একমুহূর্ত বড়কত্তার দিকে তাকিয়েই ঝড়ের মতো দৌড়ে কাছারিঘরের দাওয়া ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই ঘোড়াশালের দিক থেকে সান্থাল আর পেছন দুয়ার থেকে মুচিরামকেও ছুটে আসতে দেখে। তিনজনে একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে পৌঁছে যায় সিংহতোরণের বাইরে, বাজির প্রায় কাছাকাছি। হস্তীপৃষ্ঠে কিচকু মাহুত আপ্রাণ চেষ্টায় বাজিকে বসে আনার প্রয়াস পাচ্ছে। অথচ কেউই এই অস্থিরতার কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। এই হুলস্থুল কাণ্ডের সঙ্গে অশ্বশালা থেকে ঘনঘন গাঢ় হ্রেষা আর দূর বনানী থেকে বাঘের হুংকার কর্ণগোচর হয় তাদের হঠাৎ। কিচকু চিৎকার করতে থাকে বাজিকে বশে আনবার আপ্রাণ কৌশলে। মুহূর্তক্ষণ দেরি না করে যদু, মুচিরাম আর সান্থাল ব্যাঘ্র আক্রমণের আশঙ্কা অনুভব করে।

যদু চিৎকার করে সান্থালকে বলে, 'মুই বড়কত্তাক্ খবর করং, তুই যায়া ঘোড়া জোতেক', বলেই দৌড়ে কাছারিঘরের দিকে 'কত্তা, কত্তা, বড়কত্তা' দিগন্ত ছিন্নভিন্ন করতে করতে এগিয়ে যায়। সান্থাল ক্ষিপ্রগতিতে অশ্বশাল থেকে টাঙ্গিন নামের ঘোড়াটার পিঠে উঠে চাবুক কষায়। টাঙ্গিন একবার সামনের দু'পা উপরে তুলে তীব্র হ্রেষায় বাতাস মথিত করে আশ্চর্য দ্রুতিতে এসে দাঁড়ায় কাছারিঘরের সামনে। ভেতর থেকে বড়কত্তা ততোধিক দ্রুতগতিতে রুপার কারুকার্যে খোদিত এবং গভীর অন্ধকারের মতো দোনলা বন্দুক হাতে দৌড়ে এসে টাঙ্গিনের পিঠে সওয়ার হতেই জলদি টাঙ্গিনের রশি ছেড়ে দেয় সান্থাল। বড়কত্তার পেছন পেছন ছুটে আসে রংপুর কালেক্টরেট থেকে দেশের আইন ব্যবস্থাকে ঠিকঠাক করে তোলার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিপ্রেরিত তিনজন বিলাতি সাহেব মদমত্ত অবস্থায় বিলাতি কথা বলতে বলতে পৌঁছায় বাজির কাছে।

ঠিক তখনই অন্দরমহল থেকে বারবাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ায় বড়মা হেমনলিনী আর তাঁর কন্যারা, পুত্রসন্তান কোলে-কাঁখে নিয়ে আলুথালু বড়বৌ এবং সঙ্গে অন্দরমহলের সমস্ত দাসদাসী যে যেমন অবস্থায় ছিল তেমন অবস্থাতেই তুমুল গুঞ্জন তুলে এসে পৌঁছায়।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সিংহদরজায় দাঁড়িয়ে থাকা বৃংহণ যদু এবং এই কাছারিঘরে বাকি চারজন পুরুষকে চমকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। যদু ছুটে বাইরে এসে দাঁড়ায়। দূর থেকে বোঝার চেষ্টা করে। বাজি খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। মাহুত অঙ্কুশ হাতে বাজির প্রায় মস্তিষ্কের ওপর তাকে শান্ত করার চেষ্টায় উঠে দাঁড়িয়েছে প্রায়।

কাষ্ঠনির্মিত চঙ্গ লাগিয়ে হস্তীপৃষ্ঠের হাওদায় তুলে দেয় সান্থাল আর যদু বিলাতি সাহেবদের। কিচকু আর ভেচকু বাজি হস্তীর মুখ ঘুরিয়ে বড়কত্তার টাঙ্গিনের পেছন পেছন রওয়ানা করায়। ততক্ষণে সুরেন্দ্রনাথ সামনের বনভূমির ঘোর বৃক্ষরাজির ভেতর প্রবেশ করেছে। সান্থাল আর যদু অস্ত্রভাণ্ডার থেকে দুজনে দুটো বল্লম আর খুকরি কোমরের গামছার সঙ্গে কষে নিয়ে দৌড়োতে থাকে বাজি হস্তীর সম্মুখপ্রান্তে। গভীর জঙ্গল থেকে ব্যাঘ্রের হুংকার তখন আরও পরিষ্কার গর্জনে কানে আসতে থাকে তাদের। এক অসম ঝটাপটির সঙ্গে বন্য শল্যকের অর্তনাদ অকস্মাৎ ভেসে আসে বাতাসে। যদু আর সান্থাল দুজন দুজনের দিকে তাকায় মুহূর্তে। তারপর গতি বাড়ে তাদের। তাহলে কি শল্যক আর শার্দুলের লড়াই চলছে বনাভ্যন্তরের রায়ডাক প্রান্তে? শার্দূল নিশ্চয়ই শল্যককে আক্রমণ করেছে আর শল্যক তার বাঁকানো দাঁতে শার্দূলের চিরে দিয়েছে পেট। সেই যন্ত্রণায় শার্দূল হোঙার ছাড়ে বুঝি। এইসব ভাবনা এসে রায়ডাকের জলের মতো যদুর মাথায় আছাড় খায়।

ভাবতে ভাবতে পেছন ফিরে তাকায় যদু – যদি দুলীকে একবার দেখা যায়! পেছনে বহুদূরে সিংহতোরণে মুচিরাম। তার থেকেও আরও দূরে কাছারিপ্রান্তে উঠোনজুড়ে সুরেন্দ্রনাথের পরিবারপরিজন এক নিঃশ্বাস বন্ধ করা লমহা অতিক্রম করতে করতে অন্দরমহলের দিকে ফিরে যাবার আগে সবাই সমস্বরে হুলুধ্বনি করে ওঠে মঙ্গলকামনায়। কেউ একজন ইতিমধ্যেই গৃহাভ্যন্তর থেকে ওডিশি শঙ্খ নিয়ে এসে সেই হুলুধ্বনিকে আরও ঐশ্বরিক আশ্চর্যে উপনীত করে। বড়মা হেমনলিনী দুলীর হাত থেকে পান-দোক্তার বাক্স খুলে একচিমটে মৃগনাভি কস্তুরীমাখা দোক্তা অন্যমনস্কভাবে নিজ মুখে পুরতে গিয়ে কিছুটা মুখের বাইরে ঝরে পড়ে। কস্তুরীঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে সরকারবাড়ির অলিন্দ-নিলয়ে।

বড়কত্তা টাঙ্গিনের পিঠে বন্দুক হাতে এখন ঘোড়ার পা মেপে মেপে কিরাতজঙ্গলের ক্রমশ গভীরে। শল্যকের ত্রাহি রব এখন স্তিমিত। শার্দুল স্তব্ধ কোনও অজানা আশঙ্কার আভাসে। বনজ নাকে নিশ্চয়ই মানুষের গন্ধ পেয়েছে এই জঙ্গলরাজ বিভীষিকা। পেছনে গজগমনে তিন কালেক্টর। এঁদের মাঝে সান্থাল আর যদু তীব্র তীক্ষ্ণ চোখে কালাচিতার চলনের থেকেও নিশ্চুপে এগোয়। এগোয় আর বাতাসের ঘ্রাণ নেয় বাজি হস্তী। নিঃসাড় তারও চলন। শুধু তার পায়ের তলে পিষে যায় চেংটিমারির কিরাত অরণ্যের ঘ্রাণহীন ঘাস। ঘ্রাণ ওঠে এক আদিম বুনো সুগন্ধির। নিস্তব্ধ নিঃসাড় অটবি যেন এইক্ষণে আসন্ন কোনও ঘূর্ণাবর্তের প্রহর গুনছে। বড়কত্তা বলত গল্পের সময়, 'জঙ্গলে তুই গেলে তুই কিছু না দেখলেও হাজার জোড়া চোখ তোকে দেখে, এটা খেয়াল রাখিস যদু। বিড়ালের মতো শরীর আর কুকুরের মতো ঘ্রাণশক্তি আর বাজের মতো তীক্ষ্ণ চক্ষু না থাকলে কয়েক মাস পরে তোর হাড়হাড্ডিও পাওয়া যেতে পারে সুগন্ধি শম্পের গোড়ায় গোড়ায়, মনে রাখিস।'

শব্দ হয় সররররর। পায়ের নীচে মখমল যেন শরভূমি। সেই মোলায়েম শরের ওপরে বড়কত্তা পা ফেলে ফেলে নীচু হয়ে এগিয়ে যায় সামনের ঝোপের আড়ালে। ঠিক সেই মুহূর্তেই মন্টগোমারি সাহেব হাওদার ওপর থেকে চিৎকার করে ওঠে, 'ওয়াইল্ড পিগ ইজ ওন্ডেড, বি অ্যাওয়ার, সিরকারবাবু, বি অ্যাওয়ার!' আর সেই চিৎকারের সঙ্গেই মিশে যায় মেঘ ফাটানো হোঙার আর বিদ্যুতের মতো একটা বিশাল রণংদেহি হলুদ দেহ উঠে আসে ঝোপের ওপার থেকে। একটা ভয়ংকর হুংকারের ভেতরে আরেকটা যান্ত্রিক গর্জন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এই কিরাত বনানীতে। মুহূর্তে একটা স্তব্ধতার টুকরো যেন আকাশ থেকে শরভূমিকে ছিন্নভিন্ন করে তোলে।

এইক্ষণের সান্ধ্যক্লান্ত নীড়ফেরা পক্ষীকুলের নরম ডানানিচয় অকস্মাৎ আগুনেযন্ত্রের উল্লাসে ত্রস্ত পাখার ঝাপট তোলে অরণ্যের বৃক্ষবনানীতে। বাজির ওপর থেকে একই সঙ্গে তিনজন বিলাতি সুবোর উল্লাস আর হ্রেষা এই পড়ন্ত সন্ধ্যায় যদুকে এক আশ্চর্য রোমহর্ষক উন্মাদনার মায়ালোকে টেনে নিয়ে যায়। যদুর মুহূর্তে মনের ভেতর দুলীর সেই খঞ্জনা-আঁখি উদ্ভাসিত হয় যেন। এক আশ্চর্য জাদুর দুনিয়ায় দুলীকে বুকের ভেতর লুকিয়ে ঠেসে ধরে বিমূঢ় বাওয়ে যেন কয়েক পলের জন্য দিশেহারা হয়ে ওঠে। বড়কত্তা তাদের সম্পর্কটা জানতে পেরে যদি এই শার্দূলের মতোই তাকে গুলিবিদ্ধ করে! যদি দুলীকে দূর করে দেন সরকারখানার অন্দরমহল থেকে!

-ওঃ মাই গড ... ইউ আর গ্রেট মিস্টার সিরকার!

বড়কত্তা হাতের অস্ত্রকে একহাতে স্কন্ধে তুলে আর একহাত কোমরবন্ধের ভেতর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ করিয়ে মৃত বাঘের শরীরের ওপর বাম পা তুলে দাঁড়িয়ে। ডিগবি এবং মর্গ্যান সাহেব দুই পাশে দাঁড়িয়ে ক'টিতে হস্ত রেখে বীরত্বের সাবাসিতে ভূষিত করছেন সুরেন্দ্রনাথকে। সবটা কয়েক পলে উদঘাটিত হয় যদুর চোখের সম্মুখে। সান্থাল দৌড়ে গিয়ে এক ঝটকায় পিঠে তুলে নেয় নিহত শল্যককে। নিয়ে এসে ধড়াস করে ফেলে মৃত বাঘের পার্শ্বে। আজ রাতে তাহলে শল্যকের মাংস বিনা পরিশ্রমেই বরাতে মিলল। সাহেবরা সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে সুরেন্দ্রনাথের প্রভূত প্রশংসায় উচ্ছ্বাস প্রকাশের চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছে। কিচকু তাদের সামনে সুরাপাত্র এগিয়ে দিতেই তিনসাহেব পানপাত্রভরা সুরা সমেত দক্ষিণহস্ত শূন্যে উঠিয়ে আবার চিৎকার করে ওঠে, 'চিয়ার্স'।

মানুষসমান মাথা ছাড়িয়ে ওঠা ঘাসগুলো এখানে দলে দুমড়েমুচড়ে উঠেছে। মরণোন্মুখ ব্যাঘ্রের সমস্ত শরীরের অস্থিরতায় এই কিরাত বনাঞ্চলের শষ্পক্ষেত্র যেন এক ভয়াল হাতিশুঁড়া ঝড়ের কবলে পড়েছিল কিছু আগে। তছনছ শষ্পভূমি, লতাগুল্মসমেত ঝোপ যেন থেঁতলে গেছে। শোণিত ফিনকি দিয়ে পড়েছে যত্রতত্র। এই সন্ধ্যায় জঙ্গলের সবুজ এখন গাঢ়তর। তার ওপর ফিনকি রক্তের ফোয়ারায় যেন সান্ধ্যস্নাত। উত্তরের ভুটান পাহাড়ের বরফশীতল হাওয়া ওদের গায়ে মুখে হাতে মাথায় এসে লাগে।

যদু আর সান্থাল শুধু নয়, এই বরফিলা বাওয়েও বড়কত্তা সহ সকলের স্বেদবিন্দু তখনও শুকায় নাই। বাজি কিচকুর ইঙ্গিতে তিন সাহেবকে পৃষ্ঠে বসিয়ে উঠে দাঁড়ায় মহামহিম রাজেন্দ্রর মতো উন্মুক্ত সফেদ গজদন্তদ্বয়ের মধ্যভাগে শালপ্রাংশু শুঁড় আকাশের দিকে উত্থিত করে প্রবল বিক্রমে বৃংহণ তুলে পদতলের শষ্পপুঞ্জকে নিতান্তই অনাদরে পিষ্ট করতে করতে এগিয়ে চলল সরকারগৃহের দিকে। পদপিষ্ট ঘাসের সুমিষ্ট আঘ্রাণ শার্দূলের বিক্ষুব্ধ শোণিতের গন্ধকে ক্রমশ ছাপিয়ে উঠে আসে সকলের নাসিকাগ্রে।

-দ্য ম্যান ইটার বিচ ইজ ডেএএএএড ...

হেহেহেহেহে ... য়্যু আর দ্য ব্রেভ হার্ট, সিরকার বাবুউউউউ!

অকস্মাৎ বৃংহণে মথিত হল বরফকুচি বাতাস। চাবুকের আঘাতে টাঙ্গিন অমিতবিক্রম সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে কুয়াশার সর শতচ্ছিন্ন করতে করতে এগোয় পবনপুলকে। সান্থাল দৌড় বড় করে। যদু দৌড়োতে দৌড়োতে পেছন ফিরে দেখে সে সবার পশ্চাতে, তারপর আর কেউ নাই, শুধু ধূসর বৃক্ষসকলের মাথা ছাড়িয়ে দূর আকাশ তাকিয়ে দেখছে এই হত্যাখেলা। ছলছল করছে অনন্ত নক্ষত্রের বাগান।

সেই ছলছল-আঁখি যেন কিরাত-কন্যা, পাকঘরে উখার পাশে বসা, দুলীর। কত্তাদের হত্যাখেলা শেষে যদু গৃহের দিকে ছুটতে ছুটতে দেখতে পায় তাহার অনন্ত প্রেমিকার চোখে ছলছল নক্ষত্রের বাগান।

এডুকেশন ক্যাম্পাস এবার শ্যামাময়

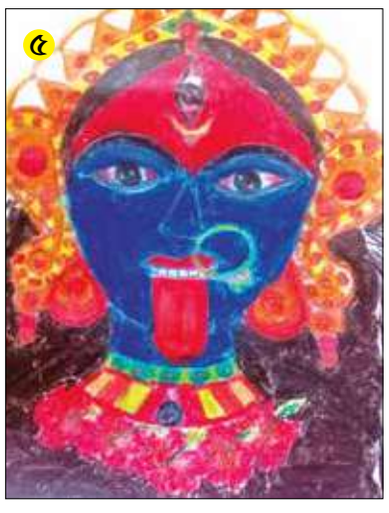

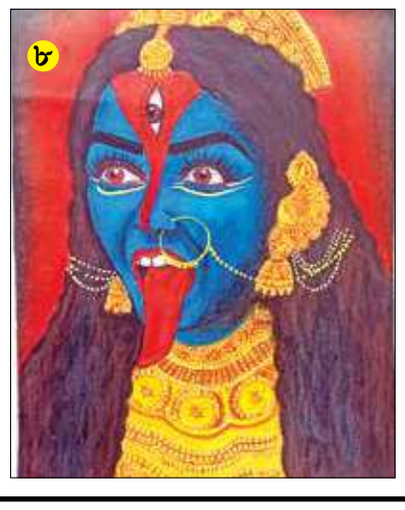

১) সুমন ভৌমিক, চতুর্থ সিমেস্টার, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। ২) দেবরাজ দাস, তৃতীয় শ্রেণি, ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি। ৩) তীর্থদীপ মৈত্র, অষ্টম শ্রেণি, নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, রানিডাঙ্গা, শিলিগুড়ি। ৪) সম্প্রীতি রায়, বয়স – ৬ বছর, হোলি চাইল্ড স্কুল, জলপাইগুড়ি। ৫) আরোহী সাহা, পঞ্চম শ্রেণি, বারবিশা বালিকা বিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার। ৬) শ্রেষ্ঠা পাল, অষ্টম শ্রেণি, জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। ৭) সাম্য কুণ্ডু, ষষ্ঠ শ্রেণি, গুড শেফার্ড স্কুল, বাগডোগরা। ৮) শতরূপা সরকার, একাদশ শ্রেণি, সুনীতিবালা সদর গার্লস হাইস্কুল, জলপাইগুড়ি। ৯) মিতু সরকার, অষ্টম শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারি, জলপাইগুড়ি। ১০) আলেখ্য সরকার, ষষ্ঠ শ্রেণি, গয়েরকাটা উচ্চবিদ্যালয়। ১১) সায়ন্তনী দাস, ষষ্ঠ শ্রেণি, আলিপুরদুয়ার নিউটাউন গার্লস হাইস্কুল।

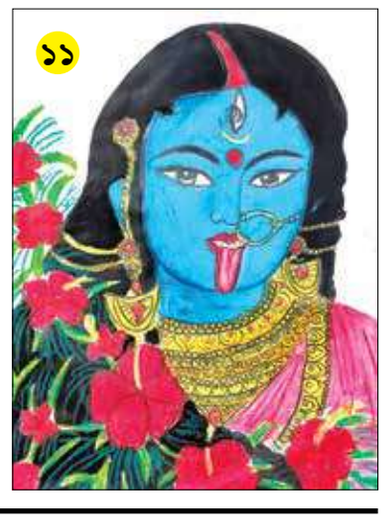

বাবা ষণ্ডেশ্বরের মহিমা এবং ডাচ সাহেবের পিতলের ঢাক

পূর্বা সেনগুপ্ত

হুগলি নদীর তীরে ছোট্ট শহর চুঁচুড়া। নদীর ওপারে নৈহাটি। কলকাতা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। হুগলি জেলার এই ছোট্ট শহরের প্রধান আকর্ষণ ঘড়িঘর ছাড়িয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই এমন একটি অঞ্চলে এলাম যেখানে একটি নয়, বেশ কয়েকটি মন্দির চোখে পড়ল। সেই মন্দিরে যাওয়ার পথে গলির মুখে গিঞ্জি বাজার অতিক্রম করে এসে দাঁড়ালাম এক অদ্ভুত মন্দিরের সম্মুখে। বলা ভালো অনেকগুলি মন্দিরের সম্মুখে। স্থানটিকে মন্দিরতলা বললে যথার্থ নামকরণ করা হবে।

কাশীনগরীর এক অংশকে যেন এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে। পাশে গঙ্গা বয়ে চলেছে। সেখানে মাঝিমাল্লার ভিড় এখনও চোখে পড়ে। গঙ্গার ধার ঘেঁষে ছোট ছোট গলির এ মুখে সে মুখে সারি সারি মন্দির। কোনও মন্দির প্রাচীন, কোনও মন্দির বয়সে নবীন– তাদের গঠনশৈলী দেখেই বুঝতে পারা যায়। বহু মন্দিরের ভিড়ে একটি মন্দির কিন্তু প্রধান। সেই মন্দির হল প্রায় সাতশো বছরের পুরোনো ষণ্ডেশ্বর শিবের মন্দির।

সব মন্দিরকে অতিক্রম করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

মনে রাখতে হবে এই মন্দির কিন্তু প্রসিদ্ধ তারকেশ্বর শিব মন্দিরের থেকেও প্রাচীন। কিন্তু শিবলিঙ্গটির আকৃতি অনেকটা তারকেশ্বর শিবলিঙ্গের মতোই। দেখে স্বয়ম্ভু লিঙ্গের মতো ভারী গোলাকার হলেও লোকমতে এই লিঙ্গ গঙ্গাগর্ভ থেকে পাওয়া গিয়েছিল।

মন্দিরের ইতিহাসে যুগছবি ধরা দেয় অনায়াসে। এই ষণ্ডেশ্বর শিবের মন্দিরটি দেখলে আপনি নিজের মনেই বলে উঠবেন, শিব মন্দিরের এমন বিন্যাস তো সচরাচর চোখে পড়ে না! কারণ, সেই আটচালা মন্দিরে শিব অধিষ্ঠিত- এটিই বোধহয় আমরা দেখতে অভ্যস্ত। এই মন্দির সুগঠিত। ৮৫ ফিট উচ্চতার মন্দিরের অবয়বে চার্চের গঠনের সাদৃশ্য চোখে পড়ার মতো। বেশ কয়েকটি সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করে আমরা দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলাম।

ইতিহাস আমাদের জানায় এই শিব মন্দির এখন সর্বজনপ্রসিদ্ধ হলেও প্রথমে গৃহদেবতা রূপে পূজিত হতে থাকেন। সেই গৃহদেবতা রূপে স্থাপিত হয়ে পরে দেবতা গ্রাম্য দেবতায় পরিণত হন। চুঁচুড়া তখন একটি গ্রাম বিশেষ। এই দেবালয়ের শিবের নাম 'শ্রীশ্রীষণ্ডেশ্বর জীউ'। ষণ্ডেশ্বর কথাটির অর্থ যিনি ষাঁড় বা তাঁর পার্ষদ নন্দীর ঈশ্বর। শিব এখানে সেই রূপেই বিরাজিত। তাঁর পশ্চিমমুখী লিঙ্গের সম্মুখে দুটি ছোট ছোট নন্দী মহারাজের আধুনিক মূর্তি। কিন্তু লিঙ্গের একপাশে লীলাবতী নামে নারীর ছবি টাঙানো আছে। জনশ্রুতি, এই লীলাবতীর স্বামী রূপে দেবতা ষণ্ডেশ্বর এই স্থানেই বিরাজিত।

গাজনের সময় ষণ্ডেশ্বরের সঙ্গে বিবাহ হয় লীলাবতীর। এই বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে চলে তিনদিনব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠান। সেই বিবাহের অনুষ্ঠানের সঙ্গে শিবের গাজন হয়। সেখানে সমবেত হন গাজনের সন্ন্যাসীরা। সেই গাজন খুবই প্রসিদ্ধ। এই সময় বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়– এই তিন মাস ধরে মন্দির চত্বরে বিরাট মেলা চলে।

এই দেবতা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা জানতে গেলে আমাদের বহু শতাব্দী পিছনে চলে যেতে হবে।

তখন ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা। এই মন্দির গঠনের ইতিহাস বলে তখন দিল্লির মসনদে সম্রাট বাবর অধিষ্ঠিত ছিলেন অর্থাৎ মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা হয়েছে মাত্র। হুগলি নদীর দুই তীর ঘন জঙ্গলে আচ্ছাদিত। সে সময় নদীর পাশে বসবাস করত জেলে সম্প্রদায়ের মানুষজন। সেই স্থানের স্থানীয় জমিদার ছিলেন দিগম্বর হালদার। তাঁর গৃহ ছিল গঙ্গারই ধারে, এখনও শ্যামবাবুর ঘাটে সেই হালদার বাড়ির দেখা মেলে।

শোনা যায়, বাবা ষণ্ডেশ্বর গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত ছিলেন। যেখান থেকে তাঁকে লাভ করা হয়েছিল সেই স্থানটি ছিল বিরাট শ্মশান। দেবতা ব্রাহ্মণ বংশের শিবভক্ত দিগম্বর হালদারকে স্বপ্নদান করেন। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দিগম্বর হালদার জেলেদের দিয়ে নির্দিষ্ট একটি স্থানে জাল ফেলালেন। এর মধ্যে প্রধান ছিলেন নীলমণি তেওড় নামে এক জেলে। সেই জালের মধ্যেই উঠে এল বাবা ষণ্ডেশ্বরের লিঙ্গ মূর্তি। তাঁর সঙ্গে নাকি একটি তামার ফলকও পেয়েছিলেন দিগম্বর। যার মধ্যে দেবতার ইতিহাস, তাঁকে পুজো করার পদ্ধতি, লিঙ্গের মাহাত্ম্য ইত্যাদি লেখা ছিল।

আবার এও বলা হয়, শুধু একটি লিঙ্গ লাভ করেননি দিগম্বর হালদার। একটি প্রধান লিঙ্গের সঙ্গে ছোট ছোট আরও অনেক লিঙ্গ তিনি গঙ্গাগর্ভ থেকে লাভ করেছিলেন। সেই সব লিঙ্গ সারিবদ্ধভাবে মূল মন্দিরের এক ধারে ত্রিশূল সহযোগে স্থাপন করা আছে। দিগম্বর হালদার সেই শিবলিঙ্গ পেলেন, কিন্তু কেবলমাত্র দেবতাকে লাভ করলে তো হবে না, তাঁকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চাই দেবালয়। তিনি স্থির করেছিলেন গঙ্গার ধারেই প্রতিষ্ঠা করবেন শিবমন্দির কারণ মা গঙ্গার কোল থেকেই তিনি লিঙ্গমূর্তি লাভ করেছিলেন। তখন গঙ্গার তীর ছিল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, শিবলিঙ্গ লাভের পর দিগম্বর হালদারের পুত্র মন্দির নির্মাণের জন্য গঙ্গাধারের জঙ্গলগুলি কাটতে থাকেন। জঙ্গল কাটতে কাটতে এক সময় তিনি একটু গভীরে গেলে সেখানে একটি বাঘের দেখা পান।

আমরা জানি বাংলার সমুদ্র মোহনা অঞ্চল সুন্দরবন বাঘের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু তখন কেবল সুন্দরবন নয়, গঙ্গাধারের জঙ্গলগুলিও এই হিংস্র প্রাণীর আবাসস্থল ছিল। দিগম্বর হালদারের পুত্র সেই বাঘকে দেখে মোটেই কিন্তু ভীত হলেন না। তিনি এত শক্তিমান পুরুষ ছিলেন যে নিজের গায়ের বলপ্রয়োগ করে কেবল হাত দিয়ে সেই বাঘটিকে মেরে ফেলেন। তাঁর এই দুঃসাহসিক কাজের জন্য স্থানীয় লোক তাঁকে বাগু হালদার নামেই ডাকতেন। ইতিহাসে তিনি সেই নামেই বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন। এরপর অনেক কাল শ্রীশ্রীষণ্ডেশ্বর জীউ মাটির নির্মিত কাঁচা মন্দিরে বিরাজ করতেন। পরে সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরী নামে এক ধনী শিবভক্ত দেবতার জন্য পাকা মন্দির তৈরি করে দেন। আরও পরবর্তীকালে নীলাম্বর শীল নামে এক ভক্ত ষণ্ডেশ্বর শিবের মন্দিরের সম্মুখে গঙ্গার ঘাটটি 'ষণ্ডেশ্বর তলার ঘাট' নামে বাঁধিয়ে দেন। ১৯৭৯ সাল নাগাদ, জনসাধারণের তোলা অর্থ দিয়ে শিবের বর্তমান রূপ দান করা হয়। শোনা যায়, সেই সময় মহানায়ক উত্তমকুমার এই মন্দির সংস্কারে আর্থিক সহায়তা করেছিলেন। সেই হল সর্বাপেক্ষা আধুনিক মন্দির।

দিগম্বর হালদার শিবলিঙ্গ লাভ করে তাঁরই গৃহদেবতা রূপে লিঙ্গের পুজো করতে থাকেন। ধীরে ধীরে লিঙ্গ মূর্তির ভক্ত হয়ে ওঠেন সাধারণ মানুষ। যদিও ষণ্ডেশ্বর লিঙ্গের পুজোর জন্য হালদার পরিবারের দেবোত্তর সম্পত্তি করে দেওয়া আছে, যে সম্পত্তিকে বলা হয় 'হালদার ল্যান্ড'। তথ্য অনুযায়ী, এই মন্দিরের সেবায়েত হলেন বালির গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার। তাঁরা বংশানুক্রমিক এই লিঙ্গের সেবাপুজো করে চলেছেন। ষণ্ডেশ্বর লিঙ্গের শক্তি কিন্তু দেবী দুর্গা বা পার্বতী নন। তিনি এই রূপে লীলাবতীকে বিবাহ করেন। কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১২৫২ সালে বৈশাখ মাসে এই শিব মন্দিরের পাশে দুর্গা মন্দির নির্মাণ করেন চুঁচুড়ার বল্লভ সোম নামে এক ব্যক্তি। বলা হয়, ক্ষীরগ্রামের শক্তিপীঠের দেবী যোগাদ্যার অংশ এই মন্দির। এই শক্তিপীঠের প্রভাব কেন এল তার কারণ খুব স্পষ্ট নয়। ক্ষীরগ্রাম দেখে প্রভাবিত বল্লভ সোম এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু বর্তমান মন্দিরের উপর লিখিত ফলকটি কিন্তু ভিন্ন মতপ্রকাশ করে। সেই ফলকে লেখা আছে ,

শ্রীশ্রীদুর্গা

শ্রীশ্রীশ্যামাপদারবিন্দ

ভজ শ্রীরাধাগোবিন্দ সন ১২৫২ সাল – বৈশাখ।

আশ্চর্য লাগে দুর্গামন্দিরে কেন বৈষ্ণবভাব প্রয়োগের চেষ্টা। শিবের নামের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এর নিদর্শন পাই 'শ্রীশ্রীষণ্ডেশ্বর জীউ'। মূলত আমরা শিবলিঙ্গ ও মন্দিরের সঙ্গে ঈশ্বর শব্দটির সংযোগ দেখতে পাই। বীরেশ্বর, নকুলেশ্বর, কাশীশ্বর ইত্যাদি নাম আমাদের কাছে পরিচিত। এই নামের সঙ্গে জীউ শব্দ ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু এই শিবলিঙ্গের সঙ্গে শ্রীশ্রী ও জীউ শব্দটি খুব বৈষ্ণব ভাবের ইঙ্গিত দেয়। এর কারণ আমাদের মনে হয় লীলাবতীর কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে অনেক স্থানে এইভাবে শিবের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ হয়। বিবাহ হয় নীলষষ্ঠীর দিন। এখানে লীলাবতী বলতে পার্বতীকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে পার্বতীকে লীলাবতী রূপেই বিবাহ করেন শিব আর তা বাংলার লোকায়ত ধারার সঙ্গে সংযুক্ত। গাজনের সঙ্গে এই লীলাবতীর ও শিবের বিবাহের সংযোগ আছে। গাজনের দিনই লীলাবতীর সঙ্গে শিবের বিবাহ হয় এবং সেই বিবাহকে উপলক্ষ্য করে গাজনের সন্ন্যাসীরা মেতে ওঠেন বিবাহ উৎসবে। এখানে উল্লেখ্য, এই সন্ন্যাসীদের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ অনুষ্ঠানে কিন্তু মেয়েরাও অংশগ্রহণ করে। গাজনের সন্ন্যাসীদের স্নানের মাধ্যমে পুজোর আয়োজন শুরু হয়। আমরা দেখি যেখানে যেখানে পার্বতীর স্থলে লীলাবতীর নাম আসছে সেখানে কিন্তু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেয়েরাও বিবাহ অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হচ্ছেন। এইভাবে শিবের সঙ্গে শক্তির সংযোগ একটু ভিন্ন প্রকারে সম্পন্ন করা হচ্ছে। আমাদের মনে হয় কোনও না কোনও সময় শৈব ধারার সঙ্গে বৈষ্ণব ধারার সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়া চলেছিল। সেই প্রক্রিয়ার ফসল এই লীলাবতীর বিবাহ অনুষ্ঠান। তাই ষণ্ডেশ্বর হলেন জীউ? আমরা অনুমান করি মাত্র। স্পষ্টভাবে দাবি করতে অক্ষম।

ষণ্ডেশ্বর শিবের ক্ষেত্রেও গাজন হল মূল উৎসব। যদিও রথের পরে তাঁকে যে তিথিতে দিগম্বর হালদার লাভ করেছিলেন সেই তিথিটি জন্মদিন রূপে উৎসব করে পালিত হয়। তবু মূল উৎসব অবশ্যই গাজন। এই মন্দিরে চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে দশদিন ধরে উৎসব হয়। চৈত্রসংক্রান্তির দুইদিন আগে নীলষষ্ঠীর দিন এই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পরদিন ষণ্ডেশ্বরের সন্ন্যাসীরা তথ্য অনুযায়ী প্রায় ১৫ ফুট উঁচু থেকে তীক্ষ্ণ ধারযুক্ত বঁটির উপর ঝাঁপ দেন।

১৬৩৫ সালে ডাচদের প্রতিষ্ঠিত শহর এই চুঁচুড়া। এখানকার শেষ ওলন্দাজ গভর্নর অ্যান্টনি ওভারবেক (১৮২৪) একবার বাবা ষণ্ডেশ্বরের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি এই মন্দিরের সেই সময়ের পূজারিদের বলেন ,'আমি একটি ধারালো বঁটি তৈরি করে দেব। সেই বটির উপর যদি গাজনের সন্ন্যাসীরা ঝাঁপ দিয়ে অক্ষত থাকে তবে এই শিবের মাহাত্ম্য আমি স্বীকার করে নেব।' মন্দিরের পূজারিরা তাঁর কথা স্বীকার করে নিলেন। তারপর সাহেব ওভারবেকের পাঠানো সেই লোহার ধারালো ফালের উপর গাজনের সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ শুরু হল। যেইমাত্র প্রথম সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিলেন সঙ্গে সঙ্গে সকলে অবাক হয়ে দেখল সেই সন্ন্যাসী শুধু অক্ষত রয়েছেন এমন নয়, তাঁর শরীরের আঘাতে আশ্চর্যজনকভাবে লোহার ফালটি ভেঙে গেছে। ওভারবেক সেই আশ্চর্যজনক ঘটনায় ষণ্ডেশ্বর শিবের ভক্তে পরিণত হলেন।

সাহেব শুধু ভক্ত হলেন না, তিনি নিজের পরাজয়ের নিদর্শন রূপে ষণ্ডেশ্বর শিবের জন্য দুটি পিতলের ঢাক তৈরি করে দিলেন। সেই ঢাক আজও গাজনের সময় বাজানো হয়। তারপর গচ্ছিত থাকে মন্দিরের ট্রাস্টের কাছে। গাজনের সময় সাতদিন সাত বেশে দেবতা সজ্জিত হন। কখনও সোনার বেশ, কখনও বা রুপোর। আবার বিয়ের সময় তিনদিন ষণ্ডেশ্বর দেবতাকে অদ্ভুত সুন্দর ফুলের শয্যায় শয়ন দেওয়া হয়।

আগেই বলেছি, মূল ষণ্ডেশ্বর শিব মন্দিরের চারদিকে যেমন দুর্গা মন্দির গড়ে উঠেছে ঠিক তার সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, জগন্নাথ মন্দিরে বিরাজ করছেন জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম। আর সব থেকে আশ্চর্য লাগে ষড়ভুজ শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তি দেখে। এই মূর্তি দারুমূর্তি রূপে কেবল উল্লেখযোগ্য দারুমূর্তি নয়, এটির গঠনভঙ্গি ও দেবমূর্তির ধারণাও অভিনব। শিব মন্দিরের চারপাশে রয়েছে অনেকগুলি দারুমূর্তি। এরমধ্যে বঙ্কুবিহারী বা রাধাকৃষ্ণের দারুমূর্তিও বেশ প্রাচীন। আর আছেন নকুলেশ্বর শিব। যে শিবের মন্দির ও লিঙ্গের গঠন দেখে মনে হচ্ছিল এই লিঙ্গের প্রকাশই বোধহয় প্রথম হয়েছিল। বর্তমান শিব মন্দির ওলন্দাজ শৈলীর প্রভাবে অনেক পরে নির্মিত হয়েছে। যদিও এ আমার নিজস্ব অনুভূতি বা অনুমান, তবু একথা বলতেই হয় এই মন্দিরের গঠনের পরে অনেক ধর্মভাবনার স্রোতধারা এর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তার মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব আজও সুস্পষ্ট।

চুঁচুড়ায় আরও একটি প্রসিদ্ধ দেবালয় হল দয়াময়ী কালীবাড়ি। এই দেবী ঠিক গৃহদেবী কিনা সন্দেহ আছে। বলা হয় সম্রাট আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল বাংলার জায়গিরদার রূপে জিতেন রায় নামে একজন কর্মচারীকে নিযুক্ত করেন। জিতেন রায়ের প্রতিষ্ঠিত এই দয়াময়ী কালীবাড়ি। কিন্তু পরবর্তীকালে তা অবাঙালির পরিচালনায় পরিচালিত হতে থাকে। প্রথমজন দুবে পদবিধারী ছিলেন। দ্বিতীয় পাঠক। এই পাঠকদের হাতেই এখন নিষ্ঠার সঙ্গে মন্দির পরিচালিত হয়। অর্থাৎ বাঙালি থেকে এই মন্দির অবাঙালিদের অধীনস্থ হয়েছে। আশ্চর্য লাগে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় সরস্বতীপুজোর দু'দিন পর। বাগদেবীর আরাধনা শুক্লা পঞ্চমীতে আর তার দু'দিন পর শুক্লা সপ্তমীতে এই দেবী প্রতিষ্ঠিত হন। দেবী মূর্তিতে দয়াময়ী কালী রূপে বিরাজিতা হলেও তিনি কিন্তু নগ্না নন, শাড়ি পরিহিতা, আলুলায়িত কেশা। মুখে স্মিতভাব নেই, তার পরিবর্তে তিনি বেশ ভীষণাই বটে। যদি তিনি কালী রূপই হন তবে অমাবস্যাই ছিল প্রতিষ্ঠার সঠিক লগ্ন। কিন্তু তা না হয়ে শুক্লা সপ্তমী হল কেন? দেবী কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডীর 'সর্বমঙ্গলামঙ্গল্যে ...' ইত্যাদি প্রণাম মন্ত্রেই পূজিতা।

দেবীর পাশে চারটি শিব মন্দিরে চারটি শিবলিঙ্গ। এদের যোনিপীঠ কিন্তু সাধারণ নয়। কোনও লিঙ্গের মধ্যখান দিয়ে বিরাজ করছে। আবার কোনওটিতে একেবারেই যোনীপীঠ নেই। একটিতে তিনটি চক্রের উপরে যোনীপীঠ বিন্যস্ত। কোনও লিঙ্গে তিনটি শিবের মুখ বসানো আছে। প্রশ্ন হল, এমনভাবে কেন তাঁরা প্রতিষ্ঠিত? তবে এই এত কেন-র উত্তর বোধহয় টোডরমলের অধীনস্থ জায়গিরদার জিতেন রায়ই দিতে পারবেন। জিতেন রায় তন্ত্রসাধনা করতেন এবং দেবীভক্ত ছিলেন– এই এতটুকু জেনেই এই মন্দির পরিক্রমায় আমাদের ক্ষান্ত দিতে হয়।

ছবি : বিদ্যুৎ সেনগুপ্ত

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

পর্ব - ১৮

ডাচদের প্রতিষ্ঠিত শহর এই চুঁচুড়া। চুঁচুড়ার শেষ ওলন্দাজ গভর্নর অ্যান্টনি ওভারবেকের পাঠানো সেই লোহার ধারালো ফালের উপর গাজনের সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ শুরু হল। যেইমাত্র প্রথম সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিলেন সঙ্গে সঙ্গে সকলে অবাক হয়ে দেখল সেই সন্ন্যাসী শুধু অক্ষত রয়েছেন এমন নয়, তাঁর শরীরের আঘাতে আশ্চর্যজনকভাবে লোহার ফালটি ভেঙে গেছে। ওভারবেক সেই আশ্চর্যজনক ঘটনায় ষণ্ডেশ্বর শিবের ভক্তে পরিণত হলেন।

সপ্তাহের সেরা ছবি

ব্রাজিলে মা জাগুয়ার সন্তানকে জলের মধ্যে বাঁচাতে ব্যস্ত। পৃথিবীতে ব্রাজিলেই সবচেয়ে বেশি জাগুয়ার দেখা যায়।

কবিতা

বিষাদ
রুবাইয়া জুঁই

যে জীবন ছেড়েছে আমায়, যে জীবন আঁকড়ে আছি
ফারাক তেমন নেই। আলোর রেখা ধরে পিছু নিয়েছে অন্ধকার।
সাধ্য কার পালানোর!

হারিয়েছে অরণ্য। মুঠোয় বালির স্বপ্ন।
সুগভীর জলোচ্ছ্বাস যেটুকু কেড়েছে তা ফেরাবেই।

শেষ গোধূলিতে হারানো রং ভোরের আলোতে আগুনের ফুল।
দূরের গায়ে যে মিটিমিটি আলো, মনে হবে উৎসব
আসলে স্বজন হারানো জোনাকিদের প্রতিবাদ।

তবুও এত যে ভ্রম। যা নেই, যা ছিল না, যা হয়েও হয়নি
তাই যেন বিষাদ
আমি যাকে ছুঁয়েছি বুক ভরে...

কবি ও কবিতা
অনুভা নাথ

নরম বাচ্চার নিটোল গালের মতো
কবিতা লিখতে চেয়েছিলাম।
অথবা, দিঘির শান্ত জলের মতো
ঠান্ডা ছায়ার গন্ধ থাকবে
আমার কবিতার অক্ষরে...
চেয়েছিলাম...
গোলাপের মতো স্নিগ্ধ
আর ভোরের আলোর চেয়েও
আলতো কবিতা।

লিখতে লিখতে কাগজে ফুটে উঠল,
ঘরছাড়া, অনাথ বাচ্চার কঠিন চোখ।
কবিতার প্রতিটি অক্ষর
যেন বেরিয়ে এল প্রচণ্ড রোদে
তপ্ত বাস্তবের শক্ত জমিনে।
কবিতা চিৎকার করে বলে উঠল,
কবি, আজ মানুষ বড় বিপন্ন,
তাদের তুমি নিজের ভাষা দাও।

আমি কবিতা শেষ করলাম...
দেখি কখন যেন কাগজ সাদা হয়ে গেছে, লেখার অক্ষর ছড়িয়ে পড়েছে
সারা পৃথিবীতে... শিক্ষা হয়ে, আলো হয়ে, চেতনা হয়ে, প্রতিবাদ হয়ে।

হেমন্তের স্বপ্ন
রবীন বসু

সাঁকোটা ভেঙে গেছে বহুদিন, তবু পারাপার
বন্ধ হয়ে নেই। হাঁটুজল ভেঙে মানুষ যায় হাটে,
হাসপাতালে, কুটুমবাড়ি ও মেলা দেখত।
জীবন থামে না, এগিয়ে চলে, এগিয়ে যায়—
গ্রামদেশ নিস্তরঙ্গ হলে শিশিরের জল মাখে
ভাঙা সাঁকোর অবশিষ্টাংশ; মাঠের পাকা ধানে
বাতাসের ফিশফিশানি- সাঁকোর দীর্ঘশ্বাস!
একদিন এক বৃদ্ধ কী মনে করে সাঁকোর পাশে
নতুন করে জড়ো করতে লাগল বাঁশ খুঁটি দড়ি-
সকালে মানুষজন দেখল সেই বৃদ্ধ অশক্ত হাতে
বাঁশ পুঁতছে, সাঁকো আবার জোড়া দেবে-
এক দুই করে আস্তে আস্তে গ্রাম ভেঙে পড়ল।
সবাই হাত লাগাল। বৃদ্ধের স্বপ্ন পূর্ণ হল। সাঁকো
স্বমহিমায় নতুন হয়ে উঠল। আবার সাঁকো দিয়ে
পারাপার শুরু হল। জ্যোৎস্না নেমে এল মাঠে।
হেমন্তের সোনালি ধান মাথায় নিয়ে চাষি সাঁকো
পার হয়ে গেল অবলীলায়। বৃদ্ধ ভাবল-
স্বপ্ন আসলে দেখার না, স্বপ্নকে দেখাতে হয়!

ব্রোঞ্জের প্রজাপতি
মৃড়নাথ চক্রবর্তী

হেমন্তের শেষবেলায় মেসেজ ঢোকে
হোয়াটসঅ্যাপে,
রৌদ্রোজ্জ্বল ভোরে
শিশিরভেজা কার্নিশে কাক এসে বসে।
বহুকাল পর যেন সকাল হল!
টিনের ট্রাংক থেকে বেরিয়ে এসে
গরম জামারা ছাদে রোদ পোহায়।
যেই আমলকীর পাতা ঝরে যেত,
মরে গেছে কয়েকটা বছর আগে।
ডিসেম্বর আজও আসে,
ইস্কুলের পরীক্ষা আসে না আজকাল।
পরীক্ষা শেষের লেপমুড়িতে গল্পের বইয়েরা নেই।
রাসমেলার মাঠে তাঁবু বসে অনেক বেশি
কিন্তু আলু-কাবলি হাতে
বন্ধুরা মিলে গ্যালারিতে বসা হয়নি। বহুযুগ হল।
শরৎ থেকে শীতের মাঝে বসন্তেরা নেই-
শুধু এখনও দু'-একটা ব্রোঞ্জের প্রজাপতি
উড়ে বেড়ায় আপন মনে।
তাদের দায় নেই, দায়িত্ব নেই,
তাদের কোনও প্রাপ্ত বয়স নেই।

ক্যানিব্যাল
পাপড়ি গুহ নিয়োগী

একদল নেড়ি কুত্তা
ভারতবর্ষের মাঝখানে বসে যা খুশি করে যাচ্ছে
রক্তের মাদুলি বানিয়ে গ্যারাজে ক্লিনিক খুলছে
মানচিত্রের চাকায় থ্রেট কালচার বেঁধে বলছে
প্লিজ, এবার একটু হাসুন
হাসুন
আমি বলছি হাসুন

আজকাল খিদে পায় না
বরং বমি পায়

ক্ষমা করবেন
গল্প নয়
মানুষ মানুষের মাংস খাচ্ছে

চুপ করে থাকি
ভাবি...
আমাদের পূর্বপুরুষেরা
জন্ম থেকেই ক্যানিব্যাল

আশ্চর্য তারের পথে
কল্যাণ দে

ভেতর থেকে বাইরে আসা সহজ নয়
বৃক্ষের গর্ভকোটর পেরিয়ে গেলে
ধুলোর সাথে খেলা
মেলায় একা লাগে
টাঁকশাল যেন মহাকাশের বীর নভোচর
ভেতর থেকে বাইরে আসা সহজ নয়
ইতিহাস বাঁকা চাঁদের মতো হেলে-
ছারপোকা বর্গাদার যদিও
ছয় ঋতুর স্বাদে বঞ্চিত
বস্তুত আশ্চর্য তার, বুক পেতে ধরে রাখে
মহাজনি রাজপথ!

শিউলির গন্ধ নেই
হাবিবুর রহমান

একা হাঁটি
সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ফেলে রাখি পিছনে
তাল কেটে যাচ্ছে সকলের গান
নিভে গেছে শহরের আলো

এই শরতে কোনও শিউলির গন্ধ নেই
কাশফুলের বুকে হোঁচট খাচ্ছে মৌসুমি বাতাস
স্বরবর্ণ ভিজে গেছে তোমারই অশ্রুজলে

একা হাঁটি
কোনও কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে
আমাকে পরানো উত্তরীয় দিয়ে তোমার অশ্রু ফোঁটা মুছি।

যাপনচিত্র
জয়ন্ত সরকার

রাত্রির নিমগ্নতা ছুঁয়ে শব্দরা নকশা বুনছে
উত্তাপে টের পাচ্ছি স্পর্শের তীব্রতা
যাবতীয় অনুষঙ্গ ধূসর শূন্যতা বুকে
ব্যবচ্ছেদ করছে আমাকে
দ্যাখো, জমাট স্বপ্নদের গায়ে খাঁজ
কেটে কেটে নেমে আসছে জ্যোৎস্নাবিলাস
চকিত ছুটে আসা আকারহীন অনিবার্য ধাক্কায়
এসো, স্তর ভেঙে ভেঙে ঢুকে পড়ি আবহমান কবিতায়...

ফসলের মাঠ ডাকছে ইশারায়
প্রশান্ত দেবনাথ

আজ দুই চোখ জুড়ে দশমীর মধ্যরাত, আর
মন কেমনের সুরে মিশে আছে ভাসানের ছবি
আবেগে রঙিন হয়ে, আবেগে শিউলির ঘ্রাণে ভিজে
একা হয়ে বসে আছি বারান্দায়, ছুঁয়ে যাচ্ছে কবি...

কবি জানে, উৎসবের পর কেন মেঘলা থাকে মন
শীতের রোদ্দুর কেন এই মায়াজাল বুনে চলে
অগোছালো ভাবনার ভেতর এখনই উঠে এল
ভুলে যাওয়া ফেরিঘাট, ওই তো, শৈশব ভাসছে জলে

মনের উঠোনে আছে আঁকা অসংখ্য জলছবি
মনের অলিন্দে আছে ঝলসানো ফুলের হাহাকার
আলোর পেছনে থাক যা-কিছু, চিন্তার অবকাশ
নেই, ফসলের মাঠ ডাকছে ইশারায়, বারবার...

ড্র করে এএফসি-তে টিকে ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল-২ (তালাল ও দিয়ামান্তাকোস)
পারো এফসি-২ (ওপোকু-পেনাল্টি ও আসান্তে)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : কার্লোস কোয়াদ্রাত থেকে বিনো জর্জ হয়ে অস্কার ব্রুজোঁ। তিন কোচই প্রতি ম্যাচের পর দলের খেলার মধ্যে উন্নতি ও সদর্থক দিকের উল্লেখ

গোল পেলেও ইস্টবেঙ্গলকে জয় এনে দিতে পারলেন না মাদিহ তালাল। থিম্পুতে শনিবার।

করতে ভোলেন না। এদিন পারো এফসি-র সঙ্গে থিম্পুতে ২-২ ড্র যদি উন্নতির লক্ষণ হয় তাহলে নিশ্চিতভাবেই এঁরা, বিশেষ করে ব্রুজোঁ এসে দলের উন্নতি করেছেন, এই কথা বলতেই হয়।

ছবির মতো সুদৃশ্য মাঠ। গ্যালারির ছাউনি দেখতে অনেকটা গুম্ফার ছাদের মতো। বিকেল নামতেই দূরের পাহাড়ের বাড়িগুলিতে আলো জ্বলে ওঠে। এহেন চাংলিমিথাং স্টেডিয়াম দেখতে যতই সুন্দর লাগুক না কেন, মাঠে নেমে খেলা অবশ্যই কঠিন। প্রায় আট হাজার ফুট উচ্চতায় দমের ঘাটতি যেমন স্বাভাবিক তেমনি প্রবল ঠান্ডায় খেলাও সহজ নয়। তবু এদিন কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। সাউল ক্রেসপোর নীচু ক্রস ধরে মাদিহ তালালের ফিনিশ নিশ্চিতভাবেই লাল-হলুদ সমর্থকদের আশার আলো জ্বালায়। কিন্তু এই ইস্টবেঙ্গল দলটার সম্ভবত প্রধান সমস্যা আত্মবিশ্বাসের অভাব। নাহলে পারো এফসি-র বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়ে কোথায় তাদের ছিঁড়ে ফেলবে, সেখানে তিন মিনিটের মধ্যে গোল হজম। প্রভাত লাকড়া বক্সের মধ্যে ইভান্স আসান্তেকে টেনে ফেলে দিলে রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন। ১০ মিনিটে ১-১ করেন উইলিয়াম ওপোকু। এই পেনাল্টি নিয়ে পরে ক্ষোভপ্রকাশ করেন ব্রুজোঁ।

এদিন ক্লেইটন সিলভাকে বাদ দিয়ে বাকি পাঁচ বিদেশিকে নিয়ে দল নামাতে গিয়ে ব্রুজোঁ আনোয়ার আলিকে খেলালেন রাইট ব্যাক পজিশনে। ইস্টবেঙ্গলের সবথেকে দুর্বল জায়গা সম্ভবত দুই সাইড ব্যাক পজিশনই। নীশুকুমার-মহম্মদ রাকিপদের তুলনায় বরং আনোয়ার ভালোই খেললেন। তবে ১-১ হয়ে যাওয়ার পর আসান্তে ও ওপোকু দুইজনেই বারবার ঝামেলায় ফেলেছেন ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সকে। বার কয়েক পতন রোধ করেন প্রভসুখান সিং গিল। চাপের মুখে বিরতির আগেই পিছিয়ে পড়ে লাল-হলুদ ব্রিগেড। কাউন্টার অ্যাটাক থেকে আসান্তে একাই বল টেনে নিয়ে যান। গিল এগিয়ে এসে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেও সফল হননি। ঠান্ডা মাথায় রেখে গোল করতে ভুল হয়নি তাঁর।

এই পারো এফসি দলটা একেবারেই আহামরি নয়। এহেন দলের বিরুদ্ধেও জিততে না পারাকে ইস্টবেঙ্গল কোচ-ম্যানেজমেন্ট কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন সেটা তাঁরাই জানেন। বিরতির পরও খেলায় দারুণকিছু উন্নতি না হলেও ৭০ মিনিটে নন্দকুমার শেখরের নীচু ক্রস থেকে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের জোরালো শটে গোলটায় অন্তত মুখরক্ষা হল। ম্যাচের পর ব্রুজোঁ বলেছেন, ‘প্রথম ম্যাচ আমরা হারতে চাইনি। আমরা পয়েন্ট পেয়ে টুর্নামেন্টে টিকে থাকলাম। তবে ফের সেই একইভাবে ব্যক্তিগত ভুলে পয়েন্ট খোয়ালাম।’ তাঁর চেনা বসুন্ধরার বিপক্ষে ব্রুজোঁ পরবর্তী ম্যাচে জয় এনে দিতে পারেন কিনা সেটাই এখন দেখার।

স্যান্টনার-মিসাইলে ধ্বংস ভারত-মিথ

দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়ে হুংকার মিচেল স্যান্টনারের।

১৭ রানে আউট হওয়ার পর হতাশ বিরাট কোহলি। পুনেতে শনিবার।

নিউজিল্যান্ড : ২৫৯ ও ২৫৫
ভারত : ১৫৬ ও ২৪৫

পুনে, ২৬ অক্টোবর : ১২ বছর। ১৮ সিরিজ। ৪৩৩১ দিন।

তিলে তিলে তৈরি হওয়া ‘মিথ’ ভেঙে চুরমার। ২০১২-তে শেষবার ইংল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ হেরেছিল ভারত। এক যুগে অপরাজিত থাকার সেই তকমা খসে পড়ল কিউয়ি ইতিহাসে।

৩৬ বছর অপেক্ষার পর ভারতের মাটিতে টেস্ট জিতেছিল নিউজিল্যান্ড। আজ সম্পন্ন সিরিজ জয়ও। রবীন্দ্র জাদেজার ক্যাচ ধরেই জয়ের দৌড় হোয়াইটওয়াশ হয়েছে।

খাদের কিনারা থেকে স্বপ্নের উত্থান। ভারত সেখানে আরও অতলে। গোটা ম্যাচে স্যান্টনার-জাদুর উত্তর ছিল না। প্রথম ইনিংসে ৭ উইকেট, আজ হাফডজন। একই টেস্টে দুই ইনিংসেই পাঁচের বেশি উইকেট- ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কোনও কিউয়ি বোলারের যে নজির নেই।

২০১২-তে ইংল্যান্ডের ভারত-জয়ের নেপথ্যে ছিলেন গ্রেম সোয়ান-মন্টি পানেসর স্পিন জুটি। পুনের সিরিজ জেতানো দ্বৈরথে সেখানে একাই একশো স্যান্টনার।

১২ বছর পর ঘরের মাঠে সিরিজ হার

টিম সাউদির। মিচেল স্যান্টনারকে ঘিরে গোটা দলের উচ্ছ্বাস। যার পাশে জঘন্য ক্রিকেটে একরাশ লজ্জা নিয়ে ফেরা টিম ইন্ডিয়ার। একইসঙ্গে সিরিজ হেরে ভারতীয় দল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার পথটাও কঠিন করল।

শুক্রবার দ্বিতীয় দিনেই হারের আশঙ্কা ঘিরে ধরেছিল। অঙ্ক উলটে দিতে দরকার ছিল দলগতভাবে প্রতিরোধ। যদিও দলের সর্বকনিষ্ঠ যশস্বী জয়সওয়াল ব্যতীত লড়াইয়ের ছিটেফোঁটা মেলেনি। ফলস্বরূপ ৩৫৯-এর জয়লক্ষ্যে ২৪৫ রানে শেষ ভারত। ১১৩ রানের বিশাল ব্যবধানে তিনদিনের মধ্যেই ভারত-বধ কিউয়িদের! কে বলবে এই দলটা কিছুদিন আগে শ্রীলঙ্কার হাতে বেঙ্গালুরুর হারের ক্ষত ভুলতে পুনেতে স্পিনকেই হাতিয়ার করেন গৌতম গম্ভীর-রোহিত শর্মারা। স্যান্টনার-ধামাকায় তা বুমেরাং।

আগ্রাসী মেজাজে শুরু করলেও রক্ষণের ফাঁক থেকেই গিয়েছিল রোহিতের। সেই ফাঁক কাজে লাগিয়েই স্যান্টনারের প্রথম ধাক্কা। লাঞ্চের আগে (৮১/১) আর কোনও উইকেট না হারিয়ে উত্তাপ বাড়াচ্ছিলেন যশস্বী-শুভমান গিল। যদিও মাঝের সেশনে ফের ম্যাচের ভোলবদল। ঘাতক স্যান্টনার, খাদ্য ভারতীয় ব্যাটাররা।

প্রথমে শুভমান (২৩)। ক্রিজে প্রবেশ বিরাট কোহলির। বিরাট কিছু করে ওঠার আগে ৬ বলের মধ্যে প্রথমে যশস্বী (৭৭), তারপর ঋষভ পন্থকে (০) হারিয়ে ব্যাকফুটে ভারত। ৬৫ বলে ৭৭ করার পথে গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথকে (১০৪৭, ১৯৭৯) পিছনে ফেলে ভারতে এক বছরে সর্বাধিক রানের নজির গড়েন যশস্বী (১০৫৬)। তবে স্যান্টনারের তৈরি স্পিন-ভুলভুলাইয়া থেকে দলকে উদ্ধার করতে দরকার ছিল আরও বড় ইনিংস।

দুঃসাহসী রান নেওয়ার ফাঁদে পা দিয়ে আউট ঋষভ পন্থ। প্রথম ইনিংসে আলটপকা শটে উইকেট খোয়ান। আজ রানআউট। কোহলির ডাকে সাড়া দিয়ে সিঙ্গলস নিতে গিয়ে বিপদ। পয়েন্ট থেকে বাঁহাতে নিখুঁত থ্রো স্যান্টনারের। বাকি কাজ সেরে দেন উইকেটকিপার।

কার্যত যশস্বী-ঋষভকে পরপর খুইয়ে ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায় ভারত। কোহলি (১৭) হারানো ছন্দ হাতড়ে বেড়ালেন এবং ব্যর্থতা তালিকা দীর্ঘ করে ফেরা চেনা ছবি। আবার ঘাতক স্যান্টনার। লেগবিফোর সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রিভিউ নিলেও ‘আম্পায়ার কল’ হওয়ায় লাভের লাভ হয়নি। যে অসন্তোষ নিয়েই মাঠ ছাড়েন।

রোহিত, বিরাটদের ব্যর্থতায় ‘এবার দয়া করে অবসর নাও’ আবেদনও শোনা গেল। রেহাই পাচ্ছেন না বিরাটদের হেডস্যরও। শ্রীলঙ্কার কাছে ওডিআই সিরিজ হার। এবার কিউয়িদের হাতে পরাজয়- জোড়া ধাক্কায় টলমল সবে শুরু গম্ভীর জমানা।

সরফরাজের টেকনিক নিঃসন্দেহে চিন্তার জায়গা। গতকালই অস্ট্রেলিয়াগামী দল ঘোষণা করা হয়েছে। সরফরাজ খান প্রত্যাশামাফিক দলেও আছেন। কিন্তু সীমিত শট-বৈচিত্র্য নিয়ে ধারালো অজি বোলিংয়ের বিরুদ্ধে কতটা নিরাপদ, প্রশ্ন থাকছে।

আসলে স্যান্টনাররা গোটা ভারতীয় ব্যাটিংকেই প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। বিক্ষিপ্ত কয়েকটা ব্যক্তিগত পারফরমেন্স দিয়ে যা আড়াল করা যাচ্ছে না। বিরাট যখন ফেরেন ভারতের স্কোর ১৪৭/৫। বাকি পাঁচ মিলে টেনেটুনে ২৪৫-এ পৌঁছোনো। জাদেজা (৪২), ওয়াশিংটন সুন্দর (২১), রবিচন্দ্রন অশ্বীনদের (১৮) ইনিংসগুলি বৈতরণি পাড়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

অথচ, শনিবার প্রথম সেশনটা কিন্তু ছিল ভারতেরই। ১৯৮/৫ থেকে নিউজিল্যান্ডকে ২৫৫-এ গুটিয়ে দেয় অশ্বীন (৯৭/২)-জাদেজা (৭২/৩)। টম ব্লান্ডেলকে (৪১) ফিরিয়ে দিনের প্রথম শিকার জাদেজার। গ্লেন ফিলিপস ৪৮ রানে অপরাজিত থাকেন। লিড ৩৫৮।

২০০৮-এ ৩৮৭ রান তাড়া করে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল ভারত। শতরান করেন শচীন তেন্ডুলকার। ওপেনিং জুটিতে বীরেন্দ্র শেহবাগকে নিয়ে ১১৭ রান যোগ করে জয়ের ভিত গড়ে দেন গম্ভীর। জয় দূর অস্ত, শচীনদের লড়াইয়ের ছিটেফোঁটা মেলেনি আজকের বিরাট-রোহিতদের থেকে। নিট ফল, একযুগ পর হোম সিরিজ হারের লজ্জা। দ্রুত ভুল শুধরে না নিতে পারলে অজি সফরে কিন্তু আরও বড় লজ্জা অপেক্ষা করবে, আশঙ্কা অমূলক নয়।

ঘরের মাঠে তিন বছর পর সিরিজ জয় পাকিস্তানের

রাওয়ালপিন্ডি, ২৬ অক্টোবর : তৃতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডকে ৯ উইকেটে হারিয়ে ঘরের মাঠে তিন বছর পর টেস্ট সিরিজ জিতল পাকিস্তান। অধিনায়ক সাউদ শাকিলের নেতৃত্বে এটাই তাদের প্রথম সিরিজ জয়। ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের নেপথ্যে দুই স্পিনার সাজিদ খান ও নোমান আলি। মুলতানে প্রথম টেস্টে হারের পর তাঁদের দলে নেওয়া হয়। শেষ দুই টেস্টে বিপক্ষের ৪০টির মধ্যে ৩৯টি উইকেটই তাঁদের দখলে। নোমান ২০ উইকেট নিয়েছেন, সাজিদের শিকার ১৯টি।

সিরিজ সেরার পুরস্কার নোমানের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চেয়ে সাজিদের মন্তব্য, ‘নোমিভাইয়েরও সমান কৃতিত্ব প্রাপ্য। এই পুরস্কার আমাদের ভাগ করে নেওয়া উচিত।’

শুক্রবারের ২৪/৩ স্কোর থেকে শুরু করে ইংল্যান্ড এদিন ৭ উইকেট হারায় মাত্র ৮৮ রানে। ফলে পাকিস্তানের জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় মাত্র ৩৬। ১ উইকেট হারিয়ে সেই রান তারা তুলে নেয় ৩.১ ওভারে।

ভেস্তে গেল প্রথম দিনের খেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : আশঙ্কাই সত্যি হল। বাংলা বনাম কেরল রনজি ট্রফি ম্যাচের প্রথম দিনে এক বলও খেলা হল না। সৌজন্যে ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাব। মাঠ গত কয়েকদিন ধরে পুরো ঢাকা থাকলেও আউটফিল্ড ভিজে থাকায় ভেস্তে গেল প্রথম দিনের খেলা।

সকাল থেকেই কলকাতার আকাশে ঝলমলে রোদ। ঘূর্ণিঝড় ও নিম্নচাপের প্রভাব কেটে যাওয়ার পর মনে করা হয়েছিল, বাংলা বনাম কেরলের খেলা শুরু করা যাবে। বাস্তবে হল ঠিক উলটো। সারাদিন অন্তহীন অপেক্ষা। মোট তিনবার মাঠ পর্যবেক্ষণের পর বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ আম্পায়াররা জানিয়ে দিলেন, আউটফিল্ড ভিজে থাকার কারণে প্রথম দিনের খেলা পণ্ড। যদিও রবিবার দ্বিতীয় দিনে খেলা শুরুর সম্ভাবনা প্রবল। বাংলার অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদারের বাবা গতরাতে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর সেরিব্রাল হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি। বাবার অসুস্থতার মাঝেও বাংলার দায়িত্ব নিয়ে অনুষ্টুপ সকালেই মাঠে হাজির হয়ে যান। পরে সারাদিনই ছিলেন মাঠে।

আত্মসমর্পণ মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব- ০
হায়দরাবাদ এফসি-৪
(মিরান্ডা-২, সেপিচ, পরাগ)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : পরপর তিন ম্যাচে হার। ইস্টবেঙ্গলের মতো হারের রোগ কি সংক্রামিত হল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যেও? টানা তিন ম্যাচে হার। কলকাতার দুই প্রধান দিনের পর দিন খারাপ খেলেই চলেছে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও কেরালা ব্লাস্টার্সের কাছে হারার দুর্বল হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোই লক্ষ্য ছিল সাদা-কালো শিবিরের। উলটে ৪ ম্যাচে কোনও জয় না পাওয়া থাংবোই সিংটোর ছেলেরা মহমেডানকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করলেন। প্রথম তিনটি গোল এল ১৫ মিনিটের মধ্যে। তাতেই শেষ মহমেডান।

ম্যাচের ৪ মিনিটেই রক্ষণভাগের অমার্জনীয় ভুলে পিছিয়ে পড়ে মহমেডান। ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরের ব্যাক পাস ঠিকমতো ধরতে পারেননি গোলরক্ষক পদম ছেত্রী। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা হায়দরাবাদের ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার মিরান্ডা সেই সুযোগে গোল করে যান। দ্বিতীয় গোলের ক্ষেত্রেও মহমেডান রক্ষণভাগ দায়ী। ১২ মিনিটে সাই গর্ডার্ডের কর্নার থেকে যখন স্টেফান সাপিচ গোল করছেন, তাঁর সামনে লালরেমসাঙ্গা ফানাই দাঁড়িয়ে। দ্বিতীয় গোলের রেশ কাটার আগেই তৃতীয় গোল। পরাগ শ্রীবাসের পাস থেকে বক্সের বাইরে থেকে তৃতীয় গোল মিরান্ডার।

জোসেফ আদজেইয়ের না থাকাটা এদিন ম্যাচের অন্যতম ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াল। ষষ্ঠ বিদেশি ওগিয়েরের অবস্থা তথৈবচ। এখনও দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি। দুইটি গোলের ক্ষেত্রে তিনি দায়ী। অবশ্য একা ফ্লোরেন্টকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। গৌরব বোরা, আদিঙ্গারা ঠিকমতো নিজের পজিশনেই দাঁড়াতে পারছিলেন না। হায়দরাবাদের আক্রমণের মুখে মহমেডান রক্ষণের কংকালসার অবস্থা বেরিয়ে আসে। তার ওপর মিরজালোল কাশিমভকে বড়ই সাদামাঠা লাগল। সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগালেন হায়দরাবাদের কোচ সিংটো।

দ্বিতীয়ার্ধে সিজার মানঝোকি ও মাকান চোটেকে নামিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া প্রয়াস নিয়েছিলেন আন্দ্রেই চেরনিশভ। তবে ৫২ মিনিটে চতুর্থ গোল পায় হায়দরাবাদ। আন্দ্রেই আলবার পাস থেকে ২৫ গজ দূর থেকে বিশ্বমানের গোল করে যান পরাগ। মিনিট দুয়েক পরে মানঝোকির শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে।

আইএসএলের শুরুতে বেশ আশা জাগিয়েছিল মহমেডান।

হায়দরাবাদ এফসি-র গোলস্কোরার স্টেফান সেপিচ ও মিরান্ডা (৯)।

কিন্তু যতদিন যাচ্ছে ততই খারাপ খেলছে। এই দল নিয়ে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায়। কিন্তু আইএসএলে ভালো কিছু করাটা কঠিন। আপাতত এই ম্যাচের পর ৬ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে মহমেডান নেমে এল দ্বাদশ স্থানে। ৯ তারিখ ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ডার্বি ম্যাচ। তার আগে রক্তচাপ আরও বাড়ল সাদা-কালো শিবিরের।

মহমেডান : পদম, আদিঙ্গা, গৌরব, ফ্লোরেন্ট (মানঝোকি), জুইডিকা (সাজ্জাদ), কাশিমভ, অ্যালেক্সিস, বিকাশ সিং, রেমসাঙ্গা (মাকান), আঙ্গুসানা (ইরশাদ), ফ্র্যাঙ্কা।

সিরিজ জিতছেন, দ্বিতীয় দিনেই বুঝে যান ল্যাথাম

পিঠের ব্যথা নিয়ে বাজিমাত স্যান্টনারের

পুনে, ২৬ অক্টোবর : ১৯৫৫-’৫৬।

৬৯ বছর আগে প্রথমবার ক্রিকেট সফরে ভারতে পা রেখেছিলেন ব্ল্যাক ক্যাপসরা। গত সাত দশকে ১৩টি টেস্ট সিরিজ। সিরিজ জেতা দূর অস্ত। জয় মাত্র দুইটি টেস্টে। ভারতের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিবর্ণ যে রেকর্ড আজ ধুয়েমুছে সাফ।

১৯৮৮ সালের পর ভারতে প্রথম টেস্ট জয়ের স্বাদ পেয়েছিল টম ল্যাথাম ব্রিগেড। এদিন প্রথম সিরিজ জয়ের ইতিহাস। প্রথম কিউয়ি অধিনায়ক হিসেবে যে কীর্তিতে ল্যাথামের খুশি স্বভাবতই দ্বিগুণ। সাফ জানান, শুক্রবার দ্বিতীয় দিনের শেষেই বুঝে গিয়েছিলেন ম্যাচ ও সিরিজ জয় সময়ের অপেক্ষা।

ল্যাথাম বলেছেন, ‘দ্বিতীয় দিনের শেষে আমরা চালকের আসনে ছিলাম। এদিন দরকার ছিল লিডটাকে আরও বাড়ানোর। গ্লেন ফিলিপস যেভাবে ব্যাটিং করেছে, প্রশংসার দাবি রাখে। রান তাড়ায় ভারত আগ্রাসী ব্যাটিং করলেও নিয়মিত উইকেট পেয়েছি আমরা। ড্যারিল মিচেলের সঙ্গে বোলিংয়ে গ্লেন-আজাজ প্যাটেলও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।’

ভারতে এসে ভারত-বধ। কিউয়ি ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় সাফল্যের উচ্ছ্বাস নিয়েই কিউয়ি অধিনায়ক আরও বলেছেন, ‘বিশেষ অনুভূতি। আমি গর্বিত। দলগত প্রচেষ্টার ফল। সঠিক সময়ে নিজেদের সঠিকভাবে মেলে ধরা। যার হাত ধরে কিউয়ি ক্রিকেটের স্পেশাল দিন। ভারত সফর মানে বাড়তি তাগিদ নিয়ে নামতে হবে। অধিনায়ক হিসেবে আমি খুশি, এই টেস্টে আগাগোড়া আমরা আধিপত্য দেখিয়েছি। প্রথম ইনিংসে দুর্দান্ত বল করেছে স্যান্টনার। দ্বিতীয় ইনিংসেও একইরকম দাপট দেখাল।’

ভারতে আসার ঠিক আগে শ্রীলঙ্কা সফরে হোয়াইটওয়াশ হয় নিউজিল্যান্ড। জোড়া টেস্টেই টার্নিং উইকেটে নাস্তানাবুদ কিউয়ি ব্যাটাররা। পুনের স্পিন-সহায়ক পরিস্থিতিতে যদিও উলটপুরাণ। ল্যাথামের দাবি, ‘শ্রীলঙ্কায় খুব একটা খারাপ খেলিনি আমরা। ফলাফলটুকু সরিয়ে রাখলে সেটা দেখতে পাবেন। ক্রিকেট বেসিকের ওপর জোর দিয়েছিলাম। ভারত সিরিজে সেটাই করেছি।’

সিরিজ জয়ের পর মিচেল স্যান্টনারকে ঘিরে উল্লাস নিউজিল্যান্ডের।

ম্যাচের নায়ক মিচেল স্যান্টনার জানান পিঠের ব্যথা নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং করার কথা। বলেন, ‘প্রথম ইনিংসের মতো একই বোলিং স্ট্র্যাটেজি নিয়েছিলাম এদিন। তবে আজ কাজটা একটু কঠিন ছিল। প্রথম থেকে ভারতীয় ব্যাটাররা শট খেলছিল। দ্রুত রান করছিল। তবে জানতাম সুযোগ আসবে। পাশাপাশি টানা বোলিংয়ের জন্য আমার পিঠ ও কোমরে ব্যথা হচ্ছিল। ফুলেও গিয়েছে।’

ব্যথাকে প্রশ্রয় দেননি। লক্ষ্য শুধু একটাই— ভারতের দশ উইকেট। স্যান্টনারের কথায়, ‘আজ থামতাম না। উইকেটগুলিই ছিল ব্যথা উপশমের ওষুধ। প্রতিবার উইকেট নেওয়ার পর মনে হচ্ছিল ব্যথা কমে যাচ্ছে। আর দলের জন্য যন্ত্রণাকে গুরুত্ব দিতে রাজি ছিলাম না। হাতে এখনও একটা টেস্ট। তারপর সীমিত ওভারের সিরিজ। এই জয় আত্মবিশ্বাস জোগাবে।’

ময়নাতদন্তে না, বিরক্ত রোহিতের

পুনে, ২৬ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া টেস্ট ও সিরিজ হারের লজ্জা নিয়ে শেষ বিকেলে যখন সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা, তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল দিকশূন্যপুরের বাসিন্দা। কেন এভাবে দল ব্যর্থ হল, কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না তিনি। মানতেও পারছিলেন না।

কিউয়িদের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের এখনও একটি টেস্ট বাকি। মুম্বইয়ে শেষ টেস্টের পরই সতীর্থদের নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিমানে উঠতে হবে হিটম্যানকে। কিন্তু তার আগে তাঁর সামনে এখন চ্যালেঞ্জের এভারেস্ট। দলের ব্যাটাররা নিজেদের প্রয়োগ করতে পারছেন না। শট বাছাইয়ে ভুল হচ্ছে নিয়মিত। পেসের বিরুদ্ধে দুর্বলতার পাশে মিচেল স্যান্টনারদের বিরুদ্ধে স্পিন খেলার স্কিল নিয়েও প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। সঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের রাস্তাও কঠিন হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার জন্য।

কীভাবে ড্যামেজ কন্ট্রোল করবেন ভারত অধিনায়ক? অস্ট্রেলিয়া সফরে কি ভারতীয় দলের জন্য আরও বড় লজ্জা অপেক্ষা করে রয়েছে? ব্যর্থতার ময়নাতদন্ত কি শুরু হয়েছে? সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত অধিনায়কের জন্য ছিল এমনই নানা প্রশ্নের পসরা। মাঠে না পারলেও সাংবাদিক সম্মেলনে সোজা ব্যাটে খেললেন ভারত অধিনায়ক। জানিয়ে দিলেন, ব্যর্থতার ময়নাতদন্তের কথা ভাবছেনই না তিনি। ভারত অধিনায়কের কথায়, ‘যখন আমরা ম্যাচ বা সিরিজ জিতি, তখন সেই কৃতিত্ব পুরো দলেরই হয়। তাই দল ব্যর্থ হলে তার দায়ও দলের সকলকেই নিতে হবে। তবে বেশি ভাবতে রাজি নই আমি। মাত্র দুটো টেস্ট হেরেছি। তার জন্য এখনই এত উতলা হওয়ার দরকার নেই। ব্যর্থতার ময়নাতদন্তের প্রয়োজন রয়েছে বলেও মনে হয় না।’

বর্তমান দলের ব্যাটাররা অতীতে টিম ইন্ডিয়াকে বহু ম্যাচে জিতিয়েছেন। সেই ব্যাটাররাই এখন কাঠগড়ায়। যার মধ্যে অধিনায়ক রোহিতও রয়েছেন। তাই ব্যাটারদের যেমন সমালোচনা করেছেন হিটম্যান, তেমনই তাঁদের আড়াল করার চেষ্টাও করেছেন তিনি। রোহিতের কথায়, ‘টেস্ট ম্যাচ জয়ের জন্য ব্যাটারদের রান করাটা খুব জরুরি। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটাররা পারলেও আমরা সেটা পারিনি। খারাপ ব্যাটিংয়ের পাশে শট নির্বাচনও ভালো হয়নি। অবশ্যই এব্যাপারে সতর্ক হতে হবে আমাদের। সকলেই নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু তারপরও ব্যর্থতার ময়নাতদন্ত নিয়ে খুব একটা আগ্রহী নই আমি।’

মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত ২০১২ সালে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ হেরেছিল। মাঝে দীর্ঘসময় পার। ধোনির পর এবার রোহিতের ভারতকে ঘরের মাঠে সিরিজ হারতে হল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় দলের পারফরমেন্স নিয়ে হতাশা ও সমালোচনার ঝড় বইছে। ভারত অধিনায়ক অবশ্য কাউকে আলাদাভাবে ব্যর্থতার কাঠগড়ায় তুলতে চাইছেন না। বলছেন, ‘অতীতে আমরা ভালো খেলেছি বলেই আমাদের নিয়ে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। সবাই ধরেই নিয়েছে, মাঠে নামলেই ভারত সব ম্যাচে জিতে যাবে। কিন্তু কেউ মনে রাখে না, খারাপ সময় আমাদেরও আসতে পারে। যদি টানা ম্যাচ হারতাম, তাহলে উদ্বেগের বিষয় হত। কিন্তু সেটা হয়নি। শেষ দুটো টেস্টে সত্যিই প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারিনি আমরা।’

> যখন আমরা ম্যাচ বা সিরিজ জিতি, তখন সেই কৃতিত্ব পুরো দলেরই হয়। তাই দল ব্যর্থ হলে তার দায়ও দলের সকলকেই নিতে হবে। এখনই এত উতলা হওয়ার দরকার নেই। ব্যর্থতার ময়নাতদন্তের প্রয়োজন রয়েছে বলেও মনে হয় না।
>
> **রোহিত শর্মা**

সামনেই অস্ট্রেলিয়া সিরিজ। যেখানে পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ রয়েছে। তার আগে টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্স ক্রিকেটমহলে উদ্বেগ তৈরি করলেও ভারত অধিনায়ক সেই দলে নেই। রোহিত বলেছেন, ‘নিউজিল্যান্ড দুটো টেস্টেই ভালো খেলেছে। আমাদের পরিকল্পনা কাজে আসেনি। আগামীদিনে অবশ্যই ভুল শুধরে খেলতে নামব আমরা।’ কিউয়ি স্পিনাররা যেখানে ভারতের মাটিতে বল হাতে ম্যাজিক দেখাচ্ছেন, স্যান্টনার ১৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হচ্ছেন। সেখানে রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজারা বেশ ম্লান। কেন এমন অবস্থা ভারতীয় স্পিনারদের? রোহিতের কথায়, ‘ওদের উপরও প্রত্যাশার বিশাল চাপ রয়েছে। সব বলে অশ্বীনরা উইকেট পাবে, এমনটা হয় না।’ রোহিত যতই অজুহাতের পথে গিয়ে সতীর্থদের আড়াল করুন না কেন, মিশন অস্ট্রেলিয়ার আগে টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে অশনিসংকেত দেখছে ক্রিকেটমহল।

বল হাতে ব্রিসবেন টেস্টে দেখা যেতে পারে সামিকে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : হাল ছেড়ো না বন্ধু!

তিনি হতাশ। তিনি মরিয়াও। এমনই মরিয়া মনোভাব নিয়ে তিনি নিজেকে তৈরি করছেন।

তিনি মহম্মদ সামি টিম ইন্ডিয়ার মিশন অস্ট্রেলিয়ার মূল স্কোয়াডে সুযোগ পাননি। নেপথ্যে তাঁর ফিটনেস। জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে থাকা সামি এখনও পুরো ফিট নন। কিন্তু ফিট হওয়ার পথে। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির একটি বিশেষ সূত্রের খবর, সামি প্রায় ফিট। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তিনি ফিট শংসাপত্রও পেয়ে যাবেন। সেই ফিট শংসাপত্র পাওয়ার পর সামি বাংলার হয়ে দুইটি রনজি ট্রফি ম্যাচও খেলবেন। বাংলার ক্রিকেট সংসারেও এমনই খবর রয়েছে।

আর এখানেই কাহানি মে টুইস্ট!

সামির ভাবনা, পরিকল্পনা শুধু বাংলার হয়ে রনজি খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। তিনি অস্ট্রেলিয়া যেতেও মরিয়া। সূত্রের খবর, বাংলার হয়ে জোড়া রনজি ম্যাচ

খেলার পর সামি অস্ট্রেলিয়া উড়ে যেতে পারেন। ২২ নভেম্বর থেকে পারথে শুরু হচ্ছে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি। সামি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আসন্ন সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে না খেললেও ব্রিসবেনের গাব্বায় নির্ধারিত থাকা তৃতীয় টেস্ট থেকে ভারতীয় দলে ফেরার ব্যাপারে এখনও আশাবাদী। জানা গিয়েছে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফেও তাঁর কাছে এমনই ইঙ্গিত রয়েছে। সামি ফিট হয়ে মাঠে ফেরার পর তাঁকে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় স্কোয়াডের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। হয়তো সেটা ব্রিসবেনে তৃতীয় টেস্টেই। রাতের দিকে সামির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। আবার সম্ভাবনার বিষয়টি উড়িয়েও দেননি। এনসিএতে সামির ঘনিষ্ঠ মহলের ইঙ্গিত, রোহিত শর্মা, গৌতম গম্ভীররা সামিকে ব্রিসবেন টেস্টে দলে ফেরানোর বার্তা দিয়েছেন ইতিমধ্যেই। সেই কারণেই সামি মরিয়া হয়ে উঠেছেন ফিট হয়ে মাঠে ফেরার জন্য।

বাকিটা সময়ের উপর নির্ভর করছে। সামি যত দ্রুত ফিট হয়ে রনজি খেলবেন, ছন্দে ফিরবেন, তত দ্রুতই তিনি স্যর ডনের দেশে উড়ে যেতে পারবেন।

ফাইনালে হেরে গেল বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : সর্বভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ ভিনু মানকড় ট্রফির ফাইনালে গুজরাটের বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে হেরে গেল বাংলা। টসে জিতে ৫০ ওভারের ম্যাচে ৩১.৩ ওভারে মাত্র ১০১ রানে অল আউট হয়ে যায় বাংলা দল। জবাবে ২১.১ ওভারে বিনা উইকেটে ১০৫ করে ভিনু মানকড় ট্রফি জিতে নেয় গুজরাট।

২০২৫-এর পরও খেলবেন, জল্পনা বাড়ালেন ধোনি

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর : কবে থামবেন মহেন্দ্র সিং ধোনি?

গত ২-৩ বছর ধরেই জল্পনা জারি। গত আইপিএলে যেখানে খেলেছেন, সেখানেই মাহিকে নিয়ে 'বিদায়ি' আবেগ ধরা পড়েছে। ইডেন গার্ডেন্স কিংবা ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম, প্রতিপক্ষ সমর্থকরাও ধোনির জন্য গলা ফাটিয়েছেন। ২০২৫-এর মেগা নিলামের আগে ফের মাহিকে নিয়ে বহুচর্চিত প্রশ্নটা ঘুরফাক খাচ্ছে। এর মাঝেই এদিন ধোনির মন্তব্য চাঞ্চল্য তৈরি করল। এক অনুষ্ঠানে জোড়া বিশ্বকাপ জয়ী ভারত অধিনায়ক জানিয়েছেন, 'আর যে কয়েক বছর ক্রিকেট কেরিয়ার পড়ে আছে, তা উপভোগ করতে চাই।'

তাহলে কি ২০২৫ আইপিএলের পরও বাইশ গজে দেখা যাবে তেতাল্লিশে পা রাখা 'থালা'-কে? নিজের কেরিয়ারের গল্প শোনাতে গিয়ে ধোনি বলেন, 'ছোটবেলায় বিকেল চারটে হলেই খেলতে সোজা মাঠে। খুব মজা করতাম। পেশাদার ক্রিকেটে সেই মজার সুযোগ খুব বেশি থাকে না। শুধু ক্রিকেট নয়, প্রতিটি খেলার ক্ষেত্রেই এক। তবে যে কয়েক বছর ক্রিকেটজীবন পড়ে রয়েছে আমি উপভোগ করতে চাই।'

রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের হাতে নেতৃত্বের ব্যাটন তুলে দিয়ে অনেকটাই চাপমুক্ত মাহি। গত মরশুমে বেশ কয়েকটা আকর্ষণীয় ছোট্ট ইনিংস খেলেছিলেন। এবার 'আনক্যাপড' ক্রিকেটার হিসেবে ধোনিকে খেলার সুযোগ দিতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড নিয়ম বদলেছে। কিন্তু ৪৩-এ পা রাখা ধোনি আর কতদিন টানবেন? সমর্থকদের আশ্বস্ত করে মাহি বলে দেন, 'আইপিএলে আড়াই মাস খেলার জন্য নিজেকে বছরে ৯ মাস ফিট থাকতে হয়। সেই মতো পরিকল্পনা জরুরি। নিজেকে শান্ত রাখা, ফোকাস ঠিক রাখাও গুরুত্বপূর্ণ।' খবর, নিজেকে ফিট রাখতে মাসে অন্তত ১৫-২৫ দিন অনুশীলন করেন। সঙ্গে নিয়মমাফিক ডায়েট চার্ট।

জিতে শীর্ষে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৬ অক্টোবর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পর এবার প্রিমিয়ার লিগেও জয়ের ধারা বজায় রাখল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ঘরের মাঠে তারা ১-০ গোলে হারাল সাদাম্পটনকে। সেই সঙ্গে আবার স্কোরশিটে নাম তুললেন নরওয়ের গোলমেশিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। সপ্তাহের মাঝে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে স্পার্টা প্রাহার বিরুদ্ধে ম্যাচে তিনি অবিশ্বাস্য দক্ষতায় বল জালে জড়িয়েছিলেন। এদিনও অদ্ভুতভাবে দলকে এগিয়ে দেন তিনি। ডানপ্রান্ত থেকে ম্যাথিয়াস নুনেজের ক্রসে প্রায় মাটিতে পড়ে গিয়ে শট নেন হাল্যান্ড। গোটা ম্যাচে সাদাম্পটন গোল লক্ষ্য করে মোট ২২টি শট নিলেও গোলসংখ্যা আর বাড়াতে পারেনি পেপ গুয়ার্দিওলার দল। ম্যাচ জিতে তারা প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এল । ৯ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২৩। এক ম্যাচ কম খেলে দুইয়ে থাকা লিভারপুলের পয়েন্ট ২১। রবিবার লিভারপুল নামবে আর্সেনালের বিরুদ্ধে।